THREE THOUSAND BENGALI PROVERBS

AND

PROVERBIAL SAYINGS

ILLUSTRATING

NATIVE LIFE AND FEELING

AMONG

RYOTS AND WOMEN

এতদ্দেশীয়

বিবিধ জনপদ ব্যবহার মূলক

কলিকাতা।

পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৬ মার্চ্চ। সন ১৮৭২ সাল।

This little work completes the series of Proverbs and Proverbial sayings of Bengal which I have brought out in co-operation with Pandit Nobin Chunder Bunarjyea, and other Native Gentlemen to whom I owe a deep debt of obligation for the assistance they rendered.

The series consist of about 6000 proverbs, but there are still many local sayings unpublished, and I hope some Native Gentlemen will continue my work in this direction.

J. LONG.

CALCUTTA 11TH MARCH 1872.

প্রবাদ মালা।

অ
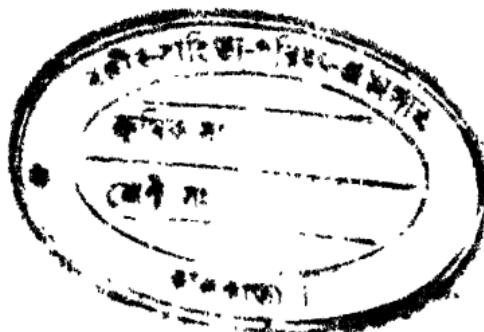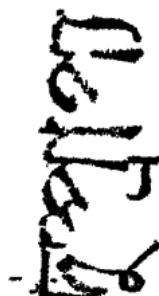
১। অঋণীচাপ্রবাসীচ সবারিচর মোদতে।
২। অকর্ম্মা নাপিতের ধামা ভরা ক্ষুর।
৩। অকষ্ট বদ্ধ।
৪। অকাল কুষ্মাণ্ড।
৫। অকালে সকাল।
৬। অকুল পাঁথারে ভাসা (বা ভাসান)।
৭। অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।
৮। অগস্ত্য মুনির আসা।
৯। অগাধ জলের মাছ।
১০। অগুণ মানুষ গুণ না চিনে, মূষা না চিনে বিড়ালী।
আর অপ্রেমী মানুষ প্রেম না চিনে, কাট
না চিনে কুড়ালী।
১১। অগুরু চন্দন ফেলে চায় শেওড়া কাঠ।
আর কোকিলের ধ্বনি শুনে বানরের নাট।
১২। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাটে।
মাণিক পীর দেওয়ান আছেন নগর রীর হাটে।
১৩। অঘটনা ঘটায় যত বিদ্যে তার বল্‌বো কত॥
১৪। অঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরি পালয়ন্তি।

১৫। অজ বোক।

১৬। অজা যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘ ডম্বুরে।
দম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

১৭। অটল টলাতে নারে সামান্য মানুষে।

১৮। অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানেচ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং ॥

১৯। অতি দানাদ্ধতঃ কর্ণস্তু অতিলোভাৎ সুযোধনঃ।
অতি কামাদ্দশগ্রীবস্তুতি সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥

২০। অতি পর্শে গৌর নটা।[১]

২১। অতি পীরিতি বালীর বাঁধ।

২২। অতি বড় সোদর তিন দিন করিবে আদর।

২৩। অতি বন্ধু যেখানে, অতি বিচ্ছেদ সেখানে।

২৪। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

২৫। অতি ক্ষুধা যার, হাড় কাঁটা তার।

২৬। অত্যন্ত বিবয়রা।

২৭। অত্যুচ্ছ্রায়ঃ পতন হেতুঃ।

২৮। অদাতা বংশ দোষেণ।

২৯। অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া।

৩০। অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ।

৩১। অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে যেন কীট উঠে সুরমাথে ॥

৩২। অধমা সেবকাবৃত্তিঃ।

৩১। অধিক খেতে করে আশা।
তার নাম বুদ্ধি নাশা ॥

৩৪। অনভ্যাসে বিষং শাস্ত্র মজীর্ণে ভোজনং বিষং।

৩৫। অনাথো দেব রক্ষকঃ।

---

১ বারম্বার গেলে গৌরব নষ্ট হয়। অতি পর্শে অর্থাৎ পুনঃপুনঃ যাতায়াত বা সঙ্গ করিলে মান থাকেনা। স্পর্শ শব্দের অপভ্রংশে পর্শ

৩৬। অনাবৃষ্টে রাজ্য মজে, পাপে মজে ধর্ম্ম।
কোটালেতে চোর মজে, আলস্যে মজে কর্ম্ম ॥

৩৭। অনায়কা বিনশ্যন্তি নশ্যন্তি শিশু নায়কাঃ।
স্ত্রী নায়কা বিনশ্যন্তি, নশ্যন্তি বহু নায়কাঃ ॥

৩৮। অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ "কর্ত্তব্যো ধর্ম্ম সংগ্রহঃ"

৩৯। অনুপস্থিতের উপস্থিত।

৪০। অনুস্বর দিলে যদি সংস্কৃত হয়।
তবে কেন রাম সুন্দর মাচার তলে রয়।

৪১। অনেক দুর্ভাগ্য যার ঘরে নাই মা।
অনেক দুর্ভাগ্য যার নাই অন্ধছা * ॥

৪২। অন্তস্তাপো বহিঃ শীতং।

৪৩। অন্ধকার সের ঘুটি।
চোরের মায়ের কুরখুটি।*

৪৪। অন্ধকারে আসে জ্যোৎস্নায় যায়।
তার নরক হাতে হাতে হয় ॥

৪৫। অন্ধকারে খাই খাওয়া।
ছাই খাওয়া কি পাঁস খাওয়া ॥

৪৬। অন্ধকারে মাণিক জ্বলে।

৪৭। অন্ধকারে লাউ কোটা।

৪৮। অন্ধকারের মাস।

৪৯। অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতং।
মূর্খস্য শাস্ত্রং কিমু সানুরাগং ॥

৫০। অন্নকাঙ্গালি যায় নগরে নগরে।
বস্ত্র কাঙ্গালি যায় বনে বনে ॥

---

* বৎস, পুত্র, ছাঁ।

* অন্যস্থলে "অন্ধকারে ঘোর ঘুট্টি" প্রচলিত। অর্থাৎ ঘোর ঘটা "নিবিড় মেঘ" কুরখুটি অর্থাৎ আহ্লাদ। কুরুক্ষেত্রীর অপভ্রংশে "কুরখুটি" প্রয়োগ।

৫১। "অন্নমূলং বলং পুংসাং" বল মূলং হি জীবনং।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ ব্রহ্মকুললোচিষক॥

৫২। অন্নস্য দুঃখতং পাত্রং।

৫৩। অন্য গাছের ছাল কি অন্য গাছে লাগে।

৫৪। অন্যের মন অন্যদিকে।
চোরের মন বোঁচকার দিকে॥

৫৫। অপমানের প্রাণ; সম্মানকে ডরান।

৫৬। অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি।

৫৭। অপার নদী কোথায় আছে?

৫৮। অপৃষ্টো বহুভাষতে।

৫৯। অপৃষ্টোপি শুভং ব্রূয়াৎ।

৬০। অবশ্যং পিতুরাচারঃ।

৬১। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।

৬২। অবস্থা পূজ্যতে রাজন্নশরীরং শরীরিণাং।
তদা বনচরো রাম ইদানীং নৃপতাং গতঃ॥

৬৩। অবাক্ করলে মাকের নথে।
কাজ কি আমার কাণ বালাতে।

৬৪। অবাক কলি বাক সরে না।
গুড় দিয়ে মুড়ী ভাল লাগে না।

৬৫। অবাক বুড়ো রসের গুঁড়ো।

৬৬। অবাক মুখে বাক সরে না।
চোরের মতন যেন তাকানা॥

৬৭। অবাক সৃষ্টি, গুড়ে নাই মিষ্টি॥

৬৮। অবাক সৃষ্টি করলেন চুপে।
নাক নাই তার আতর গোঁপে।

৬৯। অবিচার পুরীমধ্যে যঃ পলায়তি সজীবতি।

৭০। অবোধকে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকীকে বঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

৭১। অবোধেরে ঠকায় বোধায়।
বোধারে ঠকায় খোদায়॥

৭২। অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ।

৭৩। অব্রাহ্মণের দীর্ঘ ফোটা।

৭৪। অভদ্রা বরিষা কাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল।
শোনরে হরিণ! তোরে কই, সময়গুণে সকল সই॥

৭৫। অভাগার কপালে সুখ নাই।
যে বাড়ীতে ভাত নাই॥

৭৬। অভাগিয়ার লক্ষণে। চাঁদ যায় দক্ষিণে।

৭৭। অভাগার সুখ স্বর্গেও নাই। (বা বৈকুণ্ঠেও নাই)।

৭৮। অভাগির বক্ত। জোয়ান দেখে ধর্‌লাম ভাতার সেও হাগে রক্ত।

৭৯। অভাগার বক্ত ফাটা।
তিন ঠাঁই তার ইন্দুর কাটা॥

৮০। অভাবে নাত জামাই ভাতার।

৮১। অভ্যাস দোষ নাছাড়ে চোরে। শূন্য (১) ভিটায় মাটী কোরে।

৮২। অভ্যাসানুসরী বিদ্যা, বুদ্ধিঃ কর্ম্মানুসারিণী।
উদ্যোগানুসরা লক্ষ্মীঃ, " ফলং ভাগ্যানুসারিত,,

৮৩। অমানুষে মানুষ নিন্দে * বদনা নিন্দে ঝারি।
আর জোনাকী পোকায় সূর্য্যে নিন্দে ঐ দুঃখে মরি॥ (২)

৮৪। অমানুষের বোল। তিন পুরুষের ঝোল।

৮৫। অমৃতে অরুচি কার।

---

১ খালি, শূন্য।

* অসত্য সত্য নিন্দে। ইত্যপি পাঠঃ।

২ ইহাও প্রচলিত আছে যথা। অমানুষে মানুষ নিন্দে করয়া নিন্দে ঝারি। জোনাকী পোকায় মাণিক জ্বলে ঐ দুঃখে মরি।

৮৬। অমৃতং পুত্র পণ্ডিতঃ।

৮৭। অমৃতং বাল ভাষিতং।

৮৮। অযাচন্তীর মান বাড়া।

৮৯। অযোধ্যার রঘু। বাঁশ বাগানের ঘুঘু।

৯০। অরণ্যে রোদন।

৯১। অর্থই অনর্থের মূল।

৯২। অর্থাতুরাণাং নগুরু র্নবন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা। বিদ্যাতুরাণাং নসুখং ননিদ্রা ক্ষুধাতুরাণাং ন রুচির্নপক্কং॥

৯৩। অর্থানামর্জ্জনে দুঃখ মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং " কিমর্থং দুঃখভাজনং,, ॥

৯৪। অর্থেন বলবৎসর্ব্বে।

৯৫। অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

৯৬। অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া।

৯৭। অর্দ্ধেক সকল ঘর গোষ্ঠী। আর অর্দ্ধেক মা ষষ্ঠী।

৯৮। অলকা তিলকা সার।

৯৯। অলক্ষ্মী হাতের বাজনা সার।

১০০। অল্প জলের তিতপুঁটি।
তার এত ফট্ ফটা॥

১০১। অল্প টাকার মহাজনী করে।
খাতক থাক্‌তে মহাজন মরে॥

১০২। অল্প বিদ্যা মহাগর্ব্বঃ।

১০৩। অল্পারম্ভঃ ক্ষেমকরং॥

১০৪। অল্পের মধ্যে রোষনাই আছে।

১০৫। অশন্ত কেটে বসত করি।
সতীন কেটে আলতা পরি॥

১০৬। অশেরন মেঁচে নারি. গালায় জলরেখে ডুবে মরি।

১০৭। অশ্ব পাগল হয়। অশ্বারোহ কখন পাগল নয়।

১০৮। অষ্টাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা।

১০৯। অষ্টাঙ্গে আশনা। গোদা পায়ে পাশনা!

১১০। অসতী সতী নিন্দে. (১) ঘৃত নিন্দে মাতয়াল।
বেশ্যা যে সে পুত্র নিন্দে, চোর নিন্দে কোতয়াল। ।

১১১। অসন্তুষ্টো দ্বিজোনষ্টঃ সন্তুষ্ট ইব পার্থিবঃ।

১১২। অনহ্যং জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিত রৌদ্রবৎ।

১১৩। অসাধ্য সাধন আর অনিত্য রোদন।

১১৪। অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর মন্দিরং।

১১৫। অসুমার সম্পত্তি।

১১৬। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

১১৭। অক্ষয় কবচের জোরে।
মোরপুতে কেবা মারে ॥

আ

১১৮। আই ঘর যাও ভাই ঘর যাও।
কাটনা কেটে ভাত খাও ॥

১১৯। আইবুড় বড় ঠাকুর।

১২০। আইরের মুরা ঘৃতের মুরা দেও নিগা অ.মায়ের পাতে
কুইতের মুরা শূন্য মুরা, দেও আনিয়া মোর পাতে ॥

১২১। আএশ লুকাবি বয়স লুকাবি।
গাল ভাঙ্গা কোথায় থুবি ॥

১২২। আঁচড় কামড় সার (২)।

১২৩। আঁটকুড় বেগুণ। আর দরবেশে খদ্দের।

১২৪। আঁতে ঘা।

১২৫। আঁতে পুতে করে চাষ, অভাবে সোদর ভাই।
ঘরে বস্যে পূছে বাত. এবৎসর যেমন তেমন আর
বৎসর হা ভাত।

১২৬। আঁধার ঘরের মাণিক।

---

১ অসতা সতা নিন্দে।

২ বিড়ালের ব্যবসায়।

১২৭। আঁধারে ঢেলা মারা।

১২৮। আঁধারে মাথা নাড়া।

১২৯। আককে চেয়ে সোন্দাম মিঠে (১)।

১৩০। আক্‌গাছটার লোভে গুড় পেয়েটী গেল (২)।

১৩১। আকছেঁচতে কুক্‌সিমের বাত।

১৩২। আক দিতে পারিবে না, গুড়ের নাদা ধরে দিবে।

১৩৩। আকরে টানে।

১৩৪। আকাট মূর্খ।

১৩৫। আকাটা নৌকার সাজ বেশী। বা তিনটা গলুই।

১৩৬। আকারঃ সদৃশঃ প্রজ্ঞা।

১৩৭। অকালে কিনা খায়। পাগলে কিনা বলে।
বরাদে কিনা হয়!।

১৩৮। আকাল গেল সুকাল এলো।
কত দোষ দিয়ে বুনপো গেল॥

১৩৯। আকাশ কুসুম।

১৪০। আকাশ থেকে পড়লো এটা ঘণে খেগে চান্দ।
নিমাই মোড়ল না হইলে শান্তিপুর অন্ধ॥

১৪১। আকাশ থেকে বাহির হৈল জন পাঁচ সাত।
যার যেখানে মর্ম্ম ব্যথা তার সেখানে হাত।

১৪২। আকাশে থুথু ফেলিলে আপনার গায়ে লাগে। (২)

১৪৩। আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম।

১৪৪। আগওয়ালাও যেখানে। পাছুওয়ালাও সেখানে। (১)

১৪৫। আগচুল ধরে টানে।

---

১ সোঁদালো বীজ কতক তিক্ত কতক মিষ্ট লাগে এজন্য তাহার সঙ্গে দৃষ্টান্ত।

২ আগে আক গাছটা দিবেনা। শেষে গুড় পেয়েটা দিবে। ইতি দ্বিপাঠঃ,

২ চাঁদের গায়ে থু থু ফেলিয়ে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

১ আগ নাংলা যেখানে পাছ নাংলা সেখানে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

১৪৬। আগুণ মরে আছে।

১৪৭। আগুণে হাত দিলে ইচ্ছাতেও পোড়ে,
অনিচ্ছাতেও পোড়ে।

১৪৮। আগে গেলে নির্ব্বংশে, পিছে গেলে নির্ব্বংশে।

১৪৯। আগে থাকে আল্লা উল্লা, পরে হয় উদ্দীন।
তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যে দিন॥

১৫০। আগে দর্শন ধারী। শেষে গুণ বিচারী॥

১৫১। আগে দেয় জলের ছিট। শেষে খায় চইরের(১)গুতা।

১৫২। আগে না পাল্লে রাখতে।
এখন এলে রাজ্য নিতে॥

১৫৩। আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে।
পশ্চাতে কাঁন্দিতে হবে অজঝোর ঝোরে॥

১৫৪। আগে পাছে লণ্ঠন। টাকার নামে ঠন্ ঠন্॥

১৫৫। আগে নাথ, পিছে বাত।

১৫৬। আগে হাঁটে পাঁটা কাটে, প্রদীপ উসকোয়, দইবাটে
ভাঁড়ারী, কাঁড়ারী † রাঁধনীবামণ, যশ না পায়
এই সাত জন॥

১৫৭। আগে হাঁটনী, পান বাটনী, প্রদীপ বেড়ানী,
বউরধাই। এই সকল কর্ম্মের যশ নাই। (১)

১৫৮। আঙ্গারেরও দোষ কামারেরও দোষ!

১৫৯। আচারঃ প্রথমো ধর্ম্মঃ।

১৬০। আছে কাজ তো সকাল সকাল সাজ।

১৬১। আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥

---

১ বাঙ্গাল দেশে চোর শব্দের অপভ্রংশে "চইর" ব্যবহার হয়। অথবা চইর শব্দে লগিকেও বলে।

† কাঁড়ারী অর্থাৎ কাণ্ডারী। অথবা চাউল কাঁড়ায় যে, তাহাকেও কাঁড়ারী বলে।

১ এই প্রবাদটী বিক্রম পুরাদি প্রদেশে প্রচলিত আছে।

১৬২। আজ্‌কে বিফল হৈল হৈতে পারে কালি।
তুফানে পড়েছে নৌকা ছাড়িব না হালি॥

১৬৩। আজ্‌ আমাদের রাঁধন বাড়ন কাল আমাদের খাওন।
আমার আজও থাকন কালও থাকন পরশু আমাদের যাওন॥

১৬৪। আজকের মাগ তুমি রেঁধনা রেঁধনা।
চাউল চিবায়ে খাব আমি ভেবনা ভেবনা॥

১৬৫। আজ খেয়ে নেড়া নাচে।
কালকে গোবিন্দ আছে॥

১৬৬। আজ না হৈলে মহাভারত দুষ্ট হয় না।

১৬৭। আজ মোলে কাল দুদিন হবে!
মল্লে কুল কি সঙ্গে যাবে!॥

১৬৮। আটকপালে।

১৬৯। আট কাজলা বিছে লেজা পালের আগে চলে ঘোঁজা
ছয় মোটা দুই সরু (১) ইহা দেখে কিন্‌বে গরু॥

১৭০। আট হাটের কাণা কড়ি।

১৭১। আট কাঠ নয় জোড়, ডাকেরে শিকদেরের ঘোড়া

১৭২। আটা পেষা করবো।

১৭৩। আটাসে ছেলে।

১৭৪। আটে কাটে দড় বড় শক্ত মেয়ে যেই।
পাড়া পড়সীর বুকে বসে ঘর করছি তেঁই॥

১৭৫। আত্মছিদ্রং ন জানন্তি পরছিদ্রানুসারিণঃ।

১৭৬। আত্মবন্ধনাতে জগৎ।

১৭৭। আত্মানং সততং রক্ষেৎ পশ্চাদ্দারা ধনৈরপি (১)।

১৭৮। আদমি আদমি অন্তর রহে, কৈ হিরা কৈ পাতর হ্যায়

---

১ ছয় মোটা অর্থাৎ চারি পা দুই শিং। দুই সরু অর্থাৎ লেজ, গলা।

১ দারৈরপি ধনৈরপি। ইতি দ্বিপাঠঃ।

১৭৯। আদর বিবির চাদর গায়।
ভাত পায়না ভাতার চায়॥

১৮০। আদা আর কাঁচকলা।
পাখী আর সাতনলা॥

১৮১। আদাড় গাঁয়ে শেয়াল বাঘ কুকুর ব্রহ্মচারী।
কত পোয়াতির কাণাছেলে নাম বংশীধারী॥

১৮২। আধারে ছুঁা খাওয়া (১)।

১৮৩। আন মাগের আন চিন্তে।
ডুয়ো মাগের ভাতার চিন্তে॥

১৮৪। আন শুনতে কাণ।

১৮৫। আনর পুরে চাষা।

১৮৬। আন্ধার ঘরে সাপ, সকল ঘরেই সাপ।

১৮৭। আন্ধালায় দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য।

১৮৮। আপন কোটে পাই। চিঁড়ে কুটে খাই।
বা চিড়ে ধামসে খাই।

১৮৯। আপন চরকায় তেল দেও।

১৯০। আপন বুদ্ধিতে ফকীর হওয়া ভাল।

১৯১। আপনা আপনি বেড়াই বাছা আপনার বলে কুঁদে
রাজা পাত্র সাধু মহাজন, সকলইআমার পোঁদে॥(১)

১৯২। আপনাকে আটেনা বিবি, খাবলা খাবলা বাঁটে।

১৯৩। আপনা বুঝ, পাগলেও বুঝে।

১৯৪। আপনা হাত জগন্নাথ।

১৯৫। আপনার কর্ম্মে বড় চাড়।
পরের কর্ম্মে মন ভার॥

---

১ আধার দ্বারা ছুঁা বাড়ে, কিন্তু সেই আধারই ছুঁাকে নষ্ট করে আধার কীট বিশেষ।

১ অর্থাৎ চতুরালী করা। অথবা সুচের উক্তি, রাজা পাত্রাদি সকলেরই সুচে প্রয়োজন হয়।

১৯৬। আপনার কথায় সবই তরী॥

১৯৭। আপনার খানা পাঁচ কাহন।
পরের খানা এক কাহন।

১৯৮। আপনার দিগে ঝোল মাখে।

১৯৯। আপনার পুত ধরে এনে ঝোলে ভাতে খায়।
পরের পুত ধরে এনে, জুলু জুলু চায়॥

২০০। আপনার বেলায় ভাত কাপড়।
পরের বেলায় লাথি চাপড়॥

২০১। আপনার বেলায় মালা মালা।
পরের বেলায় আদ মালা॥

২০২। আপনার মাথা আপনি খায়।

২০৩। আপনার রান্না আপনাকে আর
কুকুরকে এবং দেবতাকে ভাল লাগে।

২০৪। আপনার মূতে আপনি আছাড় খাওয়া।

২০৫। আপনি খেতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাকে।

২০৬। আপনি চোর হলে বাপকে বিশ্বাস নাই।

২০৭। আপনি থাকতে নাই ঠাই।
বউর লাগে সত্বর ধাই॥ বা বধূর সঙ্গে সাত ধাই॥

২০৮। আপনি পায়না পরকে বিলায়।

২০৯। আপনি ভাত পায়না, সেধোর মাকে ডাকে।

২১০। আপনি ভাল তো জগৎ ভাল, তাহারি মান থাকে।
আপনি মন্দতো সবাই মন্দ, তার মান কে রাখে॥

২১১। আপনি সয়না তুল এক পোয়া।
পরের মাথায় দেয় দু মন লোয়া॥

২১২। আপি আপি আপি, দু পা দে চাপি॥

২১৩। আপ্ত ছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্র পদে পদে।

২১৪ আপ্ত সুখের সুখী যারা, তাদের বলি কামী।
পরের দুঃখে দুঃখী যারা, তাদের বলি প্রেমী॥

২১৫। আফিমে ভাল! গাঁজাই চোর।
আর, গুড়ুক ওয়ালার ঘরে সদাই সোর॥
২১৬। আব বুরাতো জগৎ বুরা।
২১৭! আবর (১) তাঁতি গোবর খায়।
মেগের বোলে মরতে যায়॥
২১৮। আবাগেও ফকীর হৈল।
দেশেও মন্বন্তর হৈল॥
২১৯। অবাক লোকের অবাক কথা।
চুল থাকতে পুড়ে মাথা॥
২২০। আবার মাঘ মাস আসবে!
২২১। আবৃত্তিঃ সর্ব্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।
২২২। আভাসে বুঝিতে পারে, বুদ্ধি আছে যার।
২২৩। আম কাঁটালের বাগান দিলাম ছায়ায় ছায়ায় যেও।
উড়কা ধানের মুড়কী দিলাম, পথে জল খেও॥
২২৪। আম খাওন িয়েউদ্দেশ্য; আঁঠি দিয়া প্রয়োজন কি?
২২৫। আম গুণে ধান, তেতুল গুণে বান(২)।
২২৬। আম না থাকিলে আমড়া চোষে।
২২৭। আম ফলে থোল থোল তেতুল ফলে বাঁকা।
ভদ্র লোকের ঘরে কেবল রাঁড়ের হাতে শাঁখা॥
২২৮। আমরা তো পুরুষ বটি চিড়ে কুটি।
যখন যেমন তখন তেমন॥
২২৯। আমরা বড় চুলের গোষ্ঠী।
আঁটিলে সুঁটিলে কুলের আঁটিটি॥
২৩০। আমরা বেদিয়ার জাত মাঠে ফেলি টোল।
বৃষ্টি বাদল হৈলে পরে বস্যে বাজাই ঢোল॥
২৩১। আমানি খেতে দাঁত ভেঙ্গেছে সিন্দূর পরবি কিসে।

---

১ অর্থাৎ মূর্খ।
২ আম দেখে বাণ তেতুল দেখে ধান॥ ইতি দ্বিপাঠঃ।

২৩২। আমার এমন গুণ, চূণকে বানাই লুণ

২৩৩। আমার কথায় বিষ আছে।

২৩৪। আমার কপাল ধরেছে।

২৩৫। আমার নাম যমুনা দাসী।
পরের খেতে ভাল বাসি॥

২৩৬। আমাবস্যার চন্দ্র !

২৩৭। আমার ঠাকুর এড়ো। কীল খান চৌদ্দবুড়ি
কড়ি দেন দেড়া॥

২৩৮। আমার পোঁড়ো ডুবলেও এক হেঁটো।

২৩৯। আমার নাম রণরঘু।
ভিটাতে চরাই ঘুঘু॥

২৪০। আমাদের চারিপেয়ে জন্তুর ঐ দস্তুর। বা ঐ ধারা।

২৪১। আমার মন করছে খাজনা খাজনা।
হাদে খগে তোর হরিভজনা॥

২৪২। আমি কই ফলের কথা।
ও কয় জল জন্তুর কথা॥

২৪৩। আমি কাঁদি পীরিতের ছন্দে।
হরিদাস বাবাজী কাঁদে কি সম্বন্ধে॥

২৪৪। আমি কি কারু পেটে পড়ি।

২৪৫। আমি কি দিয়ে চোর॥

২৪৬। আমি কি বলি বেহাইকে মার।
যাতে খাজনা আদায় হয় তাই কর॥

২৪৭। আমি খাই ভাঁড়ে জল, তুমি খাও ঘাটে জল।

২৪৮। আমি খাই তাঁতের ভাত।
তোমার কেন গালে হাত॥

২৪৯। আমি গেলাম বঙ্গে। কপাল গেল সঙ্গে॥

২৫০। আমি হুকা গঞ্জার দিকে যাইনা।

২৫১। আমি ঠাকুর হাবা গবা।
ফুল নেও থাবা থাবা।।

২৫২। আমি তোমাকে ত্রিষিক্ষেত্রে পিষ্‌বো।

২৫৩। আমি বামণের ভাতে আছি!

২৫৪। আমি ভাবি আপন আপন।
গোপালে ভাবে পর॥

২৫৫। আমি ভাবিরে ভাই। তুমি যাবে কার নায়॥

২৫৬। আয় কীল ঘাড়ে।

২৫৭। আয় থাকতে বাঁধে আলি।
তবে খায় নানা শালী।

২৫৮। আয়না আয়না আয়না। সতীন যেন হয়না।

২৫৯। আর কাটে জ্বলেনা আগুণ, সিমুলেতে জ্বলে।

২৬০। আর গাব খাবনা গাবতলায় যাবনা।

২৬১। আর রাজ্যে বামণ নাই।
কাশী ঠাকুর চিঁড়া খেয়ে যাও॥

২৬২। আরশলা আবার পাখি খৈ আবার জলপান।

২৬৩। আরসওদা যেমন তেমন খোপা বাঁধা দড়ি।

২৬৪। আরসীর মুখ পড়সীর মুখ।
যেমন দেখাও তেমনি দেখ॥

২৬৫। আর হালি পানী পায় না।

২৬৬। আল চাউল বেঁড়ে কলা।
খাওনা ঠাকুর এই বেলা।।

২৬৭। আলি দিবি কি পালি দিবি।
সকল ঘরে পোঁচড়া দিবি।।

২৬৮। আলি আলি আলি। যেখানে যাই
সেই খানে ভাঙ্গা কালি।।

২৬৯। আলো নেই কর ভাঁটা।

২৭০। আলো ঘরের আঁধার মাণিক।

২৭১। আশাতরুর মূলোচ্ছেদ।
২৭২। আশা চেয়ে থাকা ভাল হৈয়ে গেলতো হৈয়ে গেল!
২৭৩। আশাবধিং কোগতঃ।
২৭৪। আশায় মরিল চাষা, প্রত্যাশায় মুড়ুস দাড়ী। আর হারাম জাদিকে বলো হারাম জাদা যায় বাড়ী।
২৭৫। আশীর্ব্বাদঃ শিরচ্ছেদ অন্নকষ্টং যুগে যুগে। সর্ব্বাঙ্গো ধবলাকারো গোষ্ঠী সার্দ্ধং কুঠী ভব।
২৭৬। আশ্বিন গেল কার্ত্তিক এলো ছোট বড় ধান গর্ব্ভ পেলো। আমার ক্ষেত্রের পোকা মাকড় সব দূর যা দূর যা॥
২৭৭। আশ্বিনে কার্ত্তিকে যদি দিলে ঈশানে। তবে কোদাল কাঁদে করে নাচগে যা কিষানে॥
২৭৮। আষাঢ় ধুলে শ্রাবণ পেলে কন্যা কাণে কাণ। বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখবো ধান॥
২৭৯। আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা যদি বর্ষে কোণা। তবে পর্ব্বতে হয় কাল আমনা॥
২৮০। আষাঢ়ে যেন্না খাটালে পর। মিছে কাজে তার সংসার॥
২৮১। আষাঢ়ে রোয় দলকে, শ্রাবণে রোয় ফলকে। ভাদ্রে রোয় শীষকে, আর আশ্বিনে রোয় কিসকে
২৮২। আষাঢ়ে গল্প।
২৮৩। আসনঃ চালনং দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জিতা।(১) জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতি ক্রোধেণ ধৈর্য্যতা॥
২৮৪। আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধিঃ।
২৮৫। আসি বলে এক্‌শী হৈলে।

১ এই প্রবাদটি সাধারণ লোকে যে প্রকার বলিয়া থাকে তাহা লেখা গেল কিন্তু সংস্কৃত রীতি ক্রমে পরিশোধিত হইলনা।

২৮৬। আসুক না আসুক বর।
সিঁতে পরে মর॥

২৮৭। আসুন মহাশয় বসুন খাটে।
পা ধোওগে গেড়ের ঘাটে (১)।
জল খাওগে মাঠে মাঠে॥

২৮৮। আসে লক্ষ্মী যায় বালাই।

২৮৯। আহাম্মককে চারি কড়া কৌড়ী দেও, তো আক্কেল মৎ দেও।

২৯০। আহার নিদ্রা ভয়।
যত বাড়াও ততো হয়॥

২৯১। আহারে প্রহর।

ই

২৯২। ইংরাজের লাত ভাল। বাঙ্গালির বাত কিছু নয়।

২৯৩। ইহার দেখি ভিরকুটি। খেতে চান না তুদরুটি॥

২৯৪। ইচ্ছা থাকিলে পথ আছে॥

২৯৫। ইটটী পড়িলেই পাটকেলটী পড়ে।

২৯৬। ইতরের মরণ গাছের আগায়।

২৯৭। ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ।

২৯৮। ইনি আমার কুলীন পুত্র জামাই।

২৯৯। ইনি বাঘের মাসি হয়েছেন॥

৩০০। ইনি যেন অবতার।

৩০১। ইনি যেন কন্দর্প।

৩০২। ইনি যেন দয়ার নিধি কর্ণধার।

৩০৩। ইনি যেন দাতা কর্ণ।

৩০৪। ইনি যেন ভীষ্মদেব।

৩০৫। ইনি যেন লার্ড হয়েছেন।

---

১ বা গড়ের ঘাটে।

৩০৬। ইনি যেন সতী সাবিত্রী।
৩০৭। ইনি যেন সিমুলের ফুল (১)।
৩০৮। ইনি যেন সোণার কাটি রূপার কাটি।
৩০৯। ইঁদুর বড় সাতারু তার পোঁদে খুদের পরু।
৩১০। ইরং বেঙ্গাল ক্ষুদ্র নবাব।
৩১১। ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডী পাঠ।

উ

৩১২। উকুন হইলে নখে তুলে মারি।
৩১৩। উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট।
৩১৪। উচিত কথায় মানুষ রুষ্ট।
৩১৫। উচিত তর্পণে গঙ্গা শুকায়।
৩১৬। উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রাঘাত হয়না।
৩১৭। উচ্ছে খাবে কচি। আর
পটলের খাবে বীচি॥
৩১৮। উটের মখে জিরে।
৩১৯। উঠবে তো ছেলে ধরবে।
বসবে তো পাট কাটবে॥
৩২০। উঠান বাড়ী বড় ভয়।
পিঠে পড়লে সব সয়॥
৩২১। উঠে পড়া পাশ মোড়া মধ্যে মধ্যে ভীমে ছোড়া।
খেপার চৌদ্দ খেপির আট, এই নিয়ে জনম কাট।
এও যদি না পার, তবে ভগোর খাদে ডুবে মর।
৩২২। উড় (১) সম্পর্কে গুড়ুর নাতী।
মাড় ভাত খেয়ে মরলো তাঁতি।

১। দেখিতে সুন্দর কিন্তু গন্ধ নাই।
১ উড়ু অর্থাৎ উড়ে। গুড়ু অর্থাৎ পাইক।

৩২৩। উড়ে এসে জুড়ে বসে।

৩২৪। উড়ে যায় পাকী তার পাখা গুণি আমি।

৩২৫। উত্তরে লোক পরিপাটী।
দেখলে লাগে দাঁত কপাটী॥

৩২৬। উদ খেতে খুদ নাই চাটগাঁয় বরাত্।

৩২৭। উদয়তি যদি ভানু পশ্চিমে দিগ্ বিভাগে নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিত। বা সুখাগ্রে।

৩২৮। উদ মাছ মারে। খটাশে তিন ভাগ করে॥

৩২৯। উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

৩৩০। উনি ভূষণ্ডী কাক।

৩৩১। উনি যেন কুলের প্রদীপ।

৩৩২। উনি যেন রাজা যুধিষ্ঠির।

৩৩৩। উপর ঘেরা মধ্যে ফাঁক।
দেখছি কত লাখে লাখ॥

৩৩৪। উপর চাল দেখা।

৩৩৫। উপরোধে ঢেঁকি গেলা।

৩৩৬। উপুসে চার পোকা। (১)

৩৩৭। উপোস করে ধর্ম্ম। আর কোদাল পেড়ে চাষ।

৩৩৮। উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই।

৩৩৯। উপোসের নাগর। পারণার ঠাকুর।

৩৪০। উবে নাই ফেরে আছে।

৩৪১। উভয় সঙ্কট।

৩৪২। উলটালেও যা পালটালেও তা।

৩৪৩। উলু দেবার সময় গালে ঘা।

৩৪৪। উলুবনে কার্ত্তিক। বাস তার।

৩৪৫। উনুনের দণ্ড কি। বা নাই।

---

১ অর্থাৎ উপবাসী ব্যাক্তি অধিক আছে।

ঊ

৩৪৬। ঊনকুর্টি চৌষর্টি।
৩৪৭। ঊন পঞ্চাশ বায়ু প্রবল।
৩৪৮। ঊন পাঁজুরে বরা দেঁতো।
৩৪৯॥ ঊনপেলে ঊনচালশেয় ধরে।

ঋ

৩৫০। ঋণ ছেঁচড়ার পার্ব্বণ লাভ।
৩৫১। ঋণ দাতার ভয় জেয়াদা।

এ

৩৫২। এঁড়ো ছেলের (১) কেঁড়ে ডাগর।
৩৫৩। এঁড়েমোল, এঁড়ের পোকাও মোল।
৩৫৪। এ আমার সাত বন্নদের ভুদ (বা ধন)।
৩৫৫। এই পুণ্যা হৈল।
৩৫৬। এই চোরার পার্ব্বণ, যেপথে কুলি বয়ে যায়।
৩৫৭। এক আঁচড়ে জানা গেছে।
৩৫৮। এক কাণ কাটা সহরের বার দে যায়।
দুকাণ কাটা সহরের ভিতর দে যায়॥
৩৫৯। এক কড়া নাই থলিতে।
লাফ পাড়ে গিয়ে গলিতে॥
৩৬০। এক কূল ভাঙ্গে তো আর এক কূল গড়ে)
৩৬১। এক কে আর সিক্কে ব্যাগার।
৩৬২। এককে একুশ করে।

---

১ মায়ের গর্ভ হইলে যে ছেলের পেট মোটা হয় তাহাকে এঁড়ে, ছেলে বলে। বা এড়ে লাগাও বলে। এড়ে অর্থাৎ শিশুকালে উদরাময় বা অন্য রোগ হইয়া পেট মোটা হয়।

৩৬৩। এক খোয়ারির তিন দোষ।
নাকের আগে বিষ ফোট॥

৩৬৪। এক গাঁজার তিন ধর্ম্ম।
তোতা, পেঁচা, কুম্ভকর্ণ॥

৩৬৫। এক গাঁয় ঢোল বাজে, আর এক গাঁয় বিয়ে।

৩৬৬। এক ঘরের অন্দর বাড়ী।

৩৬৭। এক ঘা মেরে সাত ঘা জিরোয়।

৩৬৮। এক চন্দ্র স্তমোহন্তি নচতারা গণৈরপি।

৩৬৯। এক চাল র আবার পরচালা।

৩৭০। একচেনে এক দিনে।
আর একচেনে একুশ দিনে॥

৩৭১। এক চোকে কান্না আর এক চোখে হাসি।

৩৭২। এক জায়গার ওঁচলা মাটি।
আর জায় গার ষাঢ়॥

৩৭৩। এক জোয় আর সাতপোয়।

৩৭৪। এক টাকায় পুকুর কিনে, তিন টাকায় কাটে।

৩৭৫। এক টাকায় পোদ চৌধুরী।
হাজার টাকায় বামণ ভিকারী।

৩৭৬। একদিন করে মজা।
ছমাস খায় পটল ভাজা॥

৩৭৭। এক দেয় বর দেখে, আর দেয় ঘর দেখে।

৩৭৮। এক পণ্ডিত নিয়ে পাতালে যাওয়াও ভাল।
এক শত মূর্খ নিয়ে স্বর্গে যাওয়াও ভাল নয়॥

৩৭৯। এক পথ মেরে সাত পথ করা।

৩৮০। এক পয়সার মুরগী। তার দুই পয়সার পুদগানি।

৩৮১। এক পা জলে, এক পা স্থলে।

৩৮২। এক পায়ে জুতো, খায় মুচির গুতো।

৩৮৩। এ কপালে সুখ নাই।

৩৮৪। একবার হৈল লুণে ফেণে, তার পর হৈল ছেলের সনে। দেখে গেছু সেই, আর নিয়ে বসেছি এই।

৩৮৫। এক বোকা কেত্তো কামার, আর এক বোকা ভাসুর আমার, আর এক বোকা তুই। পথ না দে পথে কাঁটা দেয় আর এক বোকা সেই ॥

৩৮৬। এক বেটার আশ, আর নদী কূলে চাষ।

৩৮৭। এক মরণে দুজনের মরণ।

৩৮৮। এক মাগির সাত কাম।
ধান কাটে আর চোষে আম।

৩৮৯। এক মুরগী সাত জায়গায় জবাই।

৩৯০। এক মুখে দু কথা (বা সাত কথা)।

৩৯১। এক যাত্রায় পৃথক ফল।

৩৯২। এক রত্তি ছেলের বার বুড়ি কথা।

৩৯৩। এক রত্তি বিষনাই কুল পানা চক্র।

৩৯৪। এক রত্তি মানুষ নয়, সাত রত্তি আলাপ।

৩৯৫। এক রত্তি সোণা, সেকরা সতের জনা।

৩৯৬। এক রেক চেলের ক্ষুধা কি এক কুন্‌কেয় যায়।

৩৯৭। একলা মায়ের ঝি গরব করিবনা তো কি।

৩৯৮। এক ষট্টি করেছ। (সংকেত প্রবাদ)।

৩৯৯। একসের চেলে মহাভারত কওয়া।

৪০০। এক হাটে কি মায়ে ঝিয়ে চোর ?।

৪০১। এক হাত পায়, এক হাত মাথায়।

৪০২। এক হাত বাজালে বাজেনা।

৪০৩। এক হাতে তালি বাজেনা।

৪০৪। একাদশীর কেউ নয়, পারণার গোঁসাই।

৪০৫। একার মরণ ভাল।

৪০৬। একি কাগী বগী ভস্ম।

৪০৭। একি ধান গাছে গণ্ডা।

লীলাখেলা

৪০৮। একি বিধির বিবেচনা।
কাগের গলায় তুলসীর মালা ॥

৪০৯। একি বিধির বিবেচনা।
লৌহদণ্ডে তাড়ে সোণা ॥

৪১০। একি লজ্জার কথা।

৪১১। কাকের উপর কামান পাতা।

৪১২। একি শ্যামী বামীর কুয়া!

৪১৩। একেই কি বলে সভ্যতা।

৪১৪। একেই নাচনী বুড়ী তাতে আবার নাতিনীর বিয়ে।
অথবা (তাতে পাইল ঢোলের তালি) ॥

৪১৫। একেই রাঁধেনা, তার আবার পান্তা।

৪১৬। একে খিদা আর যম, উদ্দেশেতে করি নমস্কার।

৪১৭। একে বউ নাচনী, তায় খেমটার বাজনী ॥

৪১৮। একে ভস্ম আরে ছার, দোষ গুণ কব কার।

৪১৯। একে মাগ, তায় বয়সে বড়।

৪২০। একে মাস যায়না, তায় বত্রিশে। (বা ছদিন বাড়া)

৪২১। একে রুঁধড়ের ভাত, তায় মসুরীর ডাল।

৪২২। একে শনি তায় রন্ধ্রগত।

৪২৩। একে শালুক তায় তরঙ্গ।

৪২৪। এড়েঁদিয়ে তেড়ে ধরা।

৪২৫। এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়।

৪২৬। এতো কলাই ভাতে। ছোটঠাকুরের পাতে ॥

৪২৭। এতো করে হলি ঘর। তবু নিনসে বসে পর ॥

৪২৮। এতো কষ্টে এতো খেনু, বেগুণ পোড়ায় হাড়।
আর, বচ্ছর অন্তুর ছাতু খেনু, বউগো তাও লাগে ঝাল ॥

৪২৯। এতো ডাল দিয়েছ ভাতে।
তবু নাই বড়ঠাকুরের পাতে।

৪৩০। এদিকের চন্দ্র ওদিকে, গেলেও মহতের কথা নড়েনা।

৪৩১। এবড় কঠিন ঠাঁই।
গুরু শিষ্যে দেখা নাই॥

৪৩২। এ বাড়ী বে ও বাড়ী বে।
হেঙ্গল মল্লো এসে গে।

৪৩৩। এবার পোয়া বার তের।

৪৩৪। এবিয়ের এই মন্ত্র।

৪৩৫। এমন রাজার রাজ্যে কে করিল বিধি।
ঘোল খাবেন কৃষ্ণদাস কড়ী দিবে নিধি॥

৪৩৬। এযে দেখছি অনন্ত শয্যা।

৪৩৭। এ যেন খোদার খাসি।

৪৩৮। এর গলা দেখ, যেন কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছে।

৪৩৯। এর গলায় পা দেওয়া।

৪৪০। এর ঘাড়ে যেন ডাকাত পড়েছে।

৪৪১। এর চোখে ধাঁদা লেগেছে।

৪৪২। এর তিন কুলে কেউ নাই।

৪৪৩। এর পেটে এত বিদ্যে হাঁটু ডুবে যায়!

৪৪৪। এর বাঁশের চেচাড়ি দিয়ে নাড়ী কেটেছে।

৪৪৫। এর মরণ ছুট ফটানি ধরেছে।

৪৪৬। এর লেজে গোবরে হৈয়েছে।

৪৪৭। এর লেজে পা দেওয়া।

৪৪৮। এর লেজে পাড় পড়িয়াছে!

৪৪৯। এর হাড়ে ভেলকী হয়।

৪৫০। এসা দিন রহেগা নেহি!

৪৫১। এসেছি একা, যাবও একা।

৪৫২। এসোকো শুনায়ো দরদ যো তোমরা দরদ লেয়।
বেদর্দিকো দরদ শুনানেছে তুনা দরদ দেয়॥

ঐ

৪৫৩। ঐ রঙ্গের রঙ্গি বৌ পাকল মাথার কেশ।
আর, বৌ বড় ভাগ্যবতী তার গঙ্গা বয় সন্দেশ।

৪৫৪। ঐ রোগেই তো ঘোড়া মরে। (১)

ও

৪৫৫। ও কথা কারে কও।
বাঁচ ধান নে ঘরে যাও।

৪৫৬। ওটা যমের অরুচি।

৪৫৭। ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে। হাতে তালি দিয়ে॥

৪৫৮। ওরে আমার তুমি। তোমার জন্যে
চাউল ভিজিয়ে চিবিয়ে মরি আমি।

৪৫৯। ওরে আমার ননী। কি খেতে সাধ গিয়েছে
উলবেড়ের ফেনী।

৪৬০। ওরে আমার খোল কড়া।
ঘরে ভাত নাই বেগুণ পোড়া॥

---

(১) এক ব্যক্তি কোন লোকের নিকট একটী ঘোড়া গচ্ছিত করিয়া স্থানান্তরে যায় কিছুকাল পরে সে আসিল ঐ অশ্ব চাওয়াতে সে কহিল প্রায় ছমাস তাকে আহার দিয়াছি এইক্ষণে ২।৩ দিন হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে তখন যাহার ঘোড়া সে ঐ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস না করিয়া কহিল তাহার মস্তক আনিয়া দেখাও তখন সে একটী গরুর মস্তক আনিয়া দিল ঐ শুষ্ক গো মস্তকের এক পংক্তি দন্ত দেখিয়া কহিলসে কি ঘোড়ার তো এক পাটি দাত নহে এযে গো মস্তক, তখন ঐ ব্যক্তি কহিল ও রোগেই তো ঘোড় মরে, অর্থাৎ এক পাটী দন্ত পতন হওয়াতেই অশ্বের মৃত্যু হইয়াছে। কেহ ২ বলে গরুগচ্ছিত করাতে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ঐ রোগেই তো গরু মরে অর্থাৎ অস্থ মণ্ড দেখিয়া ঐ রূপ বিপরীত আশঙ্কা করা

৪৬১। ওরে আমার হিরে। কি খেতে সাধ গিয়েছে ছুঁচোর কোটা চিঁড়ে॥

৪৬২। ওরে আমার হেরে। কে নেবে আমার শারে পেতে কে নেবে আমায় ধরে।

৪৬৩। ওরে ওরে ভাইরে। কেহ কারু নয় রে।

৪৬৪। ওরে ভাই কালু। কারু পাতে মাগুর মাছ কারু পাতে আলু॥

৪৬৫। ওলা দেবার (১) পালনী করা।

৪৬৬। ওলো রঙ্গা তোর ঘর পুড়্‌বে—পুড়ুক গিয়ে ডর। আমার তো রঙ্গ পুড়্‌বে নাকো তাতে কিবা ডর॥

৪৬৭। ওসব পাঁকে পুতে ফেল।

৪৬৮। ওসব লক্ষ্মীর বর যন্ত্র।

ঔ

৪৬৯। ঔষধার্থে সুরাপান।

৪৭০। ঔষধে চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ।

ক

৪৭১। ক অক্ষর জ্ঞান নাই ব্রহ্ম বিচার।

৪৭২। কংসগের রসাতল, ধর্ম্মের রহিল বল।

৪৭৩। কখন খেওনা তুমি তালে আর ঘোলে। কখন ভুলনা তুমি মন্দ লোকের বোলে॥

৪৭৬। কখন তেতুল পাতায় কুলায়। কখন মান পাতা তেও হয়না।

৪৭৭। কখন বা মানুষেতে ঝোলে ভাতে খায়। কখন বা চাউল চিবাতে ফেকো উড়ে যায়॥

৪৭৮। ক, খর সঙ্গে কোমরা কুমরী।

---

(১) ওলাদেবী অর্থাৎ কালীদেবীর পালনী।

৪৭৯। কচু বনে খটাস বাঘ।
৪৮০। কচুর পাতে বজ্রাঘাত।
৪৮১। কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়িস তো মান।
৪৮২। কটাক্ষে রাজা হইতে পারে।
৪৮৩। কড়ি কপালে মানুষ।
৪৮৪। কড়িও ছয় বুড়ি, দইও চাপ চাপ।
৪৮৫। কড়ি দিয়া কাণা পেয়াদা।
৪৮৬। কড়ি পেলে হরি মেলে
৪৮৭। কড়ির কড়ির হাঁস। ঠ্যাং অবধি মাস॥
৪৮৮। কড়িতে বাঘের দুদ মিলে।
৪৮৯। কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে, কড়ি লেগে মরে গিয়ে
৪৯০। কণ্ঠাগত প্রাণ।
৪৯১। কত কত উষ্ট্র বহিয়ে গেল।
গর্দ্দভে বলে কত জল॥
৪৯২। কত কত হাতী গেল তল।
মশা বলে আমার এক হাঁটু জল॥
৪৯৩। কতকের ঢেঁকী? না বাবলা কাঠ।
৪৯৪। কত মধুই দান করেছ।
৪৯৫। কত সন্ধে ভাতার পায়।
শোবার বেলায় গয়না চায়॥
৪৯৬। কথা কন ভাল, হাসেন মন্দ।
৪৯৭। কথা কচ্ছে যেন মধুর কলসী ভাঙ্গছে।
৪৯৮। কথা ছিলনা দিলে গাল।
আজ না হয় হবে কাল॥
৪৯৯। কথাতে সাউ শুঁড়ি। কথাতে বাড়িপাড়ি॥
৫০০। কথা নয় যেন তেত্তোলের চেলা।
৫০১। কথা বেচে খাওয়া।

৫০২। কথায় ধন্য করণ শূন্য। তার কথায় ফল দেখেনা কখন।

৫০৩। কথায় মন ভিজে, চিঁড়ে ভিজে কিসে।

৫০৪। কথার কথা কাজের নয়।

৫০৫। কথার ঘা সয়না। হাতের ঘা সয়।

৫০৬। কথার নেই মাথা। বেঙ্গে চিঁড়ে দই খায়॥

৫০৭। কথার মার্ বড় মার্।

৫০৮॥ কদমে পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।

৫০৯। কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিদ্দন্তুরঃ সুখী।

৫১০। কদাচিল্লোমশো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশা সতী।

৫১১। কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥

৫১২। কনের মা কান্যে বাখনায়, আমার মেয়েটি ভাল; আর, ধান সিজান হাঁড়ীর চেয়ে কিছু একটু কাল॥

৫১৩। কপাল গুণে গোপাল তাঁতী। যত নায়করে সব ফোকড়া দাঁতি।

৫১৪। কপাল গুণে গোপাল ঠাকুর।

৫১৫। কপাল বিগুণ যার। কি করে মহদাশ্রয় তার॥

৫১৬। কপালে আছে বিয়ে, কাদলে হবে কি।

৫১৭। কপালের কীল, বাপেও নীলায়।

৫১৮। কফন চোরের (১) বেটা, মেকমারা।

৫১৯। কফ, পিত্ত, বাই। তিন নষ্ট করেন পটল ভাই।

৫২০। কবার নয় কইতে হয়।

৫২১। কবুতরের কল্যাণে মহিষ দেওয়া।

৫২২। কম তহশীল গাঁ নষ্ট।

---

(১) যেজনকবর স্থান হইতে মৃত ব্যক্তির দ্রব্যাদি চুরী করে, তাহাকে কফন চোর কহে।

৫২৩। কম্বলের লোম বাচা।

৫২৪। কয় কথা আপনি। নেই করে তখনি।

৫২৫। কয়লাকা ময়লা ছুট যব্ আগ করে প্রবেশ।

৫২৬। কর্‌গে যা তুই কর্ত্তাগিরি, খুদে বাস্য আছে।

৫২৭। করিতে পারেন না এক খান।
ভেঙ্গে গড়েন সাত খান॥

৫২৮। করিয়া জমাইও, জমাইয়া করিও না।

৫২৯। কর্জ্জ করে ভাত খায়, ভেটেল নৌকায়
যায়, তার সুভিদা পায় পায়।

৫৩০। কর্কট ছকট সিংহে শুকা কন্যা কাণে কাণ।
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কোথা রাখি ধান॥

৫৩১। কর্ত্তব্যো নাতি সঞ্চয়ঃ।

৫৩২। কর্ত্তা বড় ভাগ্যবান জানে সকলেরে।
এক তোলা গুড়কের তরে মাথা খুঁড়ে মরে॥

৫৩৩। কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ নবুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।

৫৩৪। কলিকালের ছেলে।

৫৩৫। কলসীর পাঁক।

৫৩৬। কলিকাতার মাটিতে কথা কয়।

৫৩৭। কলি হৈল ঘোর। যার জন্যে চুরী করি সেই
বলে চোর॥

৫৩৮। কলির অবতার।

৫৩৯। কলির কথা কৈ গো দিদি কলির কথা কই।
গিন্নির পাতে টক আমানি বোয়ের পাতে দই॥

৫৪০। কলির বৌ ঘর ভাঙ্গানী।

৫৪১। কলির ভাল করিতে নাই।

৫৪২। কলুর ঘুম ঘানি গাছে।
যদি ঘুম চক্ষে আছে॥ (বা আসে)।

৫৪৩। কল্লে কত তেঁতে ঠার।
বল্লে এক হৈল আর॥

৫৪৪। কাঁকে কলসী চড়ক পাক।
গিন্নি হবার বড় সাধ॥

৫৪৫। কাঁচা শরায় নৃত্য করা॥

৫৪৬। কাড়া চেল্লে তিন ঘা পাড়।

৫৪৭। কাক মন্ত্রী হৈলেই সর্ব্বনাশ।

৫৪৮। কাক তালীয়।

৫৪৯। কাকস্য পরিবেদনা।

৫৫০। কাকের উপর কামানের চোট।

৫৫১। কাকের ডাকে মূর্চ্ছা যায়।
রাত্রে নদী পার হয়।

৫৫২। কাকের মুখে কমলা।

৫৫৩। কাকের মুখে কি কোকিলের রা।

৫৫৪। কাগজ কলম কালী।
এই তিন নিয়ে বালী (১)॥

৫৫৬। কাগার শত্রু বগা, বগার শত্রু বাগা।
বাগার শত্রু সিংহী, সিংহীর শত্রু শৃগাল।
শৃগালের শত্রু মহা কাল।

৫৫৭। কাক কাল কোকিল কাল কাল ফিঙের বেশ।
তাহৈতে অধিক কাল তোমার মাথার কেশ॥

৫৫৮। কাকহৈয়ে কোকিলের মত ডাকতে করে আশা।
বামণ হৈয়ে চাঁদে হাত, ছার কপালের দশা॥

৫৫৯। কাক হৈলেন কোকিল পাখী, শেয়াল হয়েন চন্দ্র মুখী, স্বর্গের বলি রাজা হৈলেন ব্যাং।
অবশেষে বামণের হাত হৈতে পুচ কল্লেন চ্যাং।

---

[১] অর্থাৎ বালীগ্রামে লেখক ভাল।

৫৬০। কাগী বগী ভস্ম করা।

৫৬১। কাগুজে পোকা।

৫৬২। কাগুজে পোড়ো।

৫৬৩। কাঙ্গলা ভাত খাবি না পায়ে ব্যথা।
হা করবো কি করে্য।

৫৬৪। কাঙ্গাল কুষ্ঠী বেণ্যে, বেচে কি,
শুঠ আর ধন্যে।

৫৬৫। কাঙ্গাল দেখে দেয় ভাত।
সানকী নিয়ে মারে রড়্।

৫৬৬। কাঙ্গাল বাঙ্গাল খদ্যে।
তিন নিয়ে নদ্যে॥

৫৬৭। কাঙ্গালের কথা কেউ শুনে না।

৫৬৮। কাঙ্গালের কথা বাসী হৈলে লাগে (বা ফলে)।

৫৬৯। কাঙ্গালের ছেলের আঙ্গালে মরণ।

৫৭০॥ কাঙ্গালের দুয়ারে হাতীর পাড়া (১)।

৫৭১। কাঙ্গালের মরণও বিট্‌কেল।
মরে্য কবে দাঁত সিট্‌কেল।

৫৭২। কাঙ্গালের মুড়কীই সন্দেশ

৫৭৩। কাঙ্গালের রাংতাই সোণা।

৫৭৪। কাঙ্গালের হোয়েছে ঝারি। মায় পোয়
পানী পিয়ে মরি।

৫৭৫! কাচঃ কাচঃ মণি র্ম্মণিঃ।

৫৭৬। কাছারি গেলেই খালাস।

৫৭৭। কাছা খুলিতে দেরি আছে।
কিন্তু কপাল খুলিতে দেরি নাই

---

(১) বিক্রম পুরাদি স্থানের লোকেরা পদ চিহ্নকে বা পদকে পাড়া, বলে।

৫৭৮। কাজ নাইকো, কাঁথা সেলাই কর।

৫৭৯। কাজ সেরে বসি।
শত্রু মেরে হাসি॥

৫৮০। কাজির কাছে হিঁদুর পরব নাই।

৫৮১। কাজির গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নাই।

৫৮২। কাজির গরু খোদার খাল।

৫৮৩। কাজির বাড়ীর খানা পাত কাটতে মানা।
মাংস বটি বটি, ডালের ভিরকুটি॥

৫৮৪। কাজি সাহেবের দুগা পুত।
একুয়া দানো একুয়া ভূত॥

৫৮৫। কাজের মধ্যে দুই।
খাই আর শুই॥

৫৮৬। কাজের সময় কুড়ে হব।
নেবার সময় নিতে যাব॥

৫৮৭। কাট গোঁয়ার।

৮৮৮। কাটা মুণ্ডুর দাঁত খামটি।

৫৮৯। কাঠ বিড়ালীর, সেতু বাঁধা। বা সমুদ্রে সেতু বাঁধা

৫৯০। কাণ কাটে ঘুমেরে মন।

৫৯১! কান কামড়ানী মাগা বধ ছেপ তলার না। আদ
কাটা চেলের ভাত একটী এড়ায় না॥

৫৯২। কাণ টানিলে মাথা আসে।

৫৯৩। কাণা কন্যার নানা রোগ।

৫৯৪। কাণা খোঁড়া ভাগের ঠাকুর।

৫৯৫। কাণা খোঁড়ার সহস্র দোষ কুঁজোর নাহি অন্ত। এক
শত বেয়াল্লিশ দোষ উঁচু যার দন্ত॥

৫৯৬। কাণা লোকে ৭ নং সলিনাসের চসমা।

৫৯৭। কাণা গণক বল্লেন গুণে।
হয়তো পুত্র নয়তো কন্যে॥

৫৯৮। কাণাতে কানা, বুড়ীতে বুড়ী, বড় শেয়ানা।

৫৯৯। কাণা নড়ী হারায় কবার ?।

৬০০। কাণা পুতের নানা রোগ।

৬০১। কাণা বিড়লের দইরেখ্যে কাপাস খাওয়া।

৬০২। কাণা ব্রাহ্মণ শূদ্রের তুল্য।

৬০৩। কাণা মুরগা গোবদা ছুরি।

৬০৪। কাণা মেঘে ভর কোরে যাওয়া।

৬০৫। কাণায় কি চোক ভেঙ্গান। বা রাঙ্গান।

৬০৬। কাণার মধ্যে রূপসা।

৬০৭। কাণী কত করবি কর। তবু না কাতর
হবে চাঁদ সদাগর।

৬০৮। কাণে জল দে, কাণের জল বাহির করা।

৬০৯। কাতলা আড় কর।

৬১০। কাতলা ফেলার দেশ। (১)

৬১১। কাদামাখা সার হইল। মাছ ধরা হৈল না।

৬১২। কাদা মাখ ধোয় কাদা।
তরে কে না বলে গাধা॥

৬১৩। কানায়ে রৈনা। সংকেত প্রবাদ। (২)

৬১৪। কাপড় কিনিবে কদাপার।
গরু কিনিবে কাপড় গায়॥

১। এইটী সংকেত প্রবাদ। বর্দ্ধমান অঞ্চলে পূর্ব্বকালে পথিক দিগকে তদ্দেশীয় লোকেরা হত্যা করিয়া মৃত ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লইত এই হত্যাকারেরা এই সংকেত করিত যে আমরা কাতলা ফেলিতে যাই অর্থাৎ মানুষ মারিতে যাই। কাতলা, মৎস্য বিশেষ।

২ কানায়ে অর্থাৎ বড় হাঁড়ী, রৈনা অর্থাৎ রন্ধন করা।

৬১৫। কাপড় দিয়ে আগুণ ঢাকা।

৬১৬। কাবাসে ছমেসে।

৬১৭॥ কামাতে না পারে নাপিত ধামাভরা ক্ষুর।

৬১৮। কামায়ে টুপীওয়ালা। খায়ে ধুতিওয়ালা॥

৬১৯। কামার বুড়ো হৈলে ভেরেণ্ডা গাছে সার।

৬২০। কামার মানষের কুমার কাম।

৬২১। কামারের কুকুর।

৬২২। কামালে জোমালে বর।
আর নিকুলে ঝিকুলে ঘর॥

৬২৩। কামিনীর কথা শুনে তারেবলি পতি।
আর; পতিপদে থাকে মন তারে বলি সতী॥

৬২৪। কায়ার সঙ্গে সম্পার্ক নাই!
বন্ধু বল কারে ভাই॥

৬২৫। কায়েত, কালসাপ, বেদোনারী।
তিন জনকে পরিহরি।

৬২৬। কায়েতের হাড়া, (১) আর বেগুণের খাড়া।

৬২৭। কার খাই কার দাই। পরের দায়ে বাঁধা যাই॥

৬২৮। কার খাই কার না খাই।
ডুপর রেতে ঘর না পাই॥

৬২৯। কার বা গোয়াল, কেবা দেয় ধোঁয়া।

৬৩০। কার ভাত যায় সোঁতে।
কেউ পাত নিয়ে কোঁথে॥

৬৩১। কারো মন্দ কেউ করে না।
যার মন্দ সেই করে॥

৬৩২। কারে এলো কি শিখাতে।
কাঁচকলা দিয়ে কাণ বিঁধাতে।

---

(১) হাড়া অর্থাৎ হাড়।

৬৩৩। কাল গ্রাসে, আয়ু নাশে।

৬৩৪। কাল জগতের ভাল (বা আলো)।

৬৩৫। কাল জল আর খাব না।
কাল রূপ আর হেরব না॥

৬৩৬। কাল জল খাবে তুমি।
না মরিতো দেখবো আমি॥

৬৩৭। কাল বামণ. কটা শূদ্র, বেঁটে মুছলমান।
ঘর জামায়ে, পোষ্য পুত্র পাঁচ বেটাই সমান॥

৬৩৮। কালরে কুঁচলে তুমি কেন আমায় ছুঁচলে।

৬৩৯। কালরে কেদারার মাটী।
কালের জন্যে ছ মাস খাটী। (১)

৬৪০। কাল শীসে ধানের কিসে।

৬৪১। কালস্য কুটিলা গতি।

৬৪২। কালা বলে গীত ভাল।
কাণা বলে নৃত্য ভাল॥

৬৪৩। কালার কাছে বলা, আর অরণ্যে কাঁদা।

৬৪৪। কালী, কলম, মন।
লেখে তিন জন॥

৬৪৫। কালে কালে আরও কি বা হয়।

৬৪৬। কালে কালে কতই হবে।
চিতই পিঁঠার (২) লেজ জালাবে (৩)।

৬৪৭। কালে কালে কত হবে দেখে হাসি পায়।

৬৪৮॥ কালে কালে কালে কালে আর কত হবে।
ছুঁচোর মনে সাধ হয়েছে গঙ্গাসাগর যাবে।

---

১ কালনয় কাদারার মাটী। ইতি দ্বিপাঠঃ

২ চিতই পিঠা অর্থাৎ আস্কে পিটা।

৩ জালাবে অর্থাৎ গজাবে।

৬৪৯। কালেই ক্ষয় হয়। বা কালেতেই লয় পায়।

৬৫০। কালে রাজা ভবিষ্যতি।

৬৫১। কালের ঘা মেরেছে।

৬৫২। কালের ধর্ম্ম।

৬৫৩। কালের নাই কালাকাল।

৬৫৪। কালে সব করে।

৬৫৫। কালে সব গেল।

৬৫৬। কালোহি বলবত্তরঃ।

৬৫৭। কাহার বড় বাড়েন তো মেথুর।

৬৫৮॥ কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃসর্ব্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতিঃ।

৬৫৯। কি করবে কার্ত্তিকের চাষে।
ভাত পাইবে ভাদ্র মাসে॥

৬৬০। কি করতে কি হৈল।
কারে মরিতে কে মলো॥

৬৬১। কি দিব্য খোঁট কি দিব্য খোটা।
তার বাপ গিছিল গয়া কোটা॥

৬৬২। কিনিতে গেলাম গোঁসাইর কলা।
কিনিয়া আনিলাম কচু॥

৬৬৩। কিন্তু চুরী করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর।

৬৬৪। কিবা ছেলের মুখের হাঁই।
তবু হলুদ মাখেন নাই॥ অথবা
(তবু পানগোগোটা নাই)।

৬৬৫। কিবা রঙ্গের গান।
ঠমক দেখতে যায় পরাণ॥

৬৬৬। কিবা বাছার মূর্ত্তি।
বর্দ্ধমানের কুর্ত্তা

৬৬৭। কিবা মুখের ছটা।

৬৬৮। কিবা বিধির বিড়ম্বনা।
লৌহ দণ্ডে তাড়ে সোণা॥
৬৬৯। কি মজার শ্বশুর বাড়ী।
যার আছে পয়সা কড়ি॥
৬৭০। কি মাশ্চর্য্য ক্ষার ভূমৌ প্রাণদা মম দূতিকা।
৬৭১। কিশাক রেঁধেছিস খাঁদি পাট শাকের ঝোল।
আর, খাঁদা নাকের গরগরানী পাড়ায় গণ্ডগোল॥
৬৭২। কুঁচকী কণ্ঠা সমান হৈয়েছে।
৬৭৩। কুঁচের সঙ্গে সোণার ওজন।
৬৭৪। কুঁজারও ইচ্ছা করে চিত হৈয়ে শুতে।
গামছারও ইচ্ছা করে ধোপাবাড়ী যেতে॥
৬৭৫। কুঁড়ে ঘরে চাঁদের হাট।
৬৭৬। কুকথা পবনের আগে ধায়।
৬৭৭। কুকুরের ওজর আছে তো চাকুরের ওজর নাই।
৬৭৮। কুকুরের ঝকড়া।
৬৭৯। কুকুরের লেজ ঘি দিয়ে মলেও সোজা হয় না॥
৬৮০। কুটুম্বের জন্যে মারে হাঁস।
গোষ্ঠী শুদ্ধ খায় মাস।
অথবা ছাও গোষ্ঠী মারে হাঁস।
৬৮১। কুটে রোগী ধ্যানে দড়।
৬৮২। কুড়ে গরুর আটানু সার।
৬৮৩। কুড়ে গরুর আঁকাড়ে পালান;
৬৮৪। কুড়ে গরুর ভিন্ন ভোল (বা ভিন্ন গোট)।
৬৮৫। কুড়ে পাঁটায় কড়ি। (১)
৬৮৬। কুড়ে পুতের নানা রোগ।

---

(১) অর্থাৎ দুর্গোৎসবাদি সময়ে অনেকেরই ছাগলের প্রয়োজন হয় এ জন্য কুড়ে পাঁটাও লোকে অর্থ দিয়া ক্রয় করে।

৬৮৭। কুড়ে ভাতারের পাটকেল শিতান।

৬৮৮। কুড়ের পাতসাহ।

৬৮৯। কুড়ের বাতান বৈদ্যনাথে।

৬৯০। কুড়ের শিয়রে গঙ্গা।

৬৯১। কুবীরের ভাণ্ডার।

৬৯২। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

৬৯৩। কুম্ভীরের সন্নিপাত।

৬৯৪। কুল, কলাই, পথের বালাই॥

৬৯৫। কুলার মতন পীঠ।

৬৯৬। কুস-কুস-নিন্দে কুসকি বাদল. পেচক নিন্দে কুর্কো বোল, মাদার নিন্দে কাঁটালের কোষ. অমানুষের সঙ্গে আলাপ করা বড় দোষ।

৬৯৭। কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতি।

৬৯৮। কৃষ্ণ কথা মধুর বাণী।
তুমি বল আমি শুনি॥

৬৯৯। কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।

৭০০। কৃষ্ণ পেয়েছে [সঙ্কেত প্রবাদ॥ (১)

৭০১। কেঁউ কেঁউ করা।

৭০২॥ কেদে জেতা।

৭০৩। কেঁদো বাঘ পড়েছে কলে।

৭০৪। কেউ খায় ভাতারের ভাত।
কারু বা নাকে হাত।

৭০৫। কেউটে কুকুরের খেঁকাই সার।

৭০৬। কেউ নাচে ধনে জনে।
কেউ নাচে বোঁচা কাণে।

---

(১) অর্থাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

৭০৭। কেউ বড় কেউ ছোট সে কেমনে পায়।
আড়ার উপর খড়্গা দিয়ে বেড়ে কেন না খায়।

৭০৮। কেউ মরে, আর কেউ হরি হরি বলে।

৭০৯। কেবল ভুঁড়ো সার।

৭১০। কেবা জানে গাঁইগুঁই, উদনারাণের ভাই মুই।
কোদাল পাড়ি ভাত খাই, পাছাড় লাগিস তো লেগে যাই। অথবা রেগে যাসতো লেগে যাই।

৭১১। কেবা মারলো বিলের মাছ কেবা খেল কৈ।
দু বেটা পেয়াদা মোর্‌ল খেয়ে চিড়ে দই।

৭১২। কেবা মারে মশা।
কেবা খায় শসা।

৭১৩। কেমন কেমন করছে গা, চাল খোলাটা ভেজে খা
ভাল বলেছিস ঘরদেবী মা,
ভাত খোরাটা বেড়ে খা।

৭১৪। কে মরে কোন রঙ্গে॥
কাণী মরে দুই চোখের রঙ্গে।

৭১৫। কৈ তোমার চুড়া বাঁশী।
আমরা সবে উপবাসী।

৭১৬। কৈতর লোটা কোর্‌ব।

৭১৭। কৈবর্ত্ত করুণাময়।
যা করেন তাই হয়।

৭১৮। কোঁচায় কোঁচায় নমস্কার।

৭১৯। কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছ।

৭২০। কোকিল করয়ে বাস; কাকে করে বাসা।

৭২১। কোকিলের রব শুনে পেচার হইল হাসি।
আরবার, ঘুর ঘুরে বলে আমি উলটীয়া দিব ফাঁসি।

৭২২। কোটালের কূট বুদ্ধি।

৭২৩। কোথায় কপচায় রাম রাজা, কোথায় কপচায় ফিঙে! আর সোণা বাঁধা নৌকা ফেলে, কেবল তালের ডিঙে।

৭২৪। কোথা থেকে এলো গঙ্গা কৃষ্ণপুর বাড়ী। ছত্রিশ বৎসর বয়স তার উঠলনা গোঁপ দাড়ী।

৭২৫। কোথায় রাজা ভোজ, কোথায় গঙ্গারাম তেলি।

৭২৬। কোথায় রাজা রামকৃষ্ণ।
কোথায় ভজা জেলে।

৭২৭। কোদাল পেড়ে কর্ম্ম।
আর উপোস করে ধর্ম্ম।

৭২৮। কোন কর্ম্মের যোগ্যতা নাই, বাজারের পরামানিক

৭২৯। কোন্ কালে ঘি দে ভাত খেয়েছে।
তা আজও হাতে গন্ধ আছে॥

৭৩০। কোন কালে বা চুরী করেছি।
ঘরে ভাত নাই সেই এসেছি।

৭৩১। কোন্ কালে হবে পো।
নেকড়া কানি রেখে থো॥
(বা নেকড়া চোকড়া তুলে থো।)

৭৩২। কোন জন্মে চড়েনি ডুলি।
আগে নে দুই পা তুলি॥

৭৩৩। কোন্ বা রঙ্গের কালী জিরা।
তার লেগে আবার মাথার কিরা।

৭৩৪। কোন বা বিয়ে তার দুপায়ে আলতা।

৭৩৫। কোন বা ষাঁড়, তা ধান খেতে শুয়ে রয়েছে।

৭৩৬। কোন্ বা সুখের রাঁড়ী।
তার নাইল্ তা শাকে আদাবড়ী।

৮৩৭। কোন মতে পিত্তি রক্ষা।

৭৩৮। কোন মতে ক্ষুন্নিবৃত্তি।

৭৩৯। কোম্পানিকা মাল। দরিয়ামে ডাল।

৭৪০। কোম্পানির মজুর, ধরলেই পায়।

৭৪১। কেশে কুশ ব্যাণা। অভাবে সোন্না।

৭৪২। কোরে কুলায় করে হিত। তার নাম পুরোহিত। (১)

৭৪৩। কাট কাটতে গেল সেধো হাতে করে দা।
কোঁচে করে নিয়ে এল কাট বিরালীর ছাঁ॥

৭৪৪॥ কুকুর হৈল শেয়ালের শত্রু বাঘের শত্রু ফেউ॥

৭৪৫। কামার বাড়ী ছুঁচ বেচা।

৭৪৬। কুমাতা যদ্যপি হয় কুপিতা কখন নয়। (২)

৭৪৭। কালী কলম কশী। অথবা আঁক আখর কশী।
তিন নিয়ে দপ্তরে বসি॥

৭৪৮। কোর্‌বে ক্ষেতি(৩) তো দেখ্‌বে নিতি।

৭৪৯। কখন দিলে না কড়ার ফুল। হেগে ভরালে গাঙ্গের কুল।

৭৫০। কাণা চক্ষে দিয়ে কাজল। আপনার রূপেই আপনি পাগল॥

৭৫১। কায়েত মরে জলে ভাস্‌ছে।
কাক বলে কি ফিকিরে আছে॥

৭৫২। কৌড়ী নিয়ে খাব দই। কি করবে গোয়ালিনী সই

খ

৭৫৩। খই ছড়া করেছে।

---

[১] নেয় থোয় করে হিত। তার নাম পুরোহিত। অথবা আগে খায় করে হিত। তার নাম পুরোহিত।

(২) কোন ২ স্থলে, কুপিতা হয় তো কু মাতা হয় না, ইহাও বলিয়া থাকে।

(৩) ক্ষেতি অর্থাৎ জমীতে চাষ।

৭৫৪। খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে।

৭৫৫। খট্যে কাঙ্গালি।

৭৫৬। খড় বলে যদি না থাকি চালে।
তবে সকল হৈতে রস গলে।

৭৫৭। খড় পচে খড়কে পচে কথা পচে না।

৭৫৮। খড়ের আগুণ।

৭৫৯। খরিদের মুখে ব্যাপারী।

৭৬০। খল যায় রসাতল॥

৭৬১। খাঁচার ভিতর পেচার ছা। তিনটে মাথা
ছখ না পা॥

৭৬২। খাই আর ভেলকাই। চাড়ু আর চাঁব কাই।

৭৬৩॥ খাই না খাই আছি ভাল।
ভাঙ্গাঘরে চাঁদের আলো।

৭৬৪। খাই কি না খাই না খাই ভাল।
যাই কি না যাই না যাই ভাল।

৭৬৫। খাই দাই কাঁশী বাজাই, রগড়ের ধার ধারিনে।

৭৬৬। খাই না ছুঁই না, মুখ বলে আঁচা।

৭৬৭। খাই না খাই দেখে মরি।

৭৬৮। খাইলাম যাহা, পেটে গেল না তাহা।

৭৬৯। খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়। দাঁড়িয়ে খাটায়
তো অর্দ্ধেক পায়।
ঘরে থেকে পোছে বাত। এবৎসর যেমন তেমন
ফিরে বৎসর হা ভাত।

৭৭০। খান তো ভাইল খি চড়া, গল্প মারেন দই।

৭৭১। খানা ডিঙ্গিয়ে যাও রে কামার ছেলে কামাও না কেন?
আর নরুণ গাছটী কেড়ে নেব গাইদুইবে কিসে।(১)

(১) খানা ডিঙ্গয়ে যাওরে নাপিত। ইতি দ্বিপাঠঃ।

৭৭২। খাপছাড়া কথা। সংকেত প্রবাদ। (১)
৭৭৩। খাপ ছাড়া তলওয়ার। ঢাল ছাড়া খেলওয়াড়।
৭৭৪। খাবার সময় নবার মা।
৭৭৫। খাবার সময় শোবার চিন্তে।
৭৭৬। খামাখা গৌরাঙ্গ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়।
৭৭৭। খায় দায় আইলের মধ্যে।
শুয়ে থাকে আইলের বাহিরে।
৭৭৮। খায় দায় বন পানে চায়।
৭৭৯। খায় না ছোঁয়, মাঝ খানে শোয়।
৭৮০। খায় মালসাট মেরে।
ওঠে হাঁটু ধরে।
৭৮১। খায় ভাত, উগরে নাট মন্দির।
৭৮২। খালি কলসীর বাজনা বড় (বা দড়)
৭৮৩। খাস বাগানে আলকুশীর গাছ।
৭৮৪। খিড়কী সদরে লাগিয়ে কাটী।
তবে সিঁদ কাটী।
৭৮৫। খিদে লেগেছে নিধের বাড়ী যা।
৭৮৬। খুয়ে বুনো তাঁতি। আট চৌকে হাত।
৭৮৭। খুদ খাইতে পয়সা নাই, মদ খেতে চায়।
৭৮৮। খুন করিল খুনে। পরের কথা শুনে।
৭৮৯। খুযকী বাত, হারাম জাদ।
৭৯০। খুষকিতে তেল নাই তালের বড়া ভাজা।
৭৯১। খুজরো কাজের মজুরো নাই।
৭৯২। খেটে খেটে মোর লু দোরাণী।
হাত নেড়ে পশু লো সোহাগিনী।

---

(১) অর্থাৎ তাৎপর্য্য রহিত বাক্য।

৭৯৩। খুদ মাঙ্গতে পিছনে ভাঁড়।

৭৯৪। খেতে পায়না মূলে।
বাঁচ রেখেছে ভুলে।

৭৯৫। খেতে বল্লে মারতে ধায়।

৭৯৬। খেতো তাতি তাঁত বুনে।
কাল্ কল্লে এঁড়ে্য গরুকিনে।

৭৯৭। খেয়ে দেয়ে কাজ নাই ঝোঁতলায় গোবর।

৭৯৮। খেয়ে মোতে মূতে খায়।
সকাল বিকেল নিকেল যায়।
তার কড়ি না বৈদ্যে খায়।

৭৯৯। খেয়ে দেয়ে যায় শুতে। বিধাতা পুরুষ নে্য যায়
মূল্যে চুরী কর্তে।

৮৮০। খেরে কুটায় আগুণ দিয়ে। (১)
পেতনী বৈসে আলগোছ হৈয়ে।

৮০১। খেলে জাত যায় না। ফুকরালে জাত যায়।

৮০২। খেলে ধান, উগরুলে চরকা।

৮০২॥। খেলে উড়ে। পড়্‌লে ছিড়ে।

৮০৩। খেলে পরে কুচ্‌কী কণ্ঠা।
লড়্‌তে নারে আড়াই ঘণ্টা।

৮০৪। খৈ খেতে ভেগো নড়ে।
চাল খেতে আলগ করে।

৮০৫। খোঁটার জোরে বল্‌দা নাচে।

৮০৬। খোঁড়া কি জগন্নাথের সেতো।

৮০৭। খোঁড়া এয়েছে নাচতে, কাণা এয়েছে দেখ্‌তে।
ধন্যা বেচা বেণ্যা এয়েছে আফিঙের ভাও জানতে

---

(১) খড় শব্দের অপভ্রংশে "খেরে"। ইহা বিক্রমপুরাদি স্থানে প্রচলিত।

৮০৮। খোদা যব দেগা। তব ছাপ্পর ফুঁড়কে দেগা।
৮০৯। খোদার খাসী।
৮১০। খোদার লা, দোয়ায় চলে।
৮১১। খোস মেজাজী বাবু হৈলে,
চিঁড়িয়ে খানায় সক্ হয়।

গ

৮১২। গড়করি মেয়েদের পায়। যে পায়েতে চিড়ে
কুটে মহাপ্রভুর ভোগ লাগায়।
৮১৩। গড়ে হাঁটু জল।
৮১৪। গরুর দোষে গোয়ালা নষ্ট।
৮১৫। গজে আসে গজে জায়। গাম্ভির ডাকে মূর্চ্ছা হয়।
৮১৬। গতর আলস্যে লোক।
৮১৭। গতর নাই চোপায় দড়। মেঙ্গে খায় তার পালিবড়।
৮১৮। গড় করি পীঠে দাঁত ছাড়।
৮১৯। গতস্য শোচনা নাস্তি।
৮২০। গম খেয়ে থাকা।
৮২১। গরমের কর্‌তে মরণ ভাল।
৮২২। গয়া হৈয়েছে। (সংকেত প্রবাদ) (১)
৮২৩। গয়া যাইয়াও প্রেতত্ত্ব দুর হৈল না।
৮২৪। গরজী আর আহাম্মকে সমান।
৮২৫। গরু, জরু, পাটনী। মাসে মাসে পিটনী।
৮২৬। গরু কিনবে আগে পাছে।
পুকুর কাটবে বাড়ীর নাচে। (২)

---

(১) অর্থাৎ মরণ হৈয়েছে।
(২) পালের অগ্রে বা পশ্চাতে যে গরু যায়, তাহা ক্রয় করা কর্ত্তব্য
কারণ অগ্রের গরু বলিষ্ঠ, পশ্চাতের গো স্থূল হয়।

৮২৭। গরুতে খেলে বাড়ে। ছাগলে খেলে খুড়িয়ে যায়।

৮২৮। গরু মেরে গোলকে বাস
গঙ্গা স্নানে সর্ব্বনাশ।

৮২৯। গরু বিকায় হাটে। কাপড় বিকায় পাটে।

৮৩০। গরুর মধ্যে এঁড়ে, আর জেতের মধ্যে নেড়ে,
খাওয়ালে দাওয়ালেও মারে তেড়ে।

৮৩১। গরু হারাণ প্রায় হৈয়েছে।

৮৩২। গরু রাখবে চোখের কাছে।

৮৩৩। গরুর হাঁচি (১)।

৮৩৪। গলায় কাঁটা বিধিলে, বিড়ালের পায় ধর্ত্তে হয় (৩)।

৮৩৫। গলা টিপলে দুদ বেরোয়।

৮৩৬। গলগ্রহ।

৮৩৭। গলায় পড়লো ঢোল।
বাজালেই সিদ্ধি।

৮৩৮। গল্পের গরু গাছে উঠে।

৮৩৯। গাং পার হইলে কুমীরকে কলা দেখায়।

৮৪০। গাঁজার নাম রাজ ভোগ।
তেড়ে মারে অন্তরের রোগ।

৮৪১। গাঁট গিরামে কৌড়ী নেহি, বাকী পুরমে সায়র।

৮৪২। গাঁজা গুলি অভাঙ্গা।
তিন নিয়ে ফরাস ডাঙ্গা।

৮৪৩। গা শুদ্ধ মানুষ মারে, দোহাই দিব কার।

৮৪৪। গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা।
এই তিন নিয়ে শরশুনা।

---

(১) জাব বলাও দোষ, না বলাও দোষ। অর্থাৎ ছোট লোকের খোষামোদ।

৮৪৫। গাছে উঠিলেই ভুটা দেখায়।

৮৪৬। গাছে তুলেদে, মৈ কেড়ে লওয়া।

৮৪৭। গাছের ছায়ায় পড়্যে আছি।

৮৪৮। গাছে বস্যে কাগে হাগে।
বলে কেহ দেখে নাই।

৮৪৯। গাছে চড়িলে সাতদেবতা দেখায়।

৮৫০। গাছে উঠিতে পারিনা, বড় ছাওটী আমার।

৮৫১। গাজনের নাই ঠিকানা। শুধুই বলে ঢাক বাজানা!

৮৫২। গা ফাটা কাণ চটা, দাদ যার গায়।
সদাই বিরস মন সুখনেই তায়।

৮৫৩। গাব খাবনা খাব কি।

৮৫৪। গাল টিপলে দুদ বেরোয়।

৮৫৫॥ গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

৮৫৬। গাল গল্প কোটা বাড়ী॥
বাজার খরচ চৌদ্দবুড়ী।

৮৫৭॥ গালে কেন কালী।
না রেঁধেছি আদপালী।

৮৫৮। গালকে মাল হারে। (১)
আর বোঁচা কাণকে ছুরী হারে।

৮৫৯। গাড়ির উপর লা, লার উপর গাড়ি।

৮৬০। গা থম ২ গা থম থম গা থম থম করে।
কে নেবে মোর শাকের পেতে কে নেবে মোর
ধরে্য।

৮৬১। গায়ে যদি থাকে বল।
মুড়ি কোদাল যায় রসাতল।

---

(১) গাল অর্থাৎ যে অধিক বকে বা মুখেতে বহু আস্ফালন জনক বাক্য কহে, তাহাকে মাল অর্থাৎ মল্লযোদ্ধাগণ হারি মানে।

৮৬২। গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট (বা পাগল)।

৮৬৩। গুঁতোয় পড়লে আমন ধানের খৈ ফোটে।

৮৬৪। গুটি পোকা গুটি করে।
আপনার ফাঁদে আপনি মরে।

৮৬৫। গুড় খায় তো পাটালি হাগে।

৮৬৬। গুড় দে খেলে গুণ চটও মিষ্টলাগে॥

৮৬৭। গুড় ব্যাঘ্র। (১)

৮৬৮। গুণ নেই পালান আছে।

৮৬৯। গুপ্তিপাড়ার মাটীতেও বানর হয়।

৮৭০। গুলি, খিলি, মতিচুর।
এই তিন নে বিষ্ণুপুর।

৮৭১ গুলি খোরের কিবা ঢং।
দেখতে যেন চুঁচড়ার সং।

৮৭২। গুবুরে পোকা প্রদীপ নিভাবার আঁধি।

৮৭৩। গুরু নাই গোবিন্দ ভজে।
সে পাপে নরকে মজে॥

৮৭৪। গুরু নাম সত্য। যে জানে মাহাত্ম্য।

৮৭৫। গুরু পুরুতে হৈল দ্বন্দ্ব।
কারে বলি ভাল মন্দ।

৮৭৬। গুরু মুতে দাঁড়িয়ে॥
তার শিষ্য মুতে পাক দিয়ে।

---

(১) এক ব্যক্তি চাকরকে কহিয়াছিল যে মধু সিংহের বাটীতে পত্র দিয়া আইস, সে ঐ নাম ভুলিয়া মনে করিল মনিব যে নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে কিছু মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে অতএব মধুস্থলে গুড় ও সিংহস্থলে ব্যাঘ্র এই উভয় যোগে গুড় ব্যাঘ্র উল্লেখ করিয়া গুড় ব্যাঘ্রের বাটী যাইব কোথায়, ইহারই অনুসন্ধান করে, ঐ মধু সিংহের বাস বালী গ্রামে ছিল।

৮৭৭। গুরু শিষ্য চৌতার।
যার ভজনে সেই পার।

৮৭৮। গেরস্থে গেরস্থে মেলা খাসী মেরে ফেলা।
আর গরিবে গরিবে মেঙ্গা শাক সিজিয়ে ফেলা।

৮৭৯। গোকুলের ষাঁড়।

৮৮০। গোদা পায়ে আলতা।

৮৮১। গোদা বাড়ী ছাঁদন দড়ি তুমি এখন কার?
না, যখন যার কাছে থাকি, তখন আমি তার।

৮৮২। গোবরে ধূতুরার ফুল।
হাটে নে গেলে তিন কড়া মুল।

৮৮৩। গোদের উপর বিষ ফোড়া।

৮৮৪। গোলাব বাগে কুকুর সোঁকা।

৮৮৫। গো বধের সময় খুড়ো কর্ত্তা।

৮৮৬। গো ভাগ্য নাই। আঁটুলি ভাগ্য আছে।

৮৮৭। গোলে মালে চণ্ডী পাঠ।

৮৮৮। গ্রহ বিগুণ হয়েছে।

৮৮৯। গ্রাম নষ্ট করে কাণায়। বিল নষ্ট করে পানায়।

৮৯০। গ্রামস্য মণ্ডলো রাজা।

৮৯১। গৃহস্থে অলক্ষ্মী পায়।
চালু কুটে পাটে খায়।

৮৯২। গৃহস্থের গরু দেখে চোরে দড়ি পাকায়।

৮৯৩। গৃহস্থের ভিটার দোষে। মুত্‌তে বস্যে হাগা আসে

ঘ

৮৯৪। ঘটি গড়তে ভাঁড় হৈল।

৮৯৫। ঘর গিন্নি কেউ নয়, পরে মারেন দই।

৮৯৬। ঘর গুণ মেজের মাটী।
সকল কথায় ঝোঁকে উঠী।

৮৯৭। ঘরচোরে পার নাই।
পর চোরে পার আছে।

৮৯৮। ঘর পোড়া গরু, সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়।

৮৯৯। ঘর পোড়ার খড়।

৯০০। ঘর বাঁধতে দড়ি। আর বিয়ে কর্ত্তে কড়ি।

৯০১। ঘর বাঁধ্‌বে তো ছাইবে না।
ধারদেবে তো চাইবে না।
বাড়ীতে হাট বসাবে।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাবে।

৯০২। ঘর যে সে হয় পর।
পর যে সে হয় ঘর।

৯০৩। ঘরে কেন আলো। গিন্নি গিয়েছেন বন
ভোজনে সবাই আছে ভাল।

৯০৪। ঘরে নাই আক। তুয়ারে বাজে ঢাক।

৯০৫। ঘরে নেই খড়, ঢেঁকশেলে পরচালা।

৯০৬। ঘরে নেই খরচি।
জোলাব খেয়ে মরছি।

৯০৭। ঘরে নেই ধান সলি। [১]
আড়াই হাত মড়াই তুলি।

৯০৮। ঘরে ভাত নাই। যন্ত্রে ঘাইট নাই।

৯০৯। ঘরে ভাত যার।
দোয়াড়ে (২) মাছ তার।

---

(১) সলি অর্থাৎ পাঁচ আড়ি বা ১।• সের।

(২) দোয়াড় অর্থাৎ মৎস্য ধরা বত্তি। ঐ বৃত্তির, মধ্যে চাপা দুই পার্শ্ব উচ্চ।

৯১০। ঘরে ভাত থাকলেই বুদ্ধি যোয়ায়।

৯১১। ঘরে নেই ভুকড়ো। উঠন ময় কুক্‌ড়ো।

৯১২। ঘরে নেই যা। ছেলে চায় তা।

৯১৩। ঘরে নাই ভাঙ্গ্‌ ভুজা।
নিত্য করে শিবের পূজা।

৯১৪। ঘরে ভাত নাই জিয়ন্তে মরা॥

৯১৫। ঘরে নাই ভাত। কোঁচা তার তিন হাত।

৯১৬। ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইন বলা।

৯১৭। ঘরে ভাত নাই ধর্ম্মের উপবাস।

৯১৮। ঘরে নেই সম্ভাবনা। বাহিরেতে বাবু আনা।

৯১৯। ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাট্‌লে ধরে রাখে কে।

৯২০। ঘরের কথা কৈতে গেলে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়।

৯২১। ঘরের ভেদা লঙ্কা ধায়।
নায়ে আঁটেনা শুয়ে যায়।

৯২২। ঘরের মধ্যে আদ ঘর॥

৯২৩। ঘরের ষাঁড়ে পেট পাড়ে।

৯২৪। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান।

৯২৫। ঘাটের নৌকা ঘাটে আছে। মাগি মিনষে কোথায় গেছে।

৯২৬। ঘাড়ে বসে দাড়ী উপড়ানে।

৯২৭। ঘাড়ে ভূত চেপে ছে।

৯২৮। ঘায়ের উপর ঘা।

৯২৯। ঘাস খেলে জল খেলে গৃহস্থের উপকার করলে।
গো জন্ম ঘুচে গন্ধর্ব্ব জন্ম পেলে।

৯৩০। ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা মোড়ল হৈয়েছে। হাটতে না পেরে পালকি চেয়েছে।

৯৩১। ঘুটে কুড়ানীর বেটা ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।

৯৩২। ঘুঁটে কুড়ানীর বেটার উড়ানী গায়।

৯৩৩॥ ঘুঘু হইলে। (১)

৯৩৪। ঘুনসীতে কি করে মুদোয় প্রাণ কেড়ে লয়।

৯৩৫। ঘৃত ত্যাজ্য করে মাছি॥ আদেখলেতে ঘটে রুচি।
যা দেখলেই

৯৩৬। ঘৃত পোনো যজ্ঞে।

৯৩৭। ঘৃতান্ধো ব্রাহ্মণো যথা।

৯৩৮। ঘোড়া ভেড়ার এক দর।

৯৩৯। ঘোড়া শালায় বানর (২)।

৯৪০। ঘোড়ার ঘাস কাটা।

৯৪১। ঘোল, কুল, কলা।
তিনে নষ্ট গলা॥

৯৪২। ঘোল মূত্র সমান জ্ঞান।

৯৪৩। ঘোষ বসু মিত্র কুলের অধিকারী।
অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।

৯৪৪। ঘোষাল রসাল বড় বন্দ্যঘাটী সাদা।

৯৪৫॥ ঘোষাল সন্তুষ্ট বড় পেলে চিড়ে দই॥

চ

৯৪৬। চক্কুরে বোড়া। (৩)

৯৪৭। চটক পাখিতে পর্ব্বত নেয় তুলি।
ছেলের ন্যায় ডিম পাড়ে খোড়লের বাদুড়ী।

৯৪৮। চড়টা মারলে চাপড়টী খায়। ইটটী মারলে পাটকেলটী খায়।

৯৪৯॥ চড় চাপড়, গায়ের কাপড়।

---

(১) অর্থাৎ যেখানে যাও সে স্থানই উচ্ছিন্ন হয়।

(২) ঘোড়ার রোগ নষ্ট জন্য আস্তবলে বানর রাখে।

(৩) চক্র বিশিষ্ট গাত্র অর্থাৎ দেদো।

৯৫০। চণ্ডালে কি জানে কর্পূরের মর্য্যাদা।

৯৫১। চণ্ডী, সপিণ্ডী, কুশণ্ডী।
তিন নিয়ে বামণ ডি।

৯৫২। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনির পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলো পেটের পো কি করিবে নাতি।

৯৫৩। চতুরের কাছে চাতুরী।

৯৫৪। চরকা মোর ভাতার পুত চরকা মোর নাতি।
চরকার দোয়াতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।

৯৫৫। চক্ষু কর্ণে ছ মাসের পথ।

৯৫৬। চক্ষু লাল করেছে। (১)

৯৫৭। চাঁড়ালের গদ্দি কুড়ুলের কোপ।

৯৫৮। চাঁড়ালেরে চিনি। বামণেরে লবণ।

৯৫৯। চাকরির মুখে ছাই।
ছাড়িতে না পারি ভাই।

৯৬০। চাকি ডুবলো (সংকেত প্রবাদ) (২)

৯৬১। চাউল দেবে যত তত, জল দিবে তার তিন তত।
উথলিলে দিবে কাটী, জাল দিবে উজান ভাটী।
তুলে দেখবে ফাটা ভাত, ফেণ ঝরিবে পাত পাত।
তাতে যদি থাকে চাইল, গিন্নির কথা আল থাল।

৯৬২। চাউল ডাইল এক জনার।
গৌরাঙ্গ আর এক জনার।

৯৬৩। চাউল নাই ডাইল নাই অগ্রে ভোজন।
কাঁথা নাই কাপড় নাই মধ্যে শয়ন।

৯৬৪। চাউল নাই ডাইল নাই খিচড়ী পাকাই।

---

(১) আরক্ত চক্ষু ক্রোধের চিহ্ন।

(২) সূর্য্য অস্ত গেল।

৯৬৫। চাউল নাই চুলা নাই হাটের মাঝে রাজত্ব।

৯৬৬। চাউল নেই তো ভাতে ভাত চড়িয়ে দে।

৯৬৭। চাচা বড় ভাগ্যবান।
ডোলে গরু শামুকে খান।

৯৬৮। চাপের উপর চাপ।
উসর (১) নেইরে বাপ।

৯৬৯। চারিপুনে বেটা।

৯৭০। চালাক দাস।

৯৭১। চালুনী কোরে ঘোল বিলান।

৯৭২। চালে খড় নাই, বাড়ে মাটী নাই।

৯৭৩। চালে খড় নাই মাত্র শ্লোক পড়ে সারে।

৯৭৪। চারি শাস্ত্র পড়ে যদি মুছলমানের বালা।
তবু না ছাড়িবে তারে ত্যাল, থ্যাড়, ক্যালা।

৯৭৫। চারি চক্ষে বাঘে খায় না।

৯৭৬। চারি চক্ষে চাওয়া চাই।

৯৭৭। চাষা আকে গাছটী দিতে নারে।
পাকে পড়িলে গুড় দেয়।

৯৭৮। চাষা বাড়িলে বামণ মারে।
কমিলে গরু মারে।

৯৭৯। চাষার হাতে শালগ্রামের মরণ।

৯৮০। চিড়ে বল মুড়ি বল ভাতের সমান নয়।
পিসী বল মাসী বল মায়ের সমান নয়।

৯৮১। চিকণ কাপড়ের নেকড়া।
দাঁত পড়লেই বুড়োর চোকড়া। [২]

৯৮২। চিতার মুখে গীতা।

---

(১) অবসর শব্দের অপভ্রংশ উসর স্ত্রীলোকেরা ঐ কথা ব্যবহার করে

(২) চোকড়া অর্থাৎ মুখ।

৯৮৩। চিনি জন্মে ইক্ষু দণ্ডে, ফলে কিম্বা মূলে।

৯৮৪। চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং।

৯৮৫। চিমড় মেয়ের কাপড় বড়।

৯৮৬। চিলকে বিল দেখান।

৯৮৭। চিমটে পড়্লে কুটটাও নিয়ে উঠে।

৯৮৮। চুণ খেয়ে মুখ তাতছে দৈ খেতে ডরায়। (১)

৯৮৯। চুণে থেকে পান খসিলেই সর্ব্বনাশ।

৯৯০। চুল ধরিলেই মাথা আসে।

৯৯১। চুল নাই তার তেড়ি কাটা।

৯৯২। চুল নাই তার খোপা বাঁধা।

৯৯৩। চুল যেন ঝাঁঠার মুড়ি।
মাথা বাঁধবার হুড়াহুড়ী।

৯৯৪। চুলের নামে খোজ নাই তার,
বোঝা চার পাঁচ দড়ী।

৯৯৫। চেয়ে চেয়ে চোকের ক্ষয়।
পর ভরসা কিছু নয়।

৯৯৬। চেলে তেতুলে কেমন ভাব।

৯৯৭। চৈত্র মাসে চৈত্র কামড়ি।
বৈশাখ মাসে ঝেঁতলা মুড়ি।

৯৯৮। চোঁ কর আর চাঁ কর।
কালা কালা ছোড়েঙ্গে নেহি। (২)

৯৯৯। চোককে বলি দেখ, আর কাণকে বলি শোন।

১০০০। চোক খোলী দাঁত গজা।
সেই লোকটী নয়কো সোজা।

---

(১) চুন খেয়ে গাল পুড়্লো, দই দেখ্তে ভয়। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) জম ভ্রমে একটা ভ্রমরকে মুখে দিলে সে চোঁ চাঁ করিতে লাগিল। তৎকালে এই প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছে।

১০০১। চোক খাগ তোর মাবাপ। চোক খাগ তোর খুড়ো
এমন বরকে বে দেছেন্স, তামাক খেগো বুড়ো।

১০০২। চোক থাকতে হয়রে কাণা।
যে জন প্রেমের ভাব জানে না।

১০০৩। চোক মুখের ভঙ্গী দেখে মন বুঝে যেই।
সুবোধ তাহাকে বলে গণ্যকরে সেই।

১০০৪। চোঙ্গার বাঁদর।

১০০৫। চোটে আগুণ উঠে যায়।

১০০৬। চোটে খৈ ফোটে।

১০০৭। চোটে চোদ্দ আনা।

১০০৮। চোটে রক্ষা নাই।

১০০৯। চোটেও বারুদ হৈল।

১০১০। চোর ছেনাল চোপায় দড়।

১০১১। চোর মরে সাত ঘর মজয়ে (১)।

১০১২। চোর নাই কামার নাই সিঁদ নোয়ানে কাটী।

১০১৩। চোরার কিল নিয়াইতেও নাই।
ফেকাইতেও নাই।

১০১৪। চোরার চন্দ্র নিন্দা।

১০১৫। চোরে কামারে দেখা নাই সিঁদকাটী গড়া।

১০১৬। চোরের আবার বাটপাড়কে ভয়।

১০১৭। চোরের দশ দিন, গৃহস্থের এক দিন।

১০১৮। চোরের মন পুই আদাড়ে [বা সিঁদ মোহানায়]

১০১৯। চৌকীদারী কি ঝকমারি মার খেতে প্রাণ যায়।

১০২০। চৌদ্দ পুরুষে ঘোড়া নাই, বাড়ী ভরা লাগাম।

---

(১) চোর মরে, দু ঘর জড়িয়ে। এই প্রবাদ বিক্রমপুরাদি স্থানে প্রচলিত আছে।

১০২১। চ্যাং উজায় ব্যাং উজায়।
খলসে বলে আমিও উজাই।
[অথবা খলিসা পুঁটি ধরফরায় [১]

ছ

১০২২। ছবড়ির ঘোড়া নবড়ি খায়।
কখন চলে কখন চালায়।

১০২৩॥ ছরত ছয় ভাই।
ছরত বিনে নাই ঠাই। [২]

১০২৪। ছয় না নয় না মধ্যে মধ্যে ঘুরি।

১০২৫। ছাগুলে বুদ্ধি।

১০২৬। ছাই গাদায় বৈ কুকুর থাকে না।

১০২৭। ছাই মুটো ধরলে সোণা মুটো হয়।

১০২৮। ছাগল দিয়ে যদি যব মাড়ান হৈত, তবে গরু কে কিনিত।

১০২৯। ছাতারে নৃত্য করে ডুম্বুর গাছে বস্যে।
কাল-পেচা রাজা হবে লোকে মরে হেঁসে॥

১০৩০। ছায়ার ন্যায় অনুগত আছে।

১০৩১। ছার কপালে নোড়ার ঘা।

১০৩২॥ ছার খেলে যোমরা, আগুণ মোল জাড়ে।

১০৩৩। ছারের দেশে ভস্মাভাব।

১০৩৪। ছার খেলায়ে।

১০৩৫। ছার পোকার বিয়েন।

১০৩৬। ছার পোকার শয্যায় শয়ন।

---

(১) খলিসা পুঁটী ধর ফরায় বিক্রমপুরীয় লোকে বলে।

(২) ছরত অর্থাৎ পরিশ্রম ও সচ্চরিত্র।

১০৩৭। ছাল নাই কুত্তার বাঘা নাম। (১)

১০৩৮। ছিকলি কাটা টিয়ে।

১০৩৯। ছিল না কথা হৈল গাল। আজ না হউক হবে
কাল।

১০৪০। ছুঁচ মেরে হাত গোঁধান।

১০৪১। ছুঁচোর গুয়ে পর্ব্বত॥

১০৪২। ছুঁচ মাথে চন্দন গায়॥
এ দুঃখ কি সওয়া যায়॥

১০৪৩। ছেঁওড়কে না কর দয়া।
ছেঁওড় জানে আঠার মায়া। (২)

১০৪৪॥ ছুতরের তিন মাগ। ভানে কোটে খায় দায়,
থাকে থাকে যায় যায়। (৩)

১০৪৫। ছেঁড়া কাঁথা রোগের ঘর।
রোগ ভাবিস নারে পর।

১০৪৬। ছেঁড়া পাত যোড়া না লাগে।

১০৪৭। ছেপ চলে না মণ্ড খা।

১০৪৮। ছেয়াত্তুরে কাঙ্গালি।

১০৪৯। ছেলে পিলে যখন।
ঝোঁক ঝকি তখন।

১০৫০। ছেলে বেলা ধস্তা ধস্তি করে. শিখেছিলাম ক,
এখন তারে ঠাউরে বলি, হল হলে হ।

---

(১) ছাল অর্থাৎ চর্ম্ম।

(২) ছেঁউড় বা ছেমড়া শব্দটী ঢাকা জেলার পুবের লোকে প্রচলিত। ছেঁউড়া অর্থাৎ দুষ্ট বালক।

(৩) ছুতরের তিন মাগ। ভাজি পড়ি খায় দায়, থাকে থাকে যায় যায় ই ত দ্বিপাঠঃ।

১০৫১। ছেলে লোকের বুড়ো কথা। শুনতে লাগে মাথা ব্যথা।

১০৫২। ছেলে লেখান গরু চরানো সমান।

১০৫৩॥ ছেলের মাথায় এই লাঠী।

১০৫৪। ছেলের কাজে কাটনা কামাই।

১০৫৫। ছেলের লগে দেখা নাই। হাজামের লগে দুস্তি।

১০৫৬। ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারি।

১০৫৭। ছোট বড় খেঁকী। দাঁত পাতলে এক্ই।

১০৫৮। ছোট লোকের কড়ি হৈলে বুদ্ধি হয় নট। আর গাধা হৈয়ে পর্ব্বতে উঠলে পর্ব্বতকে দেখে ছোট।

১০৫৯। ছোট ছেলে বড় হৈলে কি করবে মায়॥ বরষা শুকিয়েগেলে কি করিবে নায়।

১০৬০। ছোট সরাটী ভেঙ্গে গেছে বড় সরাটী আছে। নাছো কোঁদ বউকি আমার, হাতের আটকোল আছে।(১)

১০৬১। ছোট মানুষের বড় কথা। শুনতে হয় মাথা ব্যথা।

১০৬২। ছোলা দাঁতে গোলা মিশি।

জ

১০৬৩॥ জগৎ দেখ ভোজের বাজী।

১০৬৪। জগতের ভাল কে? যার মনে লেগেছে যে।

১০৬৫। জগন্নাথে গেলে হাড়ির ঝাঁটা খেতে হইবে।

১০৬৬॥ জড় ভরত।

---

(১) আটকোল অর্থাৎ পরিমাণ।

১০৬৭। জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

১০৬৮। জন্ম, মৃত্যু, বাণী। তিন না জানে মুনি॥

১০৬৯। জন্ম যায় কর্ম্ম কর্‌তে।
হাঁটু গেল নমস্কার কর্ত্তে।

১০৭০। জন্মে করে নাই লক্ষ্মী পূজা।
একেবারে দশভুজা।

১০৭১। জন্মে গোদার মাগ নাই॥
পুতের কিরা করে। (১)

১০৭২। জগন্নাথের প্রেম ডোরে বদ্ধ হৈয়ে যাওয়া।

১০৭৩। জমীদার ভেটারা খানা।

১০৭৪। জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়।

১০৭৫। জল কখন ঊর্দ্ধগামী হয় না।

১০৭৬। জল কাটে বাতাস কাটে।
কচু গাছ দেখ্‌লে (বা দেখে) ফুঁপ্‌য়ে উঠে। (২)

১০৭৭। জলকে জল দুদকে দুদ।

১০৭৮। জল ছাড়া পানওয়ার।

১০৭৯। জল, জলে বাধে।

১০৮০। জল, জঙ্গল, আঁধার রাত,।
এঁড়ো গরু, নেড়ো জাত।

১০৮১। জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা;
অথবা মাছের বল বুঝা।

১০৮২। জলবিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।

১০৮৩। জলে জল বাড়ে।

১০৮৪। জলে পাথর পচে না।

---

(১) কিরা অর্থাৎ দিব্য, শপথ॥

(২) অর্থাৎ দোটধারা ছুরী।

১০৬৭। জলের ছিটায় চোরের শুত।

১০৬৮। জলের রেখা, খলের প্রীত।

১০৬৯। জলের শত্রু পানা।
গাঁয়ের শত্রু কাণা।

১০৭০। জহরী না হৈলে জহর চিনেনা।

১০৭১। জাত ইচ্ছায় পাত।
বীজ ইচ্ছায় ভাত।

১০৭২। জাত বিনতি ঝকড়া।

১০৭৩। জাত ভিকারীর ভেকে কাজ কি।

১০৭৪। জাত হারায়ে কায়েত।

১০৭৫। জাত হারিয়ে কাত।

১০৭৬। জাত হারাইলে বৈষ্ণব।

১০৭৭। জানু, ভানু, কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।

১০৭৮। জামাই এলো কামাই কোরে বস্‌তে দেগো পিঁড়া
জলপান করিতে দেও সরু ধানের চিঁড়া।

১০৭৯। জামাই এলো বাড়ীতে।
ভাত নাইকো হাঁড়ীতে।

১০৮০। জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস।
গুয়ায় গোষ্ঠী মারে মাস।

১০৮১। জামাই রোষে।
আপনার মোষে। (১)

১০৮২। জাল ছেঁড়া পোলো ভাঙ্গা।

১০৮৩। জাল জাল ইন্দুর জাল।
অথবা জল জল ইন্দুর জল।

১০৮৪। জাহাজের পিটে (২) জালি বোট।

---

(১) মোষে অর্থাৎ ক্ষতি করে।

(২) অথবা পিছেও কেহ২ বলে।

১০৮৫। জিতলেও ঘরের ভাত।
হারলেও ঘরের ভাত।

১০৮৬। জীয়ন্তে এঁটু খাইব।
মরিলে কাঁধে যাইব।

১০৮৭। জীবন জল বিন্দু প্রায়।

১০৮৮। জীয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।

১০৮৯। জীয়ন্তে মরা।

১০৯০। জুতা মেরে গরু দান।

১০৯১। জুতোর পাকানা।

১০৯২। জুতোর বাড়ী মেরেছে, অপমান তো
করতে পারে নাই। (১)

১০৯৩। জেলের পাছায় হাঁড়ী।

১০৯৪। জো পেলে জোলায় বুনে।

১০৯৫। জোর যার মলুক তার।

১০৯৬। জোয়ারের জল।

১০৯৭। জোলাকে নমাজ সহে না।

১০৯৮। জোলার কুকুর মাড়ে তুষ্ট।

১০৯৯। জোলাব লইল রাম সুন্দর। হেগে মোল পেঁচো।

১১০০। জ্যোৎস্নায় ফিন ফোটে। (২)
চোরের মার বুক ফাটে।

১১০১। জ্যোৎস্নায় যায়, অন্ধকারে আসে।

১১০২। জ্বরুয়ায় দেখ আমীরের ভড়া। (৩)

---

(১) মেদিনীপুরের প্রজারা সহজে খাজনা দিতে ইচ্ছা করে না এজন্য জুতা প্রহারাদিকেও অপমান জ্ঞান করে না কিন্তু গলহস্তকে অতিশয় অপমান বোধ করে গোমস্তারা তাহাদের নিকট হইতে অতিকষ্টে টাকা আদায় করিয়া থাকে।

(২) ফটিক ফোটে ইতি বিপাঠঃ।

(৩) জ্বরুয়ায় অর্থাৎ জ্বর রোগী। আমীরের ভড়া অর্থাৎ বালীগঞ্জের বাঙালেরা ভরা শব্দের অপভ্রংশে "ভড়া" প্রয়োগ করে

১১০৩। জ্বরে আর পরে খেতে না পেলেই ধায় রড়ে।

১১০৪। জ্বরে ধরেছে না পরে ধরেছে।

১১০৫। জ্বরে পায় না পরে পায়।

১১০৬। জ্বরের মাথাব্যথা॥
বিবাদের টেড়া কথা।

ঝ

১১০৭। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পড়ে।
যার যার আধার সে সে করে।

১১০৮। ঝাঁকের কৈ ঝাঁকেই যায়।

১১০৯। ঝকমারী গোমস্তা গিরি।

১১১০। ঝড় ঝটকী সকল গায়ের উপর দিয়ে যায়।

১১১১। ঝড়ে পোলো কলা।
বৌবলে আমার এই বেলা।

১১১২। ঝড়ে বাপে কাউয়া মরে।
ফকীর বলে আমার কেরামত বাড়ে।

১১১৩। ঝড়ের আগে ঝকড়া করে।

১১১৪। ঝাল বাড়া।

১১১৫। ঝিনুক মাত্রেই মুক্তা থাকে না।

১১১৬। ঝোড়ে ২ মাথা গোঁজা।

ট

১১১৭। টক, টেসো, আঁটি সারা।
শষ্য শূন্য আঁস ভরা, এই আম বিলবার দ্বারা।

১১১৮। টাকায় পীরিত থাকে টাকায় পীরিত যায়।

১১১৯। টাকা যার। মোকদ্দমা তার।

১১২০। টাঙ্গন ঘোড়া।

১১২১। টানলেই পাই আর না টানলেই ছাই।
বা টালনেই ছাই।

১১২২। টায় টায় মিনে খেল।

১১২৩। টিপে মারে বসে খায়।
বড় গলা দরবারে যায়।

১১২৪। টুন টুনিতে কি গরুড়ের পাখা খুলতে পারে ?

১১২৫। টেনে বানতে কুলায় না! (১)

১১২৬। টেনে বোনা।

১১২৭। টেপা (২) মোড়ল।

১১২৮। টোকা পানা মাথাটি। আর
খালুই পানা পেটটি।

১১২৯। টোপ ফেললে মাছ খায়না সেই বা কেমন
বড়সী।
ইসারাতে বোঝেনাকো সেই বা কেমন পড়সী

১১৩০। টোল ফেলা জাত।

ঠ

১১৩১। ঠকের মুখে বগের গু।

১১৩২। ঠাকুর ছোট নৈবেদ্য বড়।

১১৩৩। ঠাকুর হৈয়ে পায়না ঘোলের পানী।
বাসুয়া বলে দৈ দেও খানি।

১১৩৪। ঠাটের বাজী।

১১৩৫। ঠিক দুপর বেলা ভূতে মারে ঢেলা, বলা কত্তই
জানে খেলা ॥

১১৩৬। ঠিকের জমী। নিকের মাগ।

১১৩৭। ঠুকরে ঠাকরে আনবে।
ত্রিমাত্রা পথে হাঁড়ী জ্বালাবে।

---

(১) টেনে বুনতে কুলায় না ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) ভাল মন্দ কর্ম্মে গোপনে গা টিপিয়া ইঙ্গিত করা

১১৩৮। ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে।

১১৩৯। ঠেঙ্গাড়ের গদ্দি খোজে ঝোপ।

ড

১১৪০। ডাংপিটের মরণ গাছের আগায়।
বা তেপান্তর মাঠে।

১১৪১। ডউয়া ডেঁফ ফল, চুকা লাগে নারিকেল।

১১৪২। ডবল পয়সা দমে ভারি। বা ওজনে ভারি।
কড়ি নাই মালে কড়ি।

১১৪৩। ডরিও ডরিও হারামজাদকে ডরিও।

১১৪৪। ডাইন হাতে করো গু খাওয়া।

১১৪৫। ডাইনী, কোলের ছেলে খায়।

১১৪৬। ডাকদিয়ে বলে রাবণ॥
কলা পুত্‌গে আষাঢ় শ্রাবণ।

১১৪৭। ডাকে পক্ষী না ছাড়ে বাসা।
সেই জানিবে অগল্ল উষা।

১১৪৮। ডাক, ডুব, মুটো। আর সকলি ঝটো। (১)

১১৪৯। ডাল ছাড়া বানর।

১১৫০। ডুবদিযে খায় পানী।
আল্লা জানে আর আমি জানি।

১১৫১। ডুবদিয়ে জল খেলে একাদশীর বা শিবের
বাপেও টের পায় না।

১১৫২। ডুবলে ! চাঁপাই ফুটলো ফল।
চাসা কি জানে রত্নের মূল। বা ধর্ম্মের মূল।

১১৫৩। ডুবেছে না ডবেই বা।

---

(১) ডাক অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম করা। ডুব অর্থাৎ গঙ্গাস্নানাদি মুটো ভিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ মুষ্টিভিক্ষা।

১১৫৫। ডুবেছি কি ডুবতে আছি।
পাতাল কত দূরে দেখি।

১১৫৬। ডেকে বলে ভাড়ানী॥
ছেলের বে তে চাই আড়ানী।

১১৫৭। ডোম বাগদি হোড়েল জাত।
পোষ না মানে আধেক রাত।

ঢ

১১৫৮। ঢপ দেখে কফ করে।

১১৫৯। ঢাল নেই খাঁড়া নেই আন্দিরাম সরদার।
ধন নেই কড়ি নেই ধনকৃষ্ণ পোতদার।

১১৬০। ঢাকে ঢোলে বিয়ে কাশতে মানা।
বা উলু দিতে মানা।

১১৬১। ঢাকের বামা॥

১১৬২। ঢিল খানি পলেই পাটকেল খানি পড়ে। (১)

১১৬৩। ঢিল তহশীলে গাঁ নষ্ট।

১১৬৪। ঢেঁকি অবতার॥

১১৬৫। ঢেঁকশেল দিয়ে কটক যায়।

১১৬৬। ঢেঁকা গড়া ছুতার। তার আবার
হাতে গ্রিশকাফ। (২)

১১৬৭। ঢেঁকী ঘরের আবার পাছ দুয়ার।

১১৬৮। ঢেঁকীর আঁকশলি। [৩]

১১৬৯। ঢেঁকীর কাছে মরাই।

---

(১) ঢেলা খানি পালেই ইটখানি বা পাটকেল খানি পড়ে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) গ্রিসকাফ অর্থাৎ কাষ্ঠ পালিস করিবার অস্ত্র বিশেষঃ।

[৩) আঁকশলি অর্থাৎ দুই দিকে চলে। ভাবার্থ এই, যে ব্যক্তি দুই পক্ষে কথা কয়॥

১১৭০॥ ঢেঁকীর ভাগ্যে কোথাও সুখ নাই।

১১৭১। ঢেঁকীর তহশীল।

১১৭২। ঢেঁকীর সঙ্গে তুলের জোঁকা।

১১৭৩। ঢেঁকীর স্বর্গেও সুখ নাই।

১১৭৪। ঢেঁড়ো শাক সিজাব কত। হাবা ভাতারকে বুঝাব কত।

১১৭৫। ঢেলায় ঢেলা ভাঙ্গে।

১১৭৬। ঢেলা শিওরে দিয়ে নিদ্রা যাওয়া।

১১৭৭। ঢোল রবে কাঁশী বাজাবে রগড়ের কে।

ত

১১৭৮। তপ্তজলে কি ঘর পোড়ে।

১১৭৯। তপ্তজলে ঘর মজান। (১)

১১৮০। তর্জ্জন গর্জ্জন সার।

১১৮১। তাঁত আগুলতে বটেনী কামাই।

১১৮২। তাঁতি তাঁত গড়াতে খাবি খায়।

১১৮৩। তাঁতি তাঁত বুনতেই মন।
তাঁতি কৃষ্ণ কথা শোন॥

১১৮৪। তাঁতি, গোঁসাই, পচাভুর।
তিন নিয়ে শান্তিপুর।

১১৮৫। তাঁতির চাড় না বটেনীর চাড়।

১১৮৬। তাড়া তাড়ির সময়, বাড়াবাড়ী॥

১১৮৭॥ তাঁতির চুরী নলি নলি। খোদার চুরী থান।

১১৮৮। তার নামে এক থারাও নয়।

১১৮৯। তাল তলা দিয়েও কি পথ চলনি। (২)

---

(১) অর্থাৎ শত্রুতা প্রমুক্ত অন্যের দ্বারা হানিকরা। মজান অর্থাৎ পোড়ান। বিপক্ষ দ্বারা শত্রু দমন করা।

(২) অর্থাৎ সঙ্গীত বিষয়ে বেতালা।

১১৯০। তাল, তেঁতল, কুল, । এই তিনে করে বাস্তু নির্ম্মল

১১৯১। তাল পাকিলেই শাল।

১১৯২। তাল পুকুরের তাল।

১১৯৩। তাল পাতার কুঁড়ে।
ঝড়ে যাবে উড়ে।

১১৯৪। তাল প্রমাণ বাড়ে। তিল প্রমান কমে।

১১৯৫। তাল, বাবল, ছুঁচ বোচা।
এই চারি নিয়ে নুড়ো গাছা।

১১৯৬॥ তালের ঘা যেন শালের ঘা।

১১৯৭। তাল যদি হৈল কাত।
বার বৎসর দেখে এক রাত।

১১৯৮। তাস, গল্প, পাষা।
তিন কর্ম্ম নাশা (১)

১১৯৯। তিন টাকায় পোদ চৌধুরী।
হাজার টাকায় বামণ ভিখারী।

১২০০। তিন নকলে আসল খাস্ত।

১২০১। তিনবার খেয়ে রয়েছে শুয়ে।
তার চাউল দেও আগে ধুয়ে।

১২০২। তিনে নেই তেরতে নেই একসের বেটের
দড়িতে নেই। (২)

১২০৩। তিনের হাটে মাথা মুড়ান।

১২০৪॥ তিলটী পড়লে তালটী পড়ে।

১২০৫। তিল নাড়া এঁড়ে। (৩)

---

(১) অথবা তাস শতরঞ্চ পাশা।
তিন কর্ম্ম নাশা। ইতি দ্বিপাঠঃ।
২ অর্থাৎ বেট্যের গ্রন্থি গণন।॥
(৩) অর্থাৎ তিল নীচে পড়ে।

১২০৬। তিনি কৃষ্ণ পেয়েছেন। সংকেত প্রবাদ। (১)

১২০৭। তুণ্ড দোষে মুণ্ড শাস্তি।

১২০৮। তুমি যেমন রসিক নাগর। আমি তেমনি মেয়ে।

১২০৯। তুমি কি পরের চোখে পথ চল।

১২১০। তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে॥
তোমার দুঃখ দেখে আমার বুক ফাটে।

১২১১। তুমি রৈলে ডালে, আমি রৈলাম খালে। দুইজনে
দেখা হবে মরণের কালে॥ (২)

১২১২। তুলসী বনের বাঘ। সংকেত প্রবাদ। (৩)

১২১৩। তুলা ধনা করিব। সংকেত প্রবাদ। (৪)

১২১৪। তুলো দে সইয়ে, লোহা দে বায়।

১২১৫। তুলসী পূজলে হরি মিলেতো বান্দ. বান্ধে কূন্দা

১২১৬। তুলা করতে মূলা হৈল শেষ হৈল
কাপাস কাপাস। (৫)

১২১৭। তুই উজড় খলে. মুই উজড় খলে।

১২১৮। তুই বলতেও যতক্ষণ।
তুমি বলতেও ততক্ষণ।

১২১৯। তুই বড় মানুষ মান। তোর দ্বারে আছে কমন ধান
(বা তোর দ্বারে আছে সেজন ধান।

১২২০। তুই বড় ভাতারের বেটা ভাতার।
না জানিস ঘর গের না জানিস সাঁতার।

---

(১) অর্থাৎ মারিয়াছেন॥

(২) অথবা দেখা হবে সেই মরণের কালে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(৩) অর্থাৎ দেখিতে ধার্ম্মিক, কিন্তু অতি হিংসক।

(৪) অর্থাৎ তূলার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিব। তূলা ধূনে দেওয়া
ইতি দ্বিপাঠঃ।

(৫) অর্থাৎ তূলায় বস্ত্র হইল।

১২২১॥ তৃণ না হয়েন ব্রহ্মচারী।
অনায়াসে মারেন টাকা শ চারি!

১২২২। তৃণ বন্মন্যতে জগৎ।

১২২৩। তৃণাদপি লঘু স্তূলঃ।

১২২৪। তৃণৈগু´ণত্ব মাপন্নৈর্ব্ব ধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।

১২২৫। তৃষ্ণা এগোয় কি জল এগোয়॥

১২২৬। তেত বাড়ী থেকে মেটো বাড়ী যা।

১২২৭। তের দোষ পেয়েছে।

১২২৮। তেরি মেরি বাঙ্গালী। কচু শাকের কাঙ্গালী।

১২২৯। তেল, গুগু´ল, ভেলা।
তিন বৈদ্যের জ্বালা। [১]

১২৩০। তেল তামাক বার মাস॥
তবে করে পিত্ত নাশ।২

১২৩১। তেল মাখবে থাবা থাবা চিত হয়ে শোবা বাবা।
গর্ত্ত দেখে পাতবে পাত। তবে খাবে প্রবাসের ভাত।

১২৩২। তেল বিনা গায়ে খড়ি উড়ে।

১২৩৩। তেলের ভাঁড়ে তেল নাইকো পলায় মারে ঘা।
এতদ্দেশের বৌ কাটকী ছিদমে তেলির মা।

১২৩৪। তো অদ্ধম মো অদ্ধম। (৩)

১২৩৫। তোদের দেশে (বা রাজ্যে) করি ঘর।
যেমনি ইচ্ছা তেমনি কর।

১২৩৬। তোমার নাম কবে লুকাবে।

(১) অর্থাৎ এই তিন দ্রব্য পাক করা বড় কঠিন।

(২) তৈল তামাক পিত্তনাশ। যদি করে বারমাস। ইতি দ্বিপাঠঃ

(৩) কোন কৈবর্ত্তের পিতৃ শ্রাদ্ধে কাপাস ক্ষেত্রের অর্থাৎ চ ষের ভূমার ভুজ্জি দেওয়াতে অন্য কৈবর্ত্তের পুরোহিত কহিল যে আমাকে কি দিবে, তাহাতে ঐ কৈবর্ত্তের পূর্ব্ব পুরোহিত উক্ত করিল যে তোমার অর্দ্ধেক আমার অর্দ্ধেক ভাগ হইবেক॥

১২৩৭। তোমায় বড় ভাল বাসী।
তাই সব থাকিতে আঙ্গিনে চষি॥

১২৩৮। তোমারও পায়ে গোদ। আমারও জন্ম শোধ।

১২৩৯। তোমায় বড় ভাল বাসী।
তোমার পোঁদে কয়লা ঘসি।

১২৪০। তোর জন্যে কি কাঁদি। তোর নামের গুণে মরি

১২৪১। তোর ঘাড় কেন কাটিস।
না, আমিও এক জাত।

১২৪২। তোর ধন তোকে দিয়ে। আমি যাই
হাত নাড়া দিয়ে।

১২৪৩। তোর দোষ না। তোর জেতের দোষ।

১২৪৪। তোর নেই হাল গরু, মোর নেই বীজ ধান।

১২৪৫। তোর হাজুক আর পুড়ুক, আমার
পিটেয় গুড় হৈলে হয়।

১২৪৬। তোমার আগড় আমাকে দেও। তুমি জাগ্রত
হইয়া শয়ন কর।

১২৪৭। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

১২৪৮। তোমাদের বাড়ীরে কিসের খসখসী।
এক পলা তৈল লৈয়ে আশি জনে ঘষী।

১২৪৯। তোর চাঁষার বাপ নির্ব্বংশ হউক।

১২৫০। তোর নাড়ী নক্ষত্র জানি। বা নাড়ী নক্ষত্র
বাহির করিব।

১২৫১। তোর হাড়ে লক্ষী নাই।

১২৫২। তোর লেগে মরি, না তোর গুণের লেগে মরি।

১২৫৩। তোর হাড়ে দূর্ব্বা গজিয়েছে। (বা গজাবে)

১২৫৪। তোর হাড়ে ভেলকী হয়।

১২৫৫। তোর চুল নিয়ে কি পেড়ে শোব। রূপ নিয়ে কি ধুয়ে খাব, গুণ থাকে তো তরে যাব।

থ

১২৫৬। থাক কুকুর তুই মাড়ের আশে।
মাড় দিব তোয় পৌষ মাসে।

১২৫৭। থাকতে গৃহ সন্ন্যাস।
তার উপরে উপবাস।

১২৫৮। থাক চোরের পার্ব্বণ, দুই কাণ লৈয়ে সার।

১২৫৯। থাকরে বিড়াল আমার আসে।
ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে।

১২৬০। থাকে থাকে যেন উবে যায়।

১২৬১। থাকে যদি ধন।
বসে্য পাই কত জন।

১২৬২। থাকে শত্রু যায় বালাই।

১২৬৩। থান ছুড়া মান্‌ছাড়া করেছে।

১২৬৪। থাবার উপর থাবা।
কি করে রে বাবা। (১)

১২৬৫। থালায় জল রেখে ডুবে মরা।

১২৬৬॥ থালা রেখে মানকাতে খাওয়া।

১২৬৭। থুক, ভুলুক, মরুক। (২)

দ

১২৬৮। দন্ত স্ফুট হয় না॥

১২৬৯। দম থাকিতে কম করে না!

---

(১) অথবা উমেদ নাইরে বাবা। ইতি দ্বিপাঠঃ।
উমোদ অর্থাৎ প্রাণকাশ।

(২) সোণার বেণিয়ারা বলে॥

১২৭০। দরবারে না মুখ পায়। ঘরে এসে মাগঠেঙ্গায়।

১২৭১। দরিদ্র যায় লঙ্কা পার।
তবু না ঘুচে কান্ধের ভার।

১২৭২। দরবারে হারিয়া জামাই মাগকে ধরে মারে।

১২৭৩। দরজির কাপড় ছেঁড়া।

১২৭৪। দরদি না হইলে দরদ জানে না।

১২৭৫। দয়া নাই আছে যার।
শ্রদ্ধায় কি করে তার।

১২৭৬। দয়া করে দেয় ভাত।
শানকী নিয়ে মারে রড়।

১২৭৭। দর্পণে মুখ দেখা। [১]

১২৭৮। দর্পহারী ভগবান।

১২৭৯। দর্পহারী মধুসূদন।

১২৮০। দশজন যেখানে। নারায়ণ সেখানে।

১২৮১। দশ টাকার ঋণ।
এক টাকার ঘৃত কিন॥

১২৮২। দশ পুত্র সমা কন্যা।

১২৮৩। দশ বলে সিংহ।

১২৮৪। দশ বৈদ্য সমো বহ্নিঃ।

১২৮৫। দশ মাসের গর্ভ এক হাওয়াতেই যায়।

১২৮৬। দশবার চোরের একবার সাধুর।

১২৮৭। দশের যে গতি আমারও সেই গতি। (২)

১২৮৮। দক্ষিণ দ্বারী ঘর রাজার ঘর। পূর্ব্ব দ্বারী ঘর
মন্ত্রীর ঘর। উত্তর দ্বারী ঘরের মুখে ছাই।
পশ্চিম দ্বারী ঘরে আগুন দে পলাই।

---

(১) যেমন ভঙ্গিতে মুখ দেখ, তেমনি দেখা যায়।
(২) দশাং গতিঃ ইতি রঙ্গপুর।

১২৮৯। দক্ষ যজ্ঞ কাণ্ড করা।

১২৯০। দাঁড়ালে ছেলে নও, বসিলে পাট কাট।

১২৯১। দাঁত আর ভাত বিকল হইলেই মন্দ।

১২৯২। দাঁত গেল তো আঁত গেল।

১২৯৩। দাঁত ছেড়ে দে কেঁদে বাঁচি।

১২৯৪। দাঁত দেখালে যে, আঁত দেখালে সে।

১২৯৫। দাঁত না উঠ্তেই ফলই চাবায়।

১২৯৬। দাঁত মেলা বাঞ্ছারাম।

১২৯৭। দাঁতাল, মাতাল, শিঙ্গেল, আর অস্ত্রধারী।
কখন বিশ্বাস না করিও এই চারি।

১২৯৮। দাঁতের জল দাঁতে মারা।

১২৯৯। দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপানি।

১৩০০। দাউদ ঘুচাইতে মহাব্যাধি।

১৩০১। দাদার মতন ভাতারটী।
আর বাবার মতন শ্বশুরটী।

১৩০২। দানে (১) কি পুঁটলি বিকায়।

১৩০৩। দাতাই দান করে। ভাণ্ডারীর পেট ফুলে।

১৩০৪। দাড়ী আর ভুঁড়িতে মান্য হয়।

১৩০৫। দানা দেখলে ঘোড়ার মুখ সুড় সুড় করে।

১৩০৬। দাদা যত লিখ্বে তা এক আঁচড়েই জানা গেল

১৩০৭। দাম টানলেই কৈ খায়।

১৩০৮। দায় পড়লে রায় মহাশয়।

---

(১) দান অর্থাৎ হাটের দান। হাটে গিয়া যাহারা ভাড়া ঘরে না বসিয়া দ্রব্যাদি বাজারের অন্য স্থানে বসিয়া বেচে অথচ আপনার দ্রব্যাদি লইয়া প্রত্যহ বাজারে আগত হয় তাহারাই কেহ ২ বা ৫ পয়সা দান দেয় তাহাকে তোয়াবাজার বলে সেই তোয়া বাজারের দানকে দানাতোল বলে।

১৩০৯। দায় মুদ্দাই রাজী।
কি করিবে কাজী॥

১৩১০। দাদায় কৈছে বারা বান (১)।
বাস্তে আছে ওদাধান।

১৩১১। দায়ে পড়্যে দাইকে ডাকা।

১৩১২। দায়ের উপর দায়।

১৩১৩। দাস খত লিখে দেওয়া!

১৩১৪। দাসী আসে তুলবে পা। দাসী না আসে
পুড়বে পা।

১৩১৫। দিগ বিজয়ী।

১৩১৬। দিন গেল হেলায় ফেলায়।
রাত হৈলে সতীনে জ্বালায়।

১৩১৭। দিন থাকিতে বাঁধে আলি। তবে খায় নানা শালী

১৩১৮। দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।

১৩১৯। দিন যায় আলে ফালে।
রাত হৈলে জোনাকীর পোঁদে বাতিজ্বলে॥

১৩২০। দিন গুজরান করি আমি হাট কাটনা কেটে।
যেখানেতে সুঁচ না চলে সেখানে চালাই বেটে।

১৩২১। দিবার বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।

১৩২২। দিল্লীর আগে বেগার নাই।

১৩২৩। দিল্লীকা লাড্ডু, যো খাঁয়া সোবি পস্তায়া।
যো না খায়া সোবি পস্তায়া।

১৩২৪। দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু আর গুরু ছয়। উপাসনা
না করিলে গুরু কর্ত্তে হয়।

১৩২৫। দুই চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

১৩২৬। দুই দিনকার বৈরাগী।
ভাতকে বলে অন্ন।

---

(১) বারা বান অর্থাৎ ভারা বাঁধা।

১৩২৭। দুঃখের ভাত সুখ করে খাব।

১৩২৮। দুঃখীর সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই।

১৩২৯। দুঃখের উপর টনকের ঘা।

১৩৩০। দুঃখ সময়ে মিত্র চিনা যায়।

১৩৩১। দুগ্ধদের গাই, নামটাও ভাল।

১৩৩২। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।

১৩৩৩। দুধের গোপাল।

১৩৩৪। দুধের সঙ্গে খোঁজ নাই, কোল ভরা চাই।

১৩৩৫। দুনৌকায় পা দেওয়া।

১৩৩৬। দুধে গোরচোনা।

১৩৩৭। দুওরে বসে পালক গুণি উড়ে যায় যে পাখী।
সাত কায়েতের কাণ কেটে দিই এমনি
অকুব রাখি॥

১৩৩৮। দুপরে শূওর।

১৩৩৯। দুর্বল শত্রু মরণ টাঁকে।

১৩৪০। দুর্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত।

১৩৪১। দুশ্চরিত্রের হস্তি স্বামিনঃ সুতবৎসলঃ।

১৩৪২। দুর্নীলের বশ রাজা।

১৩৪৩। দুষ্টের শিরোমণি।

১৩৪৪। দূর জামাইয়ের কান্দে ছাতি।
ঘর জামাইয়ের মুখে নাতি।

১৩৪৫। দেঁতোর হাসি।

১৩৪৬। দেতোর হাসি কান্না সমান।

১৩৪৭। দেইজের উত্তান ঝেটনাও ভাল॥ বাপের বাড়ীর
অট্টালিকাও কিছু নয়।

১৩৪৮। দেখতে পেলে শুনতে চায় না।

১৩৪৯। দেখ তোর না দেখ মোর।

১৩৫০। দেখলাম কত কলিকালে। গোঁফ রেখেছেন
তোবড়া গালে॥

১৩৫১। দেখে শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।

১৩৫২। দেখে শুনে পেটের ভাত চাউল হৈল।
বা পেটের পিলে চমকে।

১৩৫৩। দেখবে তো বলিবে না।

১৩৫৪॥ দেদোর মর্ম্ম দেদোয় জানে।

১৩৫৫। দেবতা বাদী, উত্তর না দিই।

১৩৫৬। দেবতার দেব চরিত্র। কোন খানে ছায়া কোন
খানে রৌদ্র॥

১৩৫৭। দেবীর করতে পাঁটা বড়।

১৩৫৮। দেম কে মাটী মাড়ায় না।

১৩৫৯। দেয় থোয় করে মান
তার নাম যজমান॥

১৩৬০। দেশে দেশে বেড়ালাম সকল বেটাই গরু।
যে যারে ভুলাতে পারে সেই তার গুরু।

১৩৬১। দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ।

১৩৬২। দৈবী বিচিত্রা গতি।

১৩৬৩। দৈয়ের আগ, ঘোলের শেষ। মাছের মা
শাকের ছাঁ॥

১৩৬৪। দো চেখো ব্রত।

১৩৬৫। দোমুখো সাঁকোলি জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।

১৩৬৬। দোল দেখতে ভাতার দোল রথ দেখতে বাই॥

১৩৬৭। দোলার বিবি সেলা পায়।
উঠে বিবি স্বর্গে যায়।

১৩৬৮। দোষ বাচ্যা গুরোরপি।

১৩৬৯। দোহারে মেলো হারে।
বোঁচা কাণকে ছুরি হারে। (১)

১৩৭০। দার সেই ফুটো ভাঁড়। ছেলের নাম দুর্গারাম

১৩৭১। দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখে।
তেঁতুল রৈল গাছে বেঁকে।

১৩৭২। দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।

ধ

১৩৭৩। ধন জন পরিবার।
সম্বন্ধ কেবা কার।

১৩৭৪। ধন নাই কৌড়ী নাই কোঁচা লম্বা।

১৩৭৫। ধন বেচে ধর্ম্ম করা।

১৩৭৬। ধন যৌবন নিশির স্বপন।

১৩৭৭। ধন সখী মরেন খুদের জাউ খেয়ে। (২)

১৩৭৮। ধন স্থানে শনিঃ।

১৩৭৯। ধনীর কথা সকলে শুনে।

১৩৮০। ধনীর মধ্যে অগ্রগণ্য রামদুলাল সরকার।
বাবুর মধ্যে অগ্রগণ্য প্রাণকৃষ্ণ হালদার॥

১৩৮১। ধনীর মাথায় ধর ছাতি।
নির্ধনীর মাথায় মার লাথি।

১৩৮২। ধনুক ভাঙ্গা পণ।

১৩৮৩। ধনেন কুলং অন্নেন বসতি।

১৩৮৪। ধনে প্রাণে সারা হৈল।

১৩৮৫। ধনে মত্ত অহঙ্কার।
আর না যাই তার দ্বার॥

১৩৮৬। ধনের চাবি সেবা ভক্তি।

---

(১) দোহারে অর্থাৎ দুইজনকে (মেলো) মল্ল হারে।

(২) ধন লোকী মরেন কুঁড়োর জাউ খেয়ে। ইতি পাঠঃ

১৩৮৭। ধনের চেয়ে ধর্ম্ম বড়। বা ভাল॥

১৩৮৮। ধন্যের ব্যাপারী এলোকি আফিঙ্গের ভাউজানতে
ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা এলো ধুতি উড়ানি কিনতে

১৩৮৯। ধমক পড়িলে বাপ বলে।

১৩৯০। ধরা দেখে শরার ন্যায়।

১৩৯১। ধরো বেঁধে ঘোল বলান।

১৩৯২। ধরো বেঁধে পীরিত। মেজে ঘষে রূপ॥

১৩৯৩। ধরণ, মরণ, পানী। তিন নাহিক জানি

১৩৯৪। ধরতে বললে বেঁধে আনে।

১৩৯৫। ধরতে ছুতে নেই।

১৩৯৬। ধর্ম্ম জানে কর্ম্মের কথা।

১৩৯৭। ধর্ম্ম করি পরিণামে পাবে নারায়ণ।
নিরয়ে বসতি হবে পাপে দিলে মন।

১৩৯৮। ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির।

১৩৯৯। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি।

১৪০০। ধর্ম্মেতেই ধর্ম্ম বৃদ্ধি।

১৪০১। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

১৪০২। ধরলে জুটে, ঐ কথাটী বটে।

১৪০৩। ধাড়ী কখন পোষ মানেনা।

১৪০৪। ধান খায় কাকে, বেঙের পায়ে দড়ি।

১৪০৫। ধান খাও ইন্দুর, মোরগা চিননা।

১৪০৬। ধান চাইল নাই আডেড (বা আড়িটে) ডাগর
অথবা বড়।

১৪০৭। ধানটীর ভিতর চালটী। ফাঁসটী আর ফুঁসটী। (১)

---

(১) অর্থাৎ এক ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল তোমার সঙ্গে কথা আছে, তাহাকে সেই ব্যক্তির কানের পরিহাস ছলে এইরূপ বলিল। যথা ধানটীর ভিতর তুসটী। অনর্থক বাক্য মাত্র।

১৪০৮। ধান দিয়ে লেখা পড়া শিখা।

১৪০৯। ধান, দে মুড়ী খাওয়া কয়।

১৪১০। ধান পোড়ে আখায়।
জল ঢালে মাথায়॥

১৪১১। ধান ভানিতে শিবের গীত।

১৪১২। ধান যাউক খোকড়া থাকুক।

১৪১৩। ধান সিদ্ধ বড় কাম।
মাথা বেয়ে পড়ে ঘাম॥

১৪১৪। ধান্যস্য কুশলং বদ।

১৪১৫। ধান হেন ধন নাই যদি নাহয় ভুষা।
ভায়ের সমান বন্ধু নাই যদি না করে হিংসা॥

১৪১৬। ধানের মধ্যে আঠালি।
এত রঙ্গও দেখালি॥

১৪১৭। ধাপ ধাড়া, আর মেদ মল্ল।

১৪১৮। ধার চাইতে উধার মাঙ্গে।

১৪১৯। ধারে কাটে স্বাদে খায়।

১৪২০। ধারে না কাটিলে ভারেও কাটে।

১৪২১। ধিক তার জীবনে। যারে কেহ নাহি মানে।

১৪২২। ধিক জীবনে কালা মুখা।

১৪২৩। ধিক তার জীবনে। যে ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে

১৪২৪। ধিকি ধিকি জ্বালে সেই সন্ধ্যা কাল।
মেয়ের এমনি রান্না দিনে দেউ পান্না।

১৪২৫। ধিকি জ্বাল ঘন কাঠী।
তবে দুধের পরিপাটী॥

১৪২৬। ধুলা নেই তার বাইট।

১৪২৭। ধুলা পায়ে গঙ্গা লাভ।

১৪২৮। ধোবার গাধা।

১৪২৯। ধোবা, পরের কাপড়ে শোভা।

১৪৩০। ধোবার পাটায় আছড়ান।

১৪৩১। ধোবার বিশ করম্।

১৪৩২। ধোয়া বাণে ধুয়ে নিলে। বা ধোয়া ভাদ্রে ধুয়ে নিলে।

ন

১৪৩৩। নথ ছেদে কুড়াল বাজে।

১৪৩৪। নখে পেলে দুই খান করে।

১৪৩৫। নগণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ।

১৪৩৬। নচ দৈবাৎ পরং বলং।

১৪৩৭। নচ পুত্র সমঃ স্নেহঃ।

১৪৩৮। নট্যে ঘটে আড়ায়ে, সজনা বারমাস।

১৪৩৯। নটীকে বল্য না নটী।
উল্‌টে ধরবে চুলের মুটি॥

১৪৪০। নঠা (১)কাঁটালের আটা বেশী।

১৪৪১। নড়লো ডোঙ্গা, তো ডুবলো পোঙ্গা।

১৪৪২। নড়তে পারেনা বন্দুক ঘাড়ে।
এঁড়ে গোরু নিয়ে তাল গাছে চড়ে।

১৪৪৩। নড়্যে চড়্যে বেঁশের (২)মরণ।

১৪৪৪। নদে কিকরে নলকে মানিয়েছে।

১৪৪৫। নদার এক কূল বৈ ভাঙ্গেন।

১৪৪৬। নদীর কূলে চাষ, একপুত্রে আশ।

১৪৪৭। নদীর কূলে চাষ হয়তো ভাল নয়তো মন্দ,
নয়তো সর্ব্বনাশ॥

১৪৪৮। নদীর কূলে বাস॥ দুঃখ বার মাস।

১৪৪৯। নদের ফটিক চাঁদ।

---

(১) নঠা অর্থাৎ ভুক্ত কাঠাল অথবা বীজশূন্য কাঠাল।

(২) রণকালে যে বংশীধরে তাহাকে বেশে বলে।

১৪৫০। নদেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ।

১৪৫১। ননদেরও ননদ আছে।

১৪৫২। ননীচো যবনাৎ পরঃ॥

১৪৫৩। নাতিক্রান্তো হুতাশনাৎ।

১৪৫৪। নবাব্যে আলস্যে॥

১৪৫৫। নন্দঘোষ, তোর জেতের দোষ।

১৪৫৬। নবাবের বেটা খানে জাদ খাঁ। কিম্বা নবাব খানজা খা।

১৪৫৭। নবাব জাদা।

১৪৫৮। ন বন্ধু মধ্যে ধনহীন জীবনং।

১৪৫৯। নবমীর পাঁট।

১৪৬০। নবাবী চাল।

১৪৬১। ন যযৌ ন তস্থৌ।

১৪৬২। নরম কাটে ছুতারের বল।

১৪৬৩। নরমের ঘাড় ধরমে ভাঙ্গে।

১৪৬৪। নরা গজা বিশেশয়।
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
বাইশ বলদা কের ছাগলা,।
গুণে গেঁথে বরা পাগলা॥

১৪৬৫। নরাণাং মাতুলঃ ক্রমঃ॥

১৪৬৬। নলের উপর মুগুর।

১৪৬৭। ন স্থানং তিল ধারণং।

১৪৬৮। নষ্টস্য কান্যা গতি।

১৪৬৯। নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসব বেদনা।

১৪৭০। নাই নাই চাউল পাত। চড়িয়ে দেও সুধা ভাত।

১৪৭১। নাই ধুইতো কেশ ভেজেনা। জলে কাট ভাত হয়না॥

১৪৭২। নাটয়ের কুকুর পাতে ভোজন।
ফাল দিয়ে কুত্তার মাথায় উঠন।।

১৪৭৩। নাইয়ার এক নাও। বিনাইয়ার শতেক নাও।।

১৪৭৪। নাই চাল নাই চুলো।
মেগে খায় সেই বেদ্যে গুলো।।

১৪৭৫। নাই নাই চাউল ফেণে ফেণে রাধ।

১৪৭৬। নাইবা দিলে তাই বাকাগুড়ে মণ্ডার অভাব কি।

১৪৭৭। নাই ভাতার নাই পুত। বেড়াই যেন যমের দূত।

১৪৭৮। নাই দেশে এরণ্ড বৃক্ষ।।

১৪৭৯। নাকে সর্ষ্যার তেল দিয়ে ঘুমাও।

১৪৮০। নাক কাণ কেটে ঝামা দেওয়া।

১৪৮১। নাকে কাণে খত। আমতলা দিয়ে পথ!

১৪৮২। নাকে মুখে গোঁজা।।

১৪৮৩। না এদিক না ওদিক।

১৪৮৪। নাথায় ভাত নাপিয়ে পানি। যমে মানুষে করে টানাটানি।

১৪৮৫। নাচতে এস্যে ঘোমটা টানা।

১৪৮৬। নাচাইতে ছাতি পেলাম। চাইলে বুঝি হাতী পেতাম

১৪৮৭। নাচিয়ে মরে নর সিঙ্গ, টেতে চিড়ে খায়।

১৪৮৮। নাটানা যায় হাটে। চারি কড়ার মিশি কিনে
পথে পথে চাটে।।

১৪৮৯। নাথির ঢেঁকি চড়ে কি উঠে।

১৪৯০। নাতীর নাতী স্বর্গে বাতি।

১৪৯১। না দেওয়া কাটালের শাউনে (১) নাম।

---

(১) শাউন অর্থাৎ সাঙ্গেকরে যাহাকে চাগানযায়না তাহাকেশাউন বলে। অথবা বেকাটাল শাউনে অর্থাৎ সাঙ্গে করে খায়। তাৎপর্য্য বড়কাটাল ॥

১৪৯২। নাড়ী ধরে৷ পাক দেওয়া।

১৪৯৩। না ধরায় না জিয়ায়!
তার নাগাল কে পায়॥

১৪৯৪। না ডাকলে যেওনা। ঘরের ভাত
খেওনা।

১৪৯৫। নাপ্তের ধরা॥

১৪৯৬। নাপ্তে শিখে পরের মাথায়।

১৪৯৭। নাপিত পাবে যখন।
ক্ষৌরী হবে তখন॥

১৪৯৮। নাপিত হইলেন কবিরাজ, ক্ষৌরী করে কে।

১৪৯৯। নাম গাহ পাঁহ পেচা রাজা।

১৫০০। নাম নাই গোত্র নাই. টেম গোপালের নাতি।

১৫০১। নাম বেরুল যার। মুসকিল হৈল তার,
অথবা পোদ ফাটল তার।

১৫০২। নালাগে মনের দ্বার, খুলিলে কপাট।

১৫০৩। নায় পোর ছোঁয় চাম।
মুচি মাগীর কি কাম॥

১৫০৪। নারিকেলে জলের সঞ্চার!

১৫০৫। নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা।

১৫০৬। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ।

১৫০৭। না হোমে না যজ্ঞে।

১৫০৮। নিকড়ে নাগরের কদম তলায় থান।

১৫০৯। নিকৌড়িয়া গেইলন হাটে।
কাঁকড়ি দেখকে জিয় রা (২) ফাটে॥

১৫১০। নিমুরুদের মুরদ ভারি। লম্বা লম্বা
ফোতো জারি।

(২) জিয়ারা-অর্থাৎ প্রাণ।

১৫১১। নিতাই, এক থাই এক স্থিতাই।

১৫১২। নিদ্রা সুখের সহচরী দুঃখের কেউ নয়।

১৫১৩। নিম তেতো নিসিন্দে তেতো, তেতো মাখালেরফল
আর তেতো আছে যাদের দুই সতীনের ঘর ॥

১৫১৪। নিম নিসিন্দে যেখানে।
রোগ থাকে কি সেখানে॥ (১)

১৫১৫। নিমকের চাকর।

১৫১৬। নিমুখা কুক্কুর, কাঁটা খাওনের যম ॥ (২)

১৫১৭। নিমের বেলায় হাক্ থু থু করে ফেল।
গুড়ের বেলায় ঢক্ ঢক্ করে গেল ।

১৫১৮। নিয়মিত আহার পরিমিত ব্যয়।

১৫১৯। নিয়ত গুণে বরকত। (৩)

১৫২০। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

১৫২১। নিরঞ্জনই সত্য।

১৫২২। নির্গুণ মানুষের তিন গুণ জ্বালা।

১৫২৩। নির্গুণে পুরুষের মাগ সর্ব্বস্ব।

১৫২৪। নির্ধনঃ পুরুষঃ ফুসী।

১৫২৫। নির্ধনের ধন হৈলে দিনে দেখে তারা।
আভাতারীর ভাতার হৈলে দেখে বাবার পারা ॥

১৫২৬। নির্ধনের ধন হৈলে পৃথিবীকে দেখে শরা।

১৫২৭। নির্ধনের মরণই ভাল।

১৫২৮। নির্ধনে ব্রাহ্মণের জাত নাই।

---

(১) নিম নিসিন্দে যেথা। মানুষ মরে কি সেথা॥ ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) নিমুখা অর্থাৎ যে কুকুরের ডাক নাই কেবল খেয়ে খেয়ে চুপ করিয়া থাকে। ঐ নিমুখা কুকুরগণ মাছের কাঁটা ও মুরগী ছাগ প্রভৃতির অস্থি খাইতে ভাল বাসে।

(৩) বরকত অর্থাৎ বৃদ্ধি।

১৫২৯। নির্ব্বুদ্ধি হউক।

১৫৩০। নির্ব্বংশের ঝি, নিঃসন্তানে দি।
তার আর গণন গাঁথা কি॥

১৫৩১। নির্ব্বংশ্যার বড় পুত্র।

১৫৩২। নির্ব্বিবেকো বিধাতা।

১৫৩৩। নিশি গেলে কি করিবে চাঁদে।
জল শুকালে কি করিবে বাঁধে॥

১৫৩৪। নিষ্কন্টকে রাজ্য ভোগ।

১৫৩৫। নিহেড়ের বল জেয়াদা। (১)

১৫৩৬। নিষ্কণ্টকের বেড় ভাল।

১৫৩৭। নীচ লোকের কথা।
আর কাছিমের মাথা।

১৫৩৮। নিষ্কর্ম্মা কীর্ত্তনীয়ার ধূমালী সার।

১৫৩৯। নিষ্কর্ম্মা পুরুষের তিনটী দড়।
আহার নিদ্রা রাগটী বড়॥

১৫৪০। নূতন নূতন ছয় তোলা।
পুরাণ হৈলে নয় তোলা।

১৫৪১। নেই কাজ তো খৈ ভাজ।

১৫৪২। নেই নেই চাউল পাত।
চড়িয়ে দেও শুধু ভাত॥

১৫৪৩। নেকা আজলি ঝলসা (২) কণা।
জল বল্যে খান চিনির পানা॥

১৫৪৪। নেকড়ার আগুন যেন শোলা।
নেড় মাথায় ঘোল ঢালা॥

১৫৪৫। নেচে মরে রাম কৃষ্ণ, চৈতে চিঁড়ে খায়।

১৫৪৬। নেড়ের মাথায় কাটের পয়জার।

---

(১) নিহেড়ে অর্থাৎ বায়ু ও জল।

(২) ঝলসা কাণা অর্থাৎ অল্প কাণা।

১৫৪৭। নেবু কচলাতে কচলাতে তেতো হয়
মিষ্ট হয় না॥

১৫৪৮। নেবার সময় নিতে যাব।

১৫৪৯। নেয়ালের দড়ির অম্বল। [১]

১৫৫০। নেয়ে না খেয়ে নে। না, ভাল মনে করেছিস॥

১৫৫১। নোটনেরে না বল নোট্যা
উলটে ধরবে চুলের মুট।

১৫৫২। নৌকার শত্রু ঢেউ।
বাঘের শত্রু ফেউ॥

প

১৫৫৩। পচা শামুকে পা কাটে।

১৫৫৪। পঞ্চাননাদ্বিনিষ্ক্রান্তোনিষ্ক্রান্তোহুতাশনাৎ।

১৫৫৫। পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃত মানুষঃ।

১৫৫৬। পটকা গরুর হাপানি বড়।

১৫৫৭। পট্ট বস্ত্রে গুঞ্জা ফল মূল্য নাহি হয়।
ছিন্ন বস্ত্রে মণির মূল্য কখন না যায়।

১৫৫৮। পঠতি নাস্তি মূর্খত্বং জপাতি নাস্তি পাতকং।

১৫৫৯। পড় তো পড়, পড়।
না পড় তো খাচা আজাইর কর।

১৫৬০। পড়শী, নয় বড়শী।

১৫৬১। পড়লো ফাগুন তো উঠলো আগুন।

১৫৬২। পড়লে কথা বুঝতে নারে সেই বা কেমন
মেয়ে। আর ধুজি নাই কাচি নাই সেই বা
কেমন নেয়ে॥

১৫৬৩। পণ রক্ষা করতে এসো প্রাণ হারান।

---

(১) অর্থাৎ নিচালির দাড়ির গাঁইট দিয়া তেঁতুলের অম্বল।

১৫৬৪। পড়ুক বা না পড়ুক পো।
সংসর্গে ফেলে থো।

১৫৬৫। পড়েছি ভাফালে। যা থাকে কপালে॥

১৫৬৬। পরেক খেলে ক্ষণেক গায়।
কাহনেক খেলে সারাদিন গায়।

১৫৬৭। পড়েই বলে এই এক খেলা।

১৫৬৮। পণ্ডিতেত গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খেদোষাহি কেবলং

১৫৬৯। পতিতঃ পর্ব্বতো লঘু।

১৫৭০। পতির পায় থাকে মন তারে বলি সতী।

১৫৭১। পথি শূদ্র বদাচরেৎ।

১৫৭২। পথে পাইলাম টাকাটা, চৌদ্দ আনাই লাভ।

১৫৭৩। পথে হাগে চোক রাঙ্গায়।

১৫৭৪। পথে হাগে কুরা (১) খায়।
তার মুখী ধুয়া যায়।

৫৭৫। পন্থা বাতের গুল্যাতি।

১৫৭৬। পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।

১৫৭৭। পয়সাতো একটী, গান শুনেন অক্রূর হরণ।

১৫৭৮। পয়সা দিয়ে খাই দই।
কি করিবে গয়লানী সই।

১৫৭৯। পর প্রত্যাশী নর। গাছে উঠে মর॥

১৫৮০। পর লৈয়ে ঘর কান্না।

১৫৮১। পর হৈয়েছে পরের কাল।
ভাবে না আছে পরকাল॥

১৫৮২। পর হস্তে ধন। পর সৈন্যে গমন॥

১৫৮৩। পরেতে হবে শাকা।
তবে কেন মুখ বাকা॥

---

(১) কুরা (কুড়া) অর্থাৎ তুষ ইত্যর্থ।

১৫৮৪। পরাপরাধেন পরাপমান।

১৫৮৫। পরে ভসোর খায় ঘি।
তার কড়ির অভাব কি॥

১৫৮৬। পরে দেয় না চেয়ে।
পেট না ভরে খেয়ে॥

১৫৮৭। পরে পরে কাজ সারা।

১৫৮৮। পরের উপরে খায়।
আঠারো মাসে বৎসর॥

১৫৮৯। পরের কথায় আখি চড়।
আপনার কথায় ভাত কাপড়॥

১৫৯০। পরের চাউল পরের ডাউল।
নদে করেন বিয়ে॥

১৫৯১। পরের ঘি পেলে।
প্রদীপে দেয় ঢেলে॥

১৫৯২। পরের চাউল পরের কলা।
ব্রত করেন চন্দ্রকলা॥

১৫৯৩। পরের তেলে কাপড় নষ্ট।
পরের ভাতে পেট নষ্ট॥

১৫৯৪। পরের পিটে, বড় মিটে।

১৫৯৫। পরের ধনে বাপের শ্রাদ্ধ।

১৫৯৬। পরের পুতে বরের বাপ।

১৫৯৭। পরের জন্যে পেতে ফাঁদ.
আপনি পড়ে মরে!

১৫৯৮। পরের বাড়ী সাদী।
নাচে হারামজাদী॥

১৫৯৯। পরের মাথায় কাঁটাল রেখে,
কোয়াবার করে খাওয়া।

১৬০০। পরের মন। আঁধার কোণ॥

১৬০১। পরের বেদন পর কি জানে।

১৬০২। পরের পেলে, ধান চিবিয়ে খায়।

১৬০৩। পরের লেজে পা পড়্লে তুলা পানা ঠেকে।
আপনার লেজে পা পড়্লে ক্যাঁক করে ডাকে।

১৬০৪। পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

১৬০৫। পরের মাথায় হাত বুলায়ে পয়সা লওয়া।

১৬০৬। পর্ব্বতের মূষিক প্রসব।

১৬০৭। পলো কেনা (১) সংকেত প্রবাদ।

১৬০৮। পলকে প্রলয় গণি।

১৬০৮।। পলকে হারা।

১৬০৯। পলাকাড়া তুলেছে। অর্থাৎ পলাইয়াছে॥

১৬১০। পল্লেমপুর গিয়াছে। অর্থাৎ পলাইয়াছে।

১৬১১। পঙ্কার মধ্যে এঁচা।
নামে কাদা খোঁচা।

১৬১২। পাকের গোঁজা (২)

১৬১৩। পাঁচ কড়া কড়ি দিব, তবু জ্ঞান দিব না।

১৬১৪। পাঁচ জনে খায় একলা মাগী।
দশ হাতে খায় ভোকলা মাগী॥

১৬১৫। পাঁচের হাট বেড়ান। (৩)

১৬১৬। পাঁজি হয়েছে উজন সুজন। কার্ত্তিক মাসে
দুর্গা পূজন॥

১৬১৭। পাঁটা মেমায় না কাতারী মেমায়।

১৬১৮। পাঁটার কল্যাণে মহিষ।

১৬১৯। পাক চক্র করা।

---

(১) পলায়ন করা।

(২) যে দিকে নড়াও সেই দিকে নড়ে।

(৩) অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত।

১৬২০। পাঁস কুড়ের পদ্ম ফুল।

১৬২১। পাকমারার ঘরে চড়ুইয়ের বাসা। (১

১৬২২। পাকা আমের রসি, খাই না খাই
গায়ে ঘসি।

১৬২৩। পাকে প্রকারে বাবা বলান।

১৬২৪। পাগলের গোবধ মিষ্ঠে।

১৬২৫। পাগলের গাঁক নাড়া।

১৬২৬। পাগলে সুখ নাই।
পীরিতেও মজা নাই।

১৬২৭। পাজির মুখে হারাম গোজরে।

১৬২৮। পাটনায় গিয়ে দেখা হবে। (২)

১৬২৯। পাতড়া চাটা।

১৬৩০। পাতরেতে হাত চাপা।
বসে আছে পাতুরে বোকা॥

১৬৩১। পাতা চাপা কপাল।
বা পাতর চাপা কপাল॥

১৬৩২। পাতের ভাত দে পুষলে যোগী। উল্টে বলে
পর বাস কি॥

১৬৩৩। পাত্রের মার স্বর্গে যাওয়া।

১৬৩৪। পাথর পুজকে হর মিলেতো হাম পূজে পাহাড়।
মালা জপকে হরি মিলে তব হাম জপে কুন্দা॥

১৬৩৫। পান না খুদে পুটী! বলে খাব দুদ রুটী।

১৬৩৬। পান পান্তা ভক্ষণ। ঐ তো পুরুষের লক্ষণ॥
আমি অভাগী তপ্ত খাই।
কোন দিন বা মরে যাই॥

---

(১) পাক মার। ঘরে চড়ুইয়ের বাসা। ইতি দ্বিপাঠঃ।
পাক মার অর্থাৎ পক্ষীকে নষ্ট কর।

(২) অর্থাৎ গরু বিড়ালে দুদ খাবার আখ্যানের ন্যায় কথা।

১৬৩৭। পা না ভিজ্‌লে যার।
বড় কৈ তার।

১৬৩৮। পান সাজতে জানে না, পায়ে আল্‌তা পরেছে।

১৬৩৯। পান্তা ভাত বাতাস দিয়ে খায়।

১৬৪০। পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট।
বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।

১৬৪১। পাপে ধর্ম্মে রত।

১৬৪২। পাপের লেশ, দুঃখের শেষ।

১৬৪৩। পাপ লুকায় না। সাগর শুকায় না।

১৬৪৪। পাপঘ্নানাং পাপ শতেন কিম্বা।

১৬৪৫। পাপের পর শত্রু নাই।

১৬৪৬। পাপিষ্ঠের "পা,,
টাঙ্গন ঘোড়ার "টা,, ঋণ
ছেঁচড়ার 'ঋ, এই তিন নিয়ে পাটারি।।

১৬৪৭। পাপী যাবে গঙ্গাস্নান কাঁটা কুড়াবে কে।

১৬৪৮। পায় পড়াকে পরীত্রাণ নাই।
অথবা পারা যায় না।

১৬৪৯। পার যোগ্য মানুষ নয়, গায় হাত দিয়ে কথা।

১৬৫০। পার হৈয়ে কুমীরকে কলা দেখায়।

১৬৫১। পালাতে না পারলেই গোল্লার বেগাই।

১৬৫২। পালাতে না পারলেই গোদা বড় বীর।

১৬৫৪। পালের আগে দৌড়ায় ভেড়া।
উজনে গোয়ালার চোখ টেড়া।

১৬৫৫। পালের গোদা।

১৬৫৬। পালে মিশে গিয়াছে।

১৭৫৭। পাষাণে মাথা ঠোকা।

১৬৫৮। পাহাড়ো গল্প।

১৬৫৯। পত্রান্নং প্রাণ সঙ্কটং।

১৬৬০। পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্ব মধুরায়তে।

১৬৬১। পর প্রত্যাশে বাস ; নদীর কূলে চাষ।

১৬৬২। পরে দেবে চেয়ে পেট না ভরবে খেয়ে।

১৬৬৩। পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পর পীড়নং। (১)

১৬৬৪। পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ।

১৬৬৫। পরোপকারার্থ মিদং শরীরং।

১৬৬৬। পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।

১৬৬৭। পল্লকথা সভার মাঝে।
যার কথা তার গায়ে বাজে।।

১৬৬৮। পায়না আলো চাউল, কাচা মাঙ্গে।

১৬৬৯। পারে না কচু কুট্‌তে।
আগে ধায় এটো কুট্‌তে।

১৬৭০। পাপিষ্ঠে মরণাস্তুতঃ। (২)

১৬৭১। পর্ব্বতে বোড়া।

১৬৭২। পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
বা পেঁড়োর মন্দির দেখা।

১৬৭৩। পিঞ্জরের পাখী মত বেড়ায় ঘুরিয়া।

১৬৭৪। পীরিত যেখানে বিচ্ছেদ সেখানে।

১৬৭৫। পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

১৬৭৬। পীরিতের ঝকড়াই মজা।

১৬৭৭। পিটে খায় মিঠের লোভে। যদি পিটে মিষ্ট লাগে।

১৬৭৮। পিটে খায়, পিটের ফোঁড় গুণে না।

১৬৭৯। পিতার বয়সে কলমা নাই, পাঁজা ভরা দাড়ী।

---

(১) পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে।
ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) উত্তমেচক্ষণং কোপো মধ্যমে ঘটিকা দ্বয়ং। অধমেস্যাদহোরাত্রং পাপিষ্টে মরণাস্তুতঃ।।

১৬৮০। পুঁজির উপার কারটা। (১)

১৬৮১। পিতলা শড়া, জাঁকের ভরা।

১৬৮২। পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।

১৬৮৩। পুকুর কেটে নিয়ে আসলে নাকি।

১৬৮৪। পুত পুত পুত। শেষে দেখি ভূত।

১৬৮৫। পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।

১৬৮৬। পুনর্মূষিকোভবঃ।

১৬৮৭। পুমান্ দুষ্কীর্ত্তি সংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ

১৬৮৮। পুরাণ চাউল ভাতে বাড়ে।

১৬৮৯। পুরাণ পাপী।

১৬৯০। পুরুষের মুতে কড়ি।

১৬৯১। পুরুষের যখন যেমন, তখন তেমন।

১৬৯২। পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই কপাল যোড়া ফোঁটা।

১৬৯৩। পূবে বাঁশ, পশ্চিমে হাস।
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা॥

১৬৯৪। পূর্ব্ব ধন বিনশ্যতি।

১৬৯৫। পৃথিবী দুই ফাল হলে তার ভিতরে সেধুই।

১৬৯৬। পৃষ্টে তাড়নাদ্দন্ত ভঙ্গঃ।

১৬৯৭। পেঁচা মুখো।

১৬৯৮। পেঁড়ো ডুবলে এক হাঁটু।

১৬৯৯। পেঁড়োয় গিছলুম চড়ক করতে।

১৭০০। পেট জ্বলে ভাতে। সোণার আঙ্গটী হাতে।

১৭০১। পেটটি যেন ঢাকাই জালা।

১৭০২। পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে।

১৭০৩। পেট ভরতো নজর ভরে না।

১৭০৪। পেট ভরিলেই ছুঁছোর গন্ধ।

---

(১) অর্থাৎ ভাদটী উপরে থাকে।

১৭০৫। পেট ভরে যার অন্ন লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।
উচিত কথা বলিব সবে বন্ধু চটে চটবে।

১৭০৬। পেটে ডুবরি নাবিয়ে দিলে ক বেরয় না।

১৭০৭। পেটের ভাত গেটের কড়ি। বা সোণা।

১৭০৮। পেটে ভাত নাই ফোটায় দড়।

১৭০৯। পেয়াদা ভায়া পাক বেঁধেছে।
সরু ধানের চিড়ে।

১৭১০। পেয়াদা সাহেব হাত ধরেছেন জাত কোন্ ছার।

১৭১১। পোঁটা চর্ণীর ছেলের নাম চন্দন বিলাস।

১৭১২। পোদ না থাকিলে সত্যপীর হৈতে।

১৭১৩। পোঁদ ফাটলে গুড়ুক তামাক।

১৭১৪। পোঁদ ফাটা মনসা, একস্থানে বসিতে পারে না।

১৭১৫। পোদ ফাটে ঢোল বাজে, লোকে বলে বিয়ে।

১৭১৬। পোদ লেঙ্গটা মাথায় ঘোমটা।

১৭১৭। পোঁদে লেঙ্গটী জামাগায়, মাথায় ধরেন ছাতি।

১৭১৮। পোড়া কপালে সুখ নাই।
বিয়ে বাড়ীতে ভাত নাই॥

১৭১৯। পোড়া কপালে নাইকো সুখ।
বিধাতা হৈয়েছেন বৈমুখ॥

১৭২০। পোল, পাগল, পুলো। (১)
তিন নিয়ে উলো॥

১৭২১। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

১৭২২। প্রতিগ্রাসে (বা খ.ব.ল) মুড়ো।

১৭২৩। প্রদীপেরই কোল আন্ধার।

১৭২৪। প্রভাতের মহিষ।

১৭২৫। প্রমরার তাড়।

১৭২৬। প্রয়াগে মুণ্ডিতং যেন তেন গঙ্গা বরাটিকা।

(১) পোল অর্থাৎ বাগান পুলো অর্থাৎ খড়।

১৭২৭। প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্ততে।

১৭২৮। প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।

১৭২৯। প্রাণ ওষ্ঠাগত হৈল।

১৭৩০। প্রাণটীতো সখের বটে।
খরচ করতে বুক ফাটে॥

১৭৩১। প্রাণমেব পরিত্যজ্য মান মেবাভিরক্ষতু।

১৭৩২। প্রাণান্তেপি প্রকৃতি বিকৃতি র্যায়তে নোত্তমানং

১৭৩৩। প্রাণের করতে মান ভাল।

১৭৩৪। প্রাতরুত্থং দিবা নাস্তি।

১৭৩৫। প্রাতে খেয়ে ফকীর নাচে।
বৈকালের পক্ষে খোদা আছে॥

১৭৩৬। প্রাপ্ত কালো নজীবতি।

ফ

১৭৩৭। ফকীরে পোষা।

১৭৩৮। ফল ফল কদলীর ফল।
সেবার নারী আর ইন্দ্র জল (১)॥

১৭৩৯। ফলের মধ্যে আম্র ফল।
সুন্দর নারী আর গঙ্গাজল॥

১৭৪০। ফলেন পরিচীয়তে।

১৭৪১। ফাঁকী দিয়ে বাচ্চা বাহির করা।
বাছা বের করে নেওয়া।

১৭৪২। ফাঁপা ঢেকীর শব্দ বাড়া (২)।

১৭৪৩। ফালে আজ্জায়, তুলে বেচে।
তার বাড়া কি ফসল আছে॥

(১) ইন্দ্রজল অর্থাৎ মেঘের জল।

(২) কোপরা ঢেঁকির শবদ বড়। ইতি দ্বিপাঠঃ।

১৭৪৪। ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটী।
বাঁশকে রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটী।

১৭৪৫। ফিকিরে ফকীর।

১৭৪৬। ফি হাত গাছের মুড়ো।

১৭৪৭। ফুট্‌লো কেশে। ফুরাল বার্ষে (১)।

১৭৪৮। ফুলের দায়। ছোটা গলায়।

১৭৪৯। ফুলের মধ্যে মলা।
কুটুম্বের মধ্যে শালা।

১৭৫০। ফুলের শোভা ভ্রমরা।

১৭৫১। ফেণ চাটা।

১৭৫২। ফেণ দিয়ে ভাত খায়, বাক্কা (মারে দই)। (২)
পেটে হুক্কায় তামাক খায় আমার গুড়গুড়ীটী কৈ

১৭৫৩। ফৌজদারী পেয়াদা।

ব

১৭৫৪। বউ উঠিতে স্থান পায়না, উঠান যোড়াদাসী।

১৭৫৫। বউ ভাঙ্গল শরা গেল পাড়া পাড়া।
গিন্নি ভাঙ্গল নাদা রাখে এক কাদা।

১৭৫৬। বংশে কুলাঙ্গার।

১৭৫৭। বক কি কখন ময়না হয়।
জলের দিকে চেয়ে রয়।

১৭৫৮। বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।

১৭৫৯। বকসাদা বগিলী সাদা সাদা রাজহংস।
তা হৈতে অধিক সাদা তোমার হাতের শাঁখা।

১৭৬০। বিল শুকাবে যখন।
বগের আমোদ তখন।

---

(১) ফুললো কেশ। নিবড়িল বার্ষে ইতি দ্বিপ ঠঃ।
(২) বাক্কা মারে অথবা গপ্পে মারে দই।

১৭৬১। বক ধ্যানং।

১৭৬২। বকো তামাক খেতে মন।
গোফে তো দেবে কখন॥

১৭৬৩। বচনে কো দরিদ্রঃ।

১৭৬৪। বগলে কাস্তে রেখে দেশময় খোঁজে।

১৭৬৫। বগা চাস কেটে। বগী আলগোছ।

১৭৬৬। বজ্রাঘাত না হইলে কেউ রাম নাম বলে না।

১৭৬৭। বড় খিদে পাট্‌কোল কামড়।

১৭৬৮। বড় গাইয়ের বাছুর।

১৭৬৯। বড় গোলার ভলা।

১৭৭০। বড় মানুষের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

১৭৭১। বড় যে গরু কাটিছ।

১৭৭২। বড় বিলের কাক।

১৭৭৩ বড় কেটে বড়। অসৎ কেটে বসত।

১৭৭৪। বড় বাড়লেই ঝড়ে ভাঙ্গে।

১৭৭৫। বড় দাদার মুখে দাড়ী নাই, ছোট
দাদার মুখে দাড়ী।

১৭৭৬। বড় লোকে কথা কয়।
সকলেই বলে হয় হয়॥

১৭৭৭। বড় হবে তো ছোট হও।

১৭৭৮। বড় সম্বন্ধে দাদা।
নালতে শাকে আদা॥

১৭৭৯। বড়র ঘর শুকায় না।

১৭৮০। বড়র বড়, ছোটর ছোট।

১৭৮১। বড় দুর্নাম।

১৭৮২। বড় বান্দু। সংকেত প্রবাদ। [১]

১৭৮৩। বড় বাড়ীর কথা।

---

১ বদ্ধু অর্থাৎ পাকালোক॥

১৭৮৪। বন গাঁয়ে খটাশ বাঘ।

১৭৮৫। বন পোড়ে সবাই দেখে।
মন পোড়ে কেউ দেখে না।

১৭৮৬। বন মুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধা।

১৭৮৭। বন রক্ষক শিব, শিব রক্ষক বন।

১৭৮৮। বন্ধ্যা নারীর অন্ধপুত্র,চন্দ্র দেখতে পায়।

১৭৮৯। বনে থেকে বেরুল সাপ।
ধরতে পারে না রোজার বাপ॥

১৭৯০। বনেদির সারকুড়ও ভাল।

১৭৯১। বনের বাঘে মারে না।
মনের বাঘে মারে।

১৭৯২। বয়সে গাছ পাতর নাই।

১৭৯৩। বয়স বাড়ে, আর দোষ বাড়ে।

১৭৯৪। বয়সের বুড়া নয়, খাবার বুড়ো।

১৭৯৫। বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর।
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর॥

১৭৯৬। বয়ো গতে কিংবনিতা বিলাপং।
পয়োগতে কিংখল সেতু বন্ধঃ॥

১৭৯৭। বরগীর সির্নি আর মোল্লার মহচ্ছব, পাদরির
করি সংকীর্ত্তন।

১৭৯৮। বরগীর হাঙ্গাম।

১৭৯৯। বর্গ মানে না।

১৮০০। বনটী যেন দুধে আলতা।

১৮০১। বরং পণ্ডিত শত্রূণাং নচ মূর্খেণ মৈত্রত।

১৮০২। বলতে গেলে জাত থাকে না।

১৮০৩। বলতে পারি, কইতে পারি।
সইতে পারি না।

১৮০৪। বলং বলং বাহুবলং (১)
বলং বলং ভ্রাতৃ বলং।

১৮০৫। বল নাই তো বুদ্ধিতে কি করে।

১৮০৬। বল্‌ব বল্‌ব মনে করি বল্‌তে লাগে ভয়। ✓
নির্ধনী পুরুষের কথা কয় কি না রয়॥

১৮০৭। বল বক্তা চিকিৎসায়েৎ।

১৮০৮। বল মা আমি দাঁড়াই কোথা। (২)

১৮০৯। বল বুদ্ধি যত।
চারি দশে হত।

১৮১০। বলির ঘাম।
নিকলার ঘুম॥

১৮১১। বস্ত্র পূতং জলং পিবেৎ।

১৮১২। বল্লে তো মা মার খায়।
না বল্লে বাপ ব্যাং খায়।

১৮১৩। বলে ছিলাম হৈল না, ঘরে গিয়ে খা।

১৮১৪। বস্ত্র নাই যার।
অলঙ্কারের সাদ তার॥

১৮১৫। বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং।

১৮১৬। বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডার ফুরায়।

১৮১৭। বসন্ত যৌবনা বৃক্ষাঃ পুরুষা ধন যৌবনাঃ
সৌভাগ্য যৌবনা নার্য্যো যুবানো বৃদ্ধ যৌবনাঃ।

১৮১৮। বসে বার, শুইয়ে তের।

১৮১৯। বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মদো!
ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেয়েসরে মদো॥

১৮২০। বাউলের ঘরে গরু।

---

(১) ... বাহুবলের বল। ইতি ভাষা॥

(২) ... পৃথিবী ... গিয়েছে।

১৮২১। বাইশ লাখের খাড়ি তেইশ লাখের জুড়ি।
ছয় হাজার ঢেঁকি পড়ে দেউলে মোষের মুড়ি।।

১৮২২। বাজির পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।

১৮২৩। বাঁজা বাঁজা করে ছেলে হৈল।
বাবা না বল্যে দাদা বলে।।

১৮২৪। বাঁচলে কত দেখব আর ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
বিড়ালের কপালে টীকে বাঁদর বেড়ান
হলুদ মেকে।।

১৮২৫। বাঁধা ঘোড়া কাল চেনা খায়।

১৮২৬। বাঁশ কাটা না মাস কাটা।

১৮২৭। বাঁশ ফল্‌লেই বাস্তু নাশ।

১৮২৮। বাঁশ বাকস্ ডেবা।
তিন নদের শোভা।।

১৮২৯। বাঁদির বেটা ঘোড়ল হইল।
কাঁথ পর্যে তোর বাবা গেল।।

১৮৩০। বাঁশ বাকস্ বামন।
জমী জেরার যম।।

১৮৩১। বাঁশ যদি পড়ে জলে।
কি করিতে পারে তালে আর শালে।।

১৮৩২। বাঁশের ঝাড়ে নল হয় না।

১৮৩৩। বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

১৮৩৪। বাগদীর পুত্র যমদূত।

১৮৩৫। বাগ্‌দোষেণ হতাবয়ং।

১৮৩৬। বাগ বাজারে গাড়ু হারিয়ে।
ডঙ্কামারে নীর বহরে।।

১৮৩৭। বাঘে বকরীতে এক ঘাটে জল খাওয়ান।

১৮৩৮। বাঘের আড়ি।

১৮৩৯। বাঘের দেখা, সাপের লেখ।

১৮৪০। বাঘের পিছে ফেউ লেগেছে।

১৮৪১। বাঘের বাচ্চা হৈয়ে শৃগাল হওয়া।

১৮৪২। বাঘের মাসী বিড়াল।

১৮৪৩। বাঘেরে গোবধ।

১৮৪৪। বাঙ্গাল বড় হেগান। লোটায় করে।
জল ভরিয়া ডেঙ্গায় করেন সেনান॥

১৮৪৫। বাঙ্গাল বড় সেয়ান ভাই।
আপনি থাকে ভজর পানীতে ছাঁকে দেয় নাই॥

১৮৪৬ বাঙ্গাল মানুষ নহে ঐ এক জন্তু।
লম্ফ দিয়ে গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু॥

১৮৪৭। বাঙ্গালাঃ যদি মানুষাঃ হরি করিঃ
প্রেত স্তুদা কীদৃশী।

১৮৪৮। বাছা আমার বাচলে বাঁচি।
বাছার আমার দুদে অরুচি।

১৮৪৯। বাছা আমার ভেরমের টাটী।
কোঁকালে গোঙা পাঁচ ছয় চাবি কাটী॥

১৮৫০। বাছার আমার এত বাহুড়।
ছ আনার কাপড়ে নয় আনার পাটড়।

১৮৫১। বাছার আমার কিবা রূপ।
ঘুঁটের ছেয়ের নৈবদ্য খেঙ্গরা কাটীর ধূপ॥

১৮৫২। বাছা রূপে গুণে ছির খণ্ডী।
বসে আছেন বড়াই চণ্ডী।

১৮৫৩। বাঁজা জানে না প্রসব বেদন।

১৮৫৪। বাজা করের ঝুলি।

১৮৫৫। বাজা ভোর হৈয়েছে।

১৮৫৬। বাজা মাত করেছে।

১৮৫৭। বাড়া ভাতে ছাই পোস।

১৮৫৮ বাড়ার ভাগ ঘন্টা নাড়া।

১৮৫৯। বাড়ীও কাছে।
বেলাও আছে॥

১৮৬০। বাড়ীর ধারে হাট বসাবে।
ঘর করবে তা ছাইবে না।
প্রতি খাবলে মুড়ো খাবে।
তিন মাথা যার বুদ্ধি লবে তার॥

১৮৬১। বাড়ীর মুড়ো আর ক্ষেতের ছুড়ো।

১৮৬২। বাড়ীর ভিতর এক ঘর, তার আবার অন্দর।

১৮৬৩। বাড়ুন জাতির কপালে লোকে খায়।

১৮৬৪। বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল।
কেউ কল্লে দুনো লাভ কেউ হারালো মূল।

১৮৬৫। বা তেরা কুদ্‌রত বা তেরা খেল। (১)
ছুছুন্দর লাগায়ে চামেলিকা তেল॥

১৮৬৬। বাদুড় চোষা তাল।

১৮৬৭। বাদের ভাত খাই না খাই উলু বনে ছড়াই।

১৮৬৭। বানর কি গাছে ফলে।
আক্কেলেতে বানর বলে॥

১৮৬৮। বাধা নাপিত মেলে যেবা সমরেতে যায়।
মাথার উপরে তার শকুনি ভ্রমায়॥

১৮৬৯। বানর সভাকর মদের ঘড়া।
তিন নিয়ে গুপ্তি পাড়া॥

১৮৭০। বানরের কাঁটাল ভাঙ্গা। (২)

১৮৭১। বানরের গাল সর্ব্বস্ব। (৩)

---

(১) কুদরত্‌- ক্ষমতা। ছুছুন্দর— অর্থাৎ ছুঁচ।

(২) অর্থাৎ- মুখে আটা লাগে মাত্র।

(৩) অর্থাৎ— গলদেশে আহার থাকে।

১৮৭২। বানরের হাতে শালগ্রাম।
ঘষ্‌তে মাজ্‌তে যায় প্রাণ॥

১৮৭৩। বানরের হাতে আর্শি।

১৮৭৪। বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।

১৮৭৫। বাপ জানে না বড় বাপ জানে।
গোঁজলা কেটে ফয়তা আনে॥

১৮৭৬। বাপ বল্‌তে যতক্ষণ।
শালা বল্‌তে ততক্ষণ॥ (১)

১৮৭৭। বাপ মা মরা দায় পড়েছে।

১৮৭৮। বাপ দাদার কালে ঘোড়া নাই।
পিছের দিগ দিয়ে লাগাম॥

১৮৭৯। বাপ বড় বাপের নাম নাই।
রঘুরাম ভূঞার নাতী॥

১৮৮০। বাপ পোয় বরতী। মায়ে ঝিয়ে রেয়তী॥

১৮৮১। বাপের কালে নাইকো ঝারি।
মায়ে পোয়ে জল খেয়ে মরি।

১৮৮২। বাপের চাপ দাড়ী।
ছেলের হয় গোঁড়া খুড়ি॥

১৮৮৩। বাপে না দাদা। খুড়র শাকে আদ॥

১৮৮৪ বাপের নাম শাক পাত।
বেটার নাম মিঠাই দাস॥

১৮৮৫। বাপের জন্মে নাইকো চাষ।
ধানকে বলে দূর্ব্বা ঘাস॥

১৮৮৬। বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট।
পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট॥

---

(১) বাপ বল্‌তে শালা বলে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

১৮৮৭। বাপের রোগে যাও।

১৮৮৮। বাবারে বেগারে নে যায়, পগারে বসে হাসি।

১৮৮৯। বাবা সাধ করে নাম রেখেছেন গুণবন্ত।
ছেলে কিন্তু বুঝে তত্ত্ব, কেবল ভেড়াকান্ত।

১৮৯০। বাবুই ঘর বেধে বাহিরে ভেজে। (১)

১৮৯১। বাবুর বেটা গাড়ে যান।

১৮৯২। বামণের গরু. খাবে অল্প, দুদ দেবে অধিক।

১৮৯৩ বামণ গণক কাউরা।
এ তিন পরের খাওয়া।

১৮৯৪। বামণের বাড়ীর ভাত।
কপালে দিও হাত॥

১৮৯৫. বামুণে কপাল!

১৮৯৬। বামুণে চাষ। (২)

১৮৯৭ বামুণে রাগ। (৩)

১৮৯৮। বায়ুর আগে মন চলে।

১৮৯৯। বায়োর্বিচিত্রা গতিঃ।

১৯০০। বার কোন্দলার উপর তের কান্দনী।

১৯০১। বারটা ঝাড়ালুম তেরট মেলল!
তুই না মোলে মোর অপযশ হৈল॥

১৯০২ বার পয়সা আয়ে তের পয়সা চোষানো।

১৯০৩। বার, বার, চোরের, একবার সেধের।

১৯০৪। বার হাত গরুর তের হাত শিং।

১৯০৫। বার বার তিন বার।

১৯০৬। বার শ নেড়া তের শ নেড়ী।
কেউ না খায় কারো বাড়া॥

(১) বাবুই তোর মিছে আশ. ঘর থাকিতে বাহিরে বাস।

ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) অর্থাৎ ফলেনা।

(৩) অর্থাৎ অধিকক্ষণ থাকে না॥

১৯০৭। যার বাড়ী তের খামার।
যে বাড়ী যাই সেই বাড়ী আমার॥

১৯০৮। বালকের মুখে গরম দুদ দিলে, সে কখন
শীতল দুদও খাইবে না।

১৯০৯। বালাই ঠেক মানে না।

১৯১০। বালানাং রোদনং বলং।

১৯১১। বালতীর ঘরের আগড়।

১৯১২। বালতার বেটা পবনা।
ঘর থাকিতে শুতে পায় না॥

১৯১৩। বাস করিবে গাঁয়ের মাঝে।
জমা করিবে যার মা বাপ আছে॥ (১)

১৯১৪। বাগি ছেড়ে তে বাসি খায়।
সাঁঝ খেতে নেকার পায়॥

১৯১৫। বাহির বাড়ী বসে শুনি সম্ভারের ঠাঁট।
বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি আলু বড়া আর ভাত॥

১৯১৬। বাস করবে নগরে। মর গিয়ে সাগরে॥

১৯১৭। বিউলেশ্বরী। গাড় হৈতে বেরিয়ে
এসো দণ্ডবৎ করি।

১৯১৮। বিকট দন্ত বৃহৎ কায়।
ডেকে ডেকে প্রাণ ফাটায়॥ (২)

১৯১৯। বিক্রমপুর পাঠান। (৩) সঙ্কেত প্রবাদ।

১৯২০। বিপ্র নিন্দা কুল ক্ষয়।

১৯২১। বিপত্তে মধুসূদন।

১৯২২। বিয়ে হৈলে ঘর চলে না।

---

(১) অর্থাৎ — মা শব্দে গ্রাম ধোয়া জল।
বাপ শব্দে পুষ্করিণীর জল।

[২] অর্থাৎ - শঙ্খ -- শাঁখ।

(৩) অর্থাৎ - বিক্রয় করা॥

১৯২৩। বিয়ের সময় বলি দানের মন্ত্র।

১৯২৪। বিয়ের বেলায় কনে বলে হাগ্‌বো।

১৯২৫। বিবাদের টেঁড়া কথা।
জ্বরের মাথা ব্যাথা।

১৯২৬। বিবি যখন বড় হবে।
মিঞা তখন কবর পাবে॥

১৯২৭। বিভূষণং মৌনম পণ্ডিতানাং।

১৯২৮। বিষং সভা দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং।

১৯২৯। বিচ মোল্লায় গজব।

১৯৩০। বিছের কামড়।

১৯৩১। বিড়ালের খুন খুনানি বেতলার উপর।

১৯৩২। বিড়ালের পায় পড়িলে কি
গলার কাঁটা উঠে।

১৯৩৩। বিদ্যা বুদ্ধি ভরসা।
তিন দশকে ফরসা।

১৯৩৪। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য।

১৯৩৫। বিদ্যার পর বন্ধু নাই।

১৯৩৬। বিদ্যা সাধ্য সকল হইল দেশ করিলে জয়।
একটা লেজ বেরুলে হয়॥

১৯৩৭। বিদ্বানের বিজানাতি বিদ্যাৰ্জ্জন পরিশ্রমং।
নহি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসব বেদনা॥

১৯৩৮। বিদ্বানের চেয়ে বুদ্ধিমান বড়। (বা ভাল)।

১৯৩৯। বিধবার একাদশী। (১)

১৯৪০। বিধাতা করেছেন লুটে।
পেট বই পো মরো ফুটে॥

১৯৪১। বিধাতা বিমুখ।

(১ অর্থাৎ করলে বিশেষ ফল নাই। না করলে পাপ হয়।

১৯৪২। বিধাতার বাজী।

কেউ খায় হাঁড়ি (১) ভাত কেউ খায় কাঁজি॥

১৯৪৩। বিধবা হৈলে নাবক্স বাড়ে।

১৯৪৪। বিন দামে মথুরা পার।

১৯৪৫। বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না। (২)

১৯৪৬। বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না।

১৯৪৭। বিন বায়ে ভূতো গত।

১৯৪৮। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।

১৯৪৯। বিনাশ করিবে ঋণ অগ্নি আর ব্যাধি।

কি জানি আপদ ঘটে পুন বাড়ে যদি॥

১৯৫০। বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার।

১৯৫১। বিন্দুঃ সিন্ধুঃ সিন্ধুঃ পোক বিন্দুঃ।

১৯৫২। বিয়ে করা অল্প কথা।

অধিবাসের গুঁতে সামলাতে পারলে হয়।

১৯৫৩। বিয়ে করবে কে? না আমি।

পোদ ফাটবে কার, না বাবার।

১৯৫৪। বিয়ে কুলোলে হাদশী। নাস্তি।

১৯৫৫। বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চিকা।

১৯৫৬। বিষ কুম্ভং পয়োমুখং।

১৯৫৭। বিষ খায়ে বিষ হজম করা।

১৯৫৮। বিষ বৃক্ষোপি সম্বর্দ্ধ স্বয়ং ছেত্তু মসাম্প্রতং।

১৯৫৯। বিষয় বাড়লেই ব্যবস্থা বাড়ে।

১৯৬০। বিষ হারিয়ে ঢোড়া।

১৯৬১। বিষের পুঁটলি।

১৯৬২। বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না বা ফাটে না।

---

(১) হাঁস সংযুক্ত ভাত অর্থাৎ মাংস ভাত পোলাও ইত্যাদি।

(২) বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না ইতি দ্বিপাঠঃ॥

১৯৬৩। বুকে বস্যে দাড়ি উপড়ান।

১৯৬৪। বুকে যেন যাঁতা পিষিতেছে।

১৯৬৫। বুঝতে নারি তেতো ঠার।
ভাবলুম এক ঘটল আর॥

১৯৬৬। বুঝতে নারি সেক্‌রার ঠার।
বলে এক তো করে আর

১৯৬৭। বুঝতে নারিনু বিধির ফন্দ।
উত্তম করিতে হইল মন্দ॥ (১)

১৯৬৮। বুঝব আর মাথা মুণ্ডু ছাই!
মনের আপসোসে মরে যাই॥

১৯৬৯। বুড় হৈলে তিন দোষ বা (তের দোষ) পায়।

১৯৭০। বুড় বয়সে ধেড়ে রোগ।

১৯৭১। বুড় হৈলে বাহাত্তুরে পায়।

১৯৭২। বড় গাইয়ের বাছুর।

১৯৭৩। বুড়োর কাজ নেই ভাঙ্গে আর বাঁধে।
বুড়ীর কাজ নেই চালে ধান ফেল্যে বাচে॥

১৯৭৪। বুড়োয় বুড়োয় কথা হয় প্রতি কথায় কাসি।
যুবায় যুবায় কথা হয় প্রতি কথায় হাসি।

১৯৭৫। বুদ্ধি থাকলে কি শ্বশুর বাড়ী খেটে খায়।

১৯৭৬। বুদ্ধি না থাকিলে বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

১৯৭৭। বুদ্ধিমানকে বুঝান যায় আকারে প্রকারে।
নির্বোধকে বুঝাতে হয় চড় আর চাপড়ে।

১৯৭৮। বুদ্ধির পর বল নাই।

১৯৭৯। বুদ্ধি র্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতো বলং।

---

(১) অর্থাৎ—ভাল করিতে মন্দ হইল।

১৯৮০। বুনলাম ধান হৈল তিল।
ফললো রুদ্রাক্ষ খেলাম কিল। (১)।

১৯৮১। বুনি মরেছে কুনিকে বলা ক্ষেতি কেঁদে আকুল হৈল

১৯৮২। বুলবুলের সাধ্য কি বট ফল গেলা।

১৯৮৩। বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেচ বৃথা তৃপ্তেষু ভোজনং।
বৃথা ধনপতৌ দানং দরিদ্রে যৌবনং বৃথা॥

১৯৮৪। বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী। (২)

১৯৮৫। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

১৯৮৬। বৃদ্ধা নারী পতিব্রতা।

১৯৮৭। বৃন্দাবনে আছেন হরি। ইচ্ছা হৈলে রইতে নারি।

১৯৮৮। বৃশ্চিক ভিয়া পলায়মানস্য অহিমুখে নিপাতঃ।

১৯৮৯। বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছং মক্ষিকায়া বিষং শিরঃ।
ভুজঙ্গস্য বিষং দংষ্ট্রা সর্ব্বাঙ্গং দুর্জ্জনে বিষং॥

১৯৯০। বৃষভ কলহে বৎস পাদ ভঙ্গঃ।

১৯৯১। বেঁড়ে কায়েত ধর্ত্তে ছুঁতে দিব না।

১৯৯২। বেঁড়েকে তোমরা বল্লে, সে লেজ ফুলায়।

১৯৯৩। বেকার বাসত্ কুস্ কিয়া কর।
বেবেশা বাসত্ কুস্ পিয়াকর॥

১৯৯৪। বেকারের বেগারও ভাল।

১৯৯৫। বেগম বেগুণ চিনেন্ না।

১৯৯৬। বেঙ্গের আড়াই হাত।

১৯৯৭। বেটা মদ খায়, মা ডাইন।

১৯৯৮। বেটার কি বুকের পাটা।

১৯৯৯। বেটী যেন সজিনার খাড়া, রোদ লেগেছে ছায়ায় দাড়

---

(১) চাষার ক্ষেত্রে ওকড়া বৃক্ষের জন্ম হেতুক খাজনার দায় কিল খাওয়া।

(২) অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রুগ্নো চ দেবভক্তো বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী॥

২০০০। বেটো ঘোড়া কাল চুণো খায়। (১)
এক চাবুকে বিশ ক্রোশ ধায়॥

২০০১। বেড়া আগুনে পুড়ে মরা।

২০০২। বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না। (২)

২০০৩। বেড়িয়ে বার। বস্যে তের॥

২০০৪। বেদেল্ চাকর।
দুষমন্ বরাবর॥

২০০৫। বেদে কি জানে কর্পুরের গুণ।
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ॥

২০০৬। বেদের বাজী।

২০০৫। বেয়ানে বাদল, বাদল নয়।
মায়ঝির কোন্দল, কোন্দল নয়॥

২০০৬। বেয়ান পো নিযে তিন পো।

২০০৭। বেশ ভূষা কর মিছে।
শ্যাম তোমার মথুরা গেছে॥

২০০৮। বেশ ভুষা কেন রাই।
আসিবে না তোর কানাই॥

২০০৯। বেহায়ার বালাই নাই।

২০১০। বেহারের বামণ গুলা বেড়ার যেন হস্তী।
ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক আর তর্পণ নাস্তি॥
ভোজনান্তে শত রঙ্গে দেয় তারা কিস্তী।
লাঙ্গলের মুট ধরিতে সবাই দেয় স্বস্তি॥

২০১১। বৈদ্য নাথের শিরঃপীড়া।

২০১২। বৈদ্য বড় বোকা।
যাবার বেলায় জন পাঁচ ছয়॥
আসিবার বেলায় একা।

২০১৩। বৈদ্য বারেন্দ্র বোড়া। তিন নষ্টের গোড়া॥

---

(১) কালচুণো অর্থাৎ খড়। ঘর উছন পুরাতন খড়

(২) অর্থাৎ—অধিক ভাত বাড়া।

২০১৪। বৈদ্য হৈল পদ্ধতি ছাড়া।
হাতুড়ের যশ বাড়া॥

২০১৫। বৈদ্যের চাউলে পথ্য নাই।

২০১৬। বৈরাগীর এক পোয়া বুদ্ধি।
তাও টুকনীর মধ্যে॥

২০১৭। বৈষ্ণবের করঙ্গে ভোজন।

২০১৮। বৈশাখে নর বানর।

২০১৯। বৈশ্যো বিশ্বাস ঘাতকঃ।

২০২০। বোঁচার গায়ে খোচা লাগে।

২০২১। বোড়ার বিষ বড় বিষ।

২০২২। বোবার স্বপ্ন।

২০২৩। বোয়াল মাছের গাল।

২০২৪। বোলদের বাই। ডাইন
হাত দিলে বাম হাত পাই।

২০২৫। বোলদের শোওয়া।

২০২৬। ব্যাথার ব্যথিত।

২০২৭। ব্যবহার না করিলে লোক চিনা যায় না।

২০২৮। ব্যাঙ দেখে পুকুর কেটেছে,
মূতে ভাসাবার জন্য।

২০২৯। ব্যাঙে চাইট মারা।

২০৩০। ব্যাঙের আদুলি।

২০৩১। ব্যাঙের মাথায় সোণার ছাতি শোভা
নাহি পায়। হলদি খেলে রাঙ্গা ছেলে
কখন না হয়॥

২০৩২। ব্যাঙের নাকে মিনের নলক।

২০৩৩ ব্যালিকের নিমন্ত্রণ আঁচলে সিদ্ধি।

২০৩৪। ব্রহ্ম জ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ।

২০৩৫। ব্রণ চুলকে ঘা করা।

২০৩৬। ব্রাহ্মণের গরুটী হবে।
অল্প খাবে বেশী দুধ দিবে।

২০৩৭। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ।

২০৩৮। ব্রাহ্মণ আর চণ্ডালে।
হাতী আর বিড়ালে॥

ভ

২০৩৯ ভক্তিতে ভগবান তুষ্ট।

২০৪০। ভক্তির ভগবান।
অভক্তির অপমান॥

২০৪১। ভগ্ন স্নেহেন যা মৈত্রী নসা কল্যাণ দায়িকা।

২০৪২। ভট্টাচার্য্য খুঁটের খুঁট।
স্বস্তান সবংশে ভুঁট॥ (১)
মন দিয়ে ভক্তি পথে, মাখাল পূজায় কাটান উট॥

২০৪৩। ভব ঘোরে পার।

২০৪৪। ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ।

২০৪৫। ভবিতব্যং ভবত্যেব।

২০৪৬। ভবেন্নদানামুদকং প্রধানং।

২০৪৭। ভবের বার্ত্তা বুঝা ভার।

২০৪৮। ভব্য হয় তো কার্য্য করি।

২০৪৯। ভয়ে তাল পাতার মত কাঁপা।

২০৫০। ভরা পেটে মোণ্ডা তিতো।

২০৫১। ভরার চেয়ে অভরা ভাল, যদি ভর্ত্তে যায়।
আগের চেয়ে পিছে ভাল, যদি ডাকে মায়। (২)

২০৫২। ভর্ত্তি গাজনে ঢাক ছেড়ে।

২০৫৩। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবং।

২০৫৪। ভঁড়ে মা ভবানী।

---

(১) খুঁটের খুঁট অর্থাৎ তুলনাতুল্য। ভুট অর্থাৎ নষ্ট।

(২) অর্থাৎ যাত্রার প্রকরণ খনার বচন। ইহা প্রায়। স্মরণ হইয়াছে

২০৫৫। ভাঁড়া ঢাকের শব্দ চড়া।

২০৫৬। ভাড়ের নিমন্ত্রণ।
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

২০৫৭। ভাঁড়ারে হাত পড়েছে।

২০৫৮। ভাইয়ের ভাই।
ডাইন হাত দিলে বাম হাত পাই।

২০৫৯। ভাগাড়ে মড়া পড়ে।
শকুনির মাথায় টনক নড়ে।

২০৬০। ভাগে বর্ত্তায় না ভাগ্যে বর্ত্তায়।

২০৬১। ভাগের থলেয় ফাঁক যায় না।

২০৬২। ভাগের ভাগ না খেলেও চিবিয়ে ফেলি।

২০৬৩। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষং।

২০৬৪। ভাগ্যধরের মরণ দেখে মরিতে গেলাম সাধে।
সেখানেতে যমরা নিয়ে শোণ দড়ি দে বাঁধে॥

২০৬৫। ভাগ্যবানের দুই পুত্র।
একটী কাণা একটা ভূত॥

২০৬৬। ভাগ্যানি পূর্ব্ব তপসা খলু সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষম্॥

২০৬৭। ভাগ্যে ছিল চাঁই।
তাইতে আমি ছেলে পাই॥

২০৬৮। ভাগ্যে থাকে জল।
[illegible] খোঁড়ে [illegible] মর॥

২০৬৯। ভা[illegible]গ্যের সকল গড়ে মন গড়ে না!

২০৭০। ভা[illegible]র জোৎস্না আলো।
খাই [illegible] খাই [illegible] ভাল॥
অথবা যে দিন যায় সে দিন ভাল॥

২০৭১। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো।

২০৭২। ভাঙ্গা ঘরে বাস, খাট পালঙ্কের আশ।

২০৭৩। ভাঙ্গা ঘরে ভুতের বাসা।

২০৭৪। ভাঙ্গা ঢোল তাল কাণা যন্ত্রী।
শনি রাজা তার কুঁজ মন্ত্রী॥

২০৭৫। ভাঙ্গা নৌকা বাঙ্গের গোসাই।

২০৭৬। ভাঙ্গারি কপাল ভাঙ্গে।

২০৭৭। ভাঙ্গা শাখা কি যোড়া লাগে।

২০৭৮। ভাঙ্গা হাটে পড়ে আছি।

২০৭৯। ভাজা খেতে মন। তেল কেন কম।

২০৮০। ভাজা বল, ভুজো বল, ভাতের সমান নয়।
মাসী বল, পিসী বল, মায়ের সমান নয়।

২০৮১। ভাজে ঝিঙ্গে বলে পটল।

২০৮২। ভাত উতলালে দিবে কাটী।
জ্বাল দিবে গুটি গুটী।
তবে ভাতের পরিপাটী।

২০৮৩। ভাত কাপড়ে না দিব সুখ।
চেড়ে কলসি ভাঙ্গবো বুক। [১

২০৮৪। ভাত কাপড়ের কেউ নয়।
নাক কাটবের গোঁসাই॥

২০৮৫। ভাত খাবে কাঁসী বাজাবে।
রগড়ের কে। বা কি জানে॥

২০৮৬। ভাত খেয়েছিস্, না মা জানে।

২০৮৭। ভাত ঘর দেখে দিলে কাঠ ঘর হয়।
কাঠ ঘর দেখে দিলে ভাত ঘর হয়॥

২০৮৮। ভাত ঘরে ভাত খায়। গোয়াল ঘরে ঘুম যায়॥

২০৮৯। ভাত ছাড়ি তো সাত ছাড়িনে।

২০৯০। ভাত দিলে তার ভাগাড় কে।

---

(১) ভাত কাপড়ে দিবনা সুখ। জাইড় কলসীতে ভাঙ্গবো বুক।। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২০৯১। ভাত পায় না খাটা খেতে চায়।

২০৯২। ভাতপায় না চিঁড়ের নাগর।
আমানি খেয়ে পেট্টা ডাগর।

২০৯৩। ভাত পায় না ভাতাদী।
মেগের নাম নিরাশী।

২০৯৪। ভাত বলে মোরে খা।
হাঁটু ধরে ঘরে যা।

২০৯৫। ভাতহাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই,
সব জানা যায়॥

২০৯৬। ভাতার থাকতে উদমো রাঁড়ী।

২০৯৭। ভাতার মারি জল মারী জলার ধারে ঘর।
আপনার ভাতার মেরেছি আমি কোন
শালাকে ডর॥ মারি নাই ধরি নাই
ধরে ছিল। ভাট একটি কিল
মেরে ছিলাম সেই সত্য বটে।

২০৯৮। ভাতারের ভাত খাই।
নাগরের গুণ গাই॥

২০৯৯। ভাতে কেন ধান।
না ধান শুকনীকে আন॥

২১০০। ভাতে শুকালো মাজা।
আর কি হৈল তিন পাঁজা॥

২১০১। ভাতের সঙ্গে খোঁজ নাই।
পাতের ঠক্‌ঠক্ করে॥

২১০২। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

২১০৩। ভাবতে ভাবতে পেটের ভাত চাউল হৈয়ে গেল।

২১০৪। ভাবে ঢল ঢল তেলা কুচো।
বলে হেসে মোল কাল ছুঁচো।

২১০৫ ভয়ারও ফয়ার।

২১০৬। ভারত ছাড়া কথা নাই।

২১০৭। ভা রে বৈ ভার সহিতে জানে না।

২১০৮। ভাল কথা মনে পোল আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে॥

২১০৯। ভাল বাসার এমনি গুণ।
পানের সঙ্গে যেমন চুণ।
কম হৈলে লাগে ঝাল।
জেয়াদা হৈলে পোড়ে গাল॥

২১১০। ভাল ঘোড়ায় পায় না ঘাস।
গাধার চায় বুঁটি আর মাষ॥

২১১১। ভালর ভাল সকল ঠাঁই।
মন্দের ভাল কোথাও নাই॥

২১১২। ভাল মানুষের ভাত নাই।

২১১৩। ভালুক জরা লোক।

২১১৪। ভাল হৈল ভ.তার মোল। চুসতীনে পীরিত হৈল॥

২১১৫। ভিকমে রাজেয়াপ্ত বাব,।
তেরা কুত্তা বোলায় লেও। (১)
অথবা বাবা তেরা কুত্তা সামালো।

২১১৬। ভিক মাঙ কে খাও।
ঠিক্কা নজ্‌দিক মৎযাও।

২১১৭। ভিক্ষে কম্বল ভারি।

২১১৮। ভিটায় সরিষা বোনা।

২১১৯। ভিটেয় ঘুঘু চরা।

২১২০। ভিতর ভিতর গিয়ে।
তুষ করেছে খেয়ে॥

---

(১) ভিক রহে দূর। কুত্তা বোলায় লে। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২১২১। ভিক্ষার ঝুলি কাঁদে করি।
বেড়ায় গরিব বাড়ী বাড়ী ॥

২১২২। ভুক্ত্বা রাজ বদাসীত।

২১২২। ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈল শৈল্য হৈল রথী।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর পোঁদে বাতি।
বিস্তর করলে পেটের পুতে কি করিবে ॥৬৩

২১২৩। ভুক্ত্বা শত পদং গচ্ছেৎ।

২১২৪। ভুলি ভুলি মনে করি।
বংশী রবে রৈতে নারি।

২১২৫। ভুলেও সত্য কথা কয় না।

২১২৫। ভূঁই করিবে কেন্দড়া।
মাগ করিবে জেন্দড়।

২১২৭। ভুত কি গাছে ফলে না কর্ম্মে বলে।

২১২৮। ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ। (১)

২১২৯। ভুতের বোঝা বওয়া বা বয়ে মরা।

২১৩০। ভুতের আবার জন্মতিথি।

২১৩১। ভূমি শূন্য রাজা।

২১৩২। ভূমে বাড়ি মারলে গুণাইগার চমকে।

২১৩৩। ভেক না হইলে ভিক মিলে না।

২১৩৪। ভেক ধারী আমরা ভাই।
মান অপমান নাই ॥
কখন বা বজরা চড়ি।
কখন বা ডিঙ্গে বাই ॥

২১৩৫। ভেকো বক বকায়তে। (২)

---

(১) রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভুতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥

(২) দিব্য চূত ফলং প্রাপ্য নগর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক মকায়তে ॥

২১৩৬। ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামানিক।
২১৩৭। ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া।
২১৩৮। ভেতো বাঙ্গালী। (১)
২১৩৯। ভেবে করা আর করে ভাবা।
২১৪০। ভেবে ভেবে শরীর কালী হৈল।
২১৪১। ভেয়ের ভাই, মেরেও যার ফিরেও চায়।
২১৪২। ভোঁদড়ের গন্ধে মাছের গায়ে জ্বর হয়।
২১৪৩। ভোগা দিয়ে কাগা মারা।
২১৪৪। ভ্যাল ভ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

ম

২১৪৫। মগের মুলুক।
২১৪৬। মত্ত কুঞ্জর সংঘ তং।
ভিনত্ত্যেকোপি কেশরী।
২১৪৭। মঘা, এড়াবি কঘা।
২১৪৮। মড্যের ভাগ্যে চুলচিরে বিচার।
২১৪৯। মণ্ড চক্ষেনা পিষ্টক খান।
২১৫০। মৎস্য চিনে গহীর গময,
পাক্ষী চিনে ডাল। মা জানে পুতের দরদ
ছাতি বিদরে যার॥
২১৫১। মৎস্য রঙ্গঃ কলঙ্কঃ।
২১৫২। মৎস্যানি সর্ব্ব ভক্ষাণি।
২১৫৩। মধু মাখা কথা।
২১৫৪। মদন মোহন ঘোল পান নাই।
ভালুকের আড়াই সের দুদ॥
২১৫৫। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

---

(১) কেবল ভাত খেয়ে বেড়ায় উত্তম মাংস ঘৃত প্রভৃতি পায় না এজন্য নির্বোধ ও সাহস হীন বলা যায় না॥

২১৫৬। মধু মাখা পাতর।

২১৫৭। মধু নাই মধুর পাত্র আছে।

২১৫৮। মধুপান করিতে পারি।
মাছির কামড় সইতে নারি।।

২১৫৯। মন চায় বাদশা হৈতে।
খোদায় না দেয় মেঙ্গে খেতে।।

২১৬০। মন আগুনে পুড়ে মরা।

২১৬১। মন না দিলে হাজার ডাকে।
কাণ না শুনতে পায়।।

২১৬২। মনঃপূতং সমাচরেৎ।

২১৬৩। মনসার সঙ্গে বাদ।।

২১৬৪। মনে করি হেন কর্ম্ম না করিব আর।
স্বভাবে করায় কর্ম্ম কি দোষ আমার।।

২১৬৫। মনের কথা আকুড়িসি দিয়ে
টেন্যে বাহির করেছে।

২১৬৬। মনে মনে মন কলা খাওয়া।

২১৬৭। মনে মনে হাসে চাষা।
কাঁদে নাঙ্গল জাত ব্যবসা।।

২১৬৮। মনএব মনুষ্যানং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।

২১৬৯। মনে মনে মিল।
লেগে গেল খিল।।

২১৭০। মনটী সকের বটে হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকী পোকার আলোক দেখে
গ্লাস বাত্তির সক মিটাই।।

২১৭১। মনের ভাব কেউ বুঝেনা।

২১৭২। ময়দা পেষা কোরব।
অথবা ময়দা পেষা কল।।

২১৭৩। ময়না টেয়া উড়িয়ে দিয়ে খাঁচায় পোষেন কাক

২১৭৫। মর্‌তে বসলে পীরের দিকে পা।

২১৭৬। মরতে বসেছে শর বনে।
চেয়ে রয়েছে ঘর পানে॥

২১৭৭। মরতে নাইকো ভয়।
রাজবস্ত্র পরতে চায়॥

২১৭৮। মরণ কালে জিওন কাটী।

২১৭৯। মরণ কালে হরি নাম।

২১৮০। মরণ নিকটে যার।
কি করে ঔষধে তার।

২১৮১। মরণ কালে জল স্বেদ।

২১৮২। মরণ নাই কোন কালে।
মোচ রেখেছ তোবড়া গালে॥

২১৮৩। মরণ নাই মর্‌বে কিসে।
আয় আমার ঠেঁই ঔষধ নিনে॥

২১৮৪। মরণ নাই মরবে কবে।
তুমি মলে আমার হাড় জুড়াবে।

২১৮৫। মরণান্তানি বৈরাণী।

২১৮৬। মরণে যা মতি সা গতি।

২১৮৭। মরণের ভগ্ন দশা।
মুখে আগুন দিয়ে বাহিরে বসা।

২১৮৮। মরা কাট ঠেলা।

২১৮৯। মরা গাছে ফুল ফুটেছে কাটবার নয়।

২১৯০। মরা ঘোড়া পাড়া খাওয়ার যম।

২১৯১। মরা কামড় দেওয়া।

২১৯২। মরি কিবা গুণান্বিত।
হাঁড়ী খেগো শেষে মূতো॥

২১৯৩। মরিবার সময় হরিবোল।

২১৯৪। মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।

২১৯৫। মরা ভাতার তালুই জ্ঞান।

২১৯৬। মরার চুল ছিড়লে হাল কি? (হয় না।)

২১৯৭। মরুক গরু হউক ধান।
বৎসর বৎসর কিনে আন।

২১৯৮। মর্দ্দনাদ্গুণ বর্দ্ধনং।
তুজ্জনং কাঞ্চনং ভেরীং দুষ্ট স্ত্রী দুষ্ট বাহনং
ইক্ষুদণ্ডান্ তিলাঞ্চূদ্রান্ মর্দ্দয়েদ্গুণ বৃদ্ধয়ে॥

২১৯৯। মল্লে পরে ঘুমিয়ে বাঁচি।

২২০০। মরেও না বাঁচেও না আড়া লেগে আছে।

২২০১। মশার সঙ্গে হাতির দ্বন্দ্ব।

২২০২। মশালের আগে চেরাগের আলো।

২২০৩। মহেন্দ্র ক্ষণে যোগ পেয়েছে।

২২০৪। মশা মেরে হাত কাল বা হাত গোঁধানো।

২২০৫। মসিনা বিটল।

২২০৬। মসিনার ঘানি।

২২০৭। মহাগজাঃ পলায়ন্তে মশকানাংত্ত কা গতিঃ।

২২০৮। মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
অসতের সিংহাসনও কিছু নয়।

২২০৯। মহাভারত মহাভারত।

২২১০। মাইরি দিদি ফুট কলাই।
ছড়িয়ে দিলে গড়িয়ে যাই।

২২১১। মহিষের বদলে মশা, তবু পিচ পা হব না।

২২১২। মাইরি রসো। দাঁত দেখি তোর বয়স কত॥

২২১৩। মাং সং মাংসেন বর্দ্ধতে।

২২১৪। মাঙ্গনা মদ ব্রাহ্মণেও খায়।

২২১৫। মক্ষিকা বারুতো বেশ্যা যাচকোমূষকস্তথা।
গ্রামণীগণকশ্চৈব সপ্তৈতে পরবাধকাঃ॥

২২১৬। মাগ ভাতার যখন।
রোজগার তখন ॥

২২১৭। মাগ চিনেছে গোবিন্দ কাণা।

২২১৮। মাগির পাতে মিন্ষে খায়।

২২১৯। মাগ বেচে পুতের বিয়ে কুটুম্ব বেড়ে গেল।

২২২০। মাগুস্বড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না। (১)

২২২১। মা গুণে ঝি বাপ গুণে পো।

২২২২। মাকাল রাগ করিবে আপনার বিল নিয়ে থাকিবে।

২২২৩। মাগ মরা পুরুষের ঘরে বস্যো আঁটনি।
শুজর ঘাটের জল শুকালে জবাব পান পাটুনি ॥

২২২৪। মাগের ভেড়ো।

২২২৫। মাগ করবে জেয়াদা।
তুঁই করবে তো কাদা ॥

২২২৬। মাঙ্গনার আবার টকঘোল।

২২২৭। মাগ না পোঁছে। ভাতার
বলে আমার মান আছে।

২২২৮ মাঙ্গার কুঠি ভূতে বয়।

২২২৯। মাঙ্গে ভিক পোঁছে গার জামা।

২২৩০। মাচা নাই (২) তার বুধবার।

২২৩১। মা চায় পেটের দিকে।
মাগ চায় মুঠের দিকে ॥

২২৩২। মাছ ধুইলে মিঁঠে মাংস ধুইলে সিটে।

---

(১) মাগুস্তড়িয়ার--ভাতার পুতে শুধু ভাত খায় কি ; ইতিদ্বিপাঠঃ)

(২) মাচা অর্থাৎ—ধান্যের মড়াই, বা গোলাকে বলে। কোন ব্যক্তি গোপ গৃহে ঘুট্যে আনিতে গিয়াছিল, তাহাতে ঐ গোপ কহিল অদ্য বুধবার ঘুট্যে দিব না। তদুত্তরে উক্ত আগন্তুক ব্যক্তি কহিল যার চাউল মুটো নাই তার বুধবার বলার ফল কি ; অর্থাৎ মাচা নাই তার বুধবার।

২২৩৩। মাছের শত্রু হয় অনেকে।

২২৩৪। মাছ খাবে তো মাগুর।
আর কি করবে তো ঠাকুর॥

২২৩৫। মাছ খেল মেছো কুমীরে।
চড়ক গাছের দোষ॥

২২৩৬। মাছের মা শাকের ছা।
কচি পাঁটা বুড়ো মেষ।
দইয়ের আগ ঘোলের শেষ॥

২২৩৭। মাছ খায় না, মাছের ঝোল খায়।

২২৩৮। মাছির গলায় ফাঁসী।

২২৩৯। মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে শান্ত করে বকে।
ব্যাঙের শোকে সাঁতার
পানী হেরি সাপের চোখে।

২২৪০। মাজো ঘসো কর ক্ষয়।
কালো কখন কি গোরো হয়।

২২৪১। মাটীর গুণ।

২২৪২। মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা।

২২৪৩। মাতৃ গর্ভে থাকা।

২২৪৪। মাতঙ্গ পড়িলে দরে। পতঙ্গ প্রহার করে॥

২২৪৫। মাথাটা মোর খাকস্ খোকস্।
পেটটা মোর হেঁড়ে রাখস্॥

২২৪৬। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।

২২৪৭। মাথায় মুতলে মুখে পড়ে।

২২৪৮। মাথা গুঁজে থাকা।

২২৪৯। মাথাটী যেন চণ্ডী ওল পেটটী যেন নাদা।

২২৫০। মানস হৈল যা। পূর্ণ হৈল তা।

২২৫১। মামাদের জাত।
কে কার দেয় পোঁদে হাত॥
২২৫২। মানি তো মানি নয়তো ছু পা দে ছানি।
২২৫৩। মানুষ পাখির জাত।
২২৫৪। মানুষ পড়ুক কলসী না ভাঙ্গুক।
২২৫৫। মাতৃহীন শিশু জীবনং বৃথা, কান্তাহীন নবযৌবনং তথা। শান্তিহীন তপসঃ ফলং বৃথা; তিন্তিড়ী রস বিহীন ভোজনং॥
২২৫৬। মানুষের শত্রু কানা।
জলের শত্রু পানা॥
২২৫৭। মানুষ নয় কয় কথা।
সইতে পারি না যাব কোথা॥
২২৫৮। মানোহি মহতাং ধনং।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি ধন মানৌহি মধ্যমাঃ।
অধমা ধনমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাং ধনং।
২২৫৯। মানোয়ারি গোরা।
২২৬০। মা বলেছেন ঘরে ভাত নাই।
২২৬১। মা বাপ মরা দায়।
২২৬২। মা মরেন দোষ নাই। বৌ বাঁচলে বাঁচি।
২২৬৩। মা মোলে বাবা তালুই।
ছেলে হয় বনের বাউই॥
২২৬৪। মামার ক্ষেতে বিয়েলো গাই।
সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই॥
২২৬৫। মা মরে ঝির জন্যে।
ঝি মরে গোদা মিনষের জন্যে॥
২২৬৬। মামা ভাগিনায় যেখানে।
আপদ নাই সেখানে॥

২২৬৭। মামার সম্বন্ধী পিসের ভাই।
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই॥

২২৬৮। মামলায় চড়লে ভূতে পায়।
পূর্ব্ব ধন নেড়েয় খায়॥

২২৬৯। মামার নামে ধামা ধামা।
শ্বশুরের নামে আদ ধামা॥

২২৭০। মায় জানে না পোয় জানে না।
হোগল বনে বিয়ে॥

২২৭১। মা যার আইবুড়, তার ঝি শ্বশুর বাড়ী যায়।

২২৭২। মায়ে মারা বাপে খেদান!

২২৭৩। মায়ের পেটে ভাত নাইকো মেগের চন্দ্রহার
মায়ে বিউলে মেগে পেলে তার ধন কার॥

২২৭৪। মায়ের নাম চুটকী বাঁদী।
পুতের নাম সুলতান খাঁ॥

২২৭৫। মারতে গেলে মার খেতে হয়।

২২৭৬। মারন্তং সর্ব্বতো জয়ঃ।

২২৭৭। মার দয়া নাই মাসীর দয়া।

২২৭৮। মার চেয়ে ঝি কাজী।
ঢেঁকীর মুষল দে বানায় পাজি।

২২৭৯। মার বুন মাসী, কাদা দিয়ে ঠেসী।
বাপের বুন পিসী ভাত কাপড় দে পুষী॥

২২৮০। মার মত শাশুড়ী। দাদার মত স্বামী।

২২৮১। মারার চেয়ে তাড়া ভাল।

২২৮২। মারিতে পারে না বন্দুক ঘাড়ে।
শিয়াল দেখে চিত হৈয়ে পড়ে॥

২২৮৩। মামা মাসী গেল সাঁজা সাঁজা আছে!

২২৮৪। মা সাতটাকে প্রতিপালন করে।
বাপ একটাকেও পারে না॥

২২৮৫। মাসীর বড় রস, পিসীর বড় রস।
এক পাথর আমানি, ভাত গোটা দশ॥

২২৮৬। মাহিনার সঙ্গে খোঁজ নাই নক্ করগা।
বা নকুরী করগা॥

২২৮৭। মিছরীর ছুরী।

২২৮৮। মিছে মায়ায় বশীভূত।

২২৮৯। মিছে কাজে ভ্রমণ করা।

২২৯০। মিছে ডুম্বুর গুমর করে।
পাকলে ডুম্বুর খস্যে পড়ে॥

২২৯১। মিছে কর বাসর সজ্জা।
কৃষ্ণ না এলে পাবে লজ্জা।

২২৯২। মিট মিটে ডাইন।

২২৯৩। মিড় মিড়ে প্রদীপ।
আর বিড়ু বিড়ে বউ॥

২২৯৪। মিটে পেলে ছাই।
ভাতার পুতকে নাই।

২২৯৫। মিথ্যা কাজেই মুখ পাত ঠিক।

২২৯৬। মিনষের যদি এত যজমান।
মাগি কেন ভানে ধান॥

২২৯৭। মিনষের কোলে ছেলে দিয়ে।
মাগি যায় নড়াইয়ে ধেয়ে॥

২২৯৮। মিলুক আর না মিলুক খেজুর গাছ।

২২৯৯। মিষ্ট কথায় মন ভিজেনা।
অথবা মিষ্ট কথায় মন ভিজে॥

২৩০০। মিষ্ট মুখ পেলে কুকুরে চাটে।

২৩০১। মিষ্ট কুল পেলে, আটি শুদ্ধ গেলে।
অথবা মিষ্ট পেলে আটি শুদ্ধ গেলে॥

২৩০২। মিষ্টি হাসিতে সৃষ্টি খেয়েছে।

২৩০৩। মুখং পদ্ম দলাকারং বচশ্চন্দন শীতলং।
হৃৎকর্ত্তরী সমং চাতি বিনয়ো ধূর্ত্ত লক্ষণং॥

২৩০৪। মুখ খানি যেন ক্ষুরের ধার।

২৩০৫। মুখ পোড়া বানর।

২৩০৬। মুখ মে সেখ ফরিদ বগল মে ইট।

২৩০৭। মুখ যেন তোলো হাঁড়ি। অথবা
মুখে যেন তোলো হাঁড়ি নামিয়েছে॥

২৩০৮। মুখ শুকায়ে গোবর হৈল।
অথবা তুলসী পাতা হৈল।

২৩০৯। মুখ সর্ব্বস্ব কাঁটাল কুষি।

২৩১০। মুখে অমৃত মুখেই বিষ।

২৩১১। মুখে আগুন বুকে বাঁশ।
বাছা চেয়ে রয়েছেন বাল্ হাঁস॥

২৩১২। মুখেন মারিতং জগৎ।

২৩১৩। মুখে ভাল অন্তরে দড়।
খাওয়া দাওয়া নাই পীরিত বড়।

২৩১৪। মুখে মুখে সরস্বতী।

২৩১৫। মুখে রাম রাম বগলে ছুরী।

২৩১৬। মুখের কথা বাহির হৈলে আর ফিরে না।

২৩১৭। মুগুরে পরকোষা (১)।

২৩১৮। মুচির আবার মাজ তো ভাই।

২৩১৯। মুচির কুকুর।

২৩২০। মুচির নেই নাক,
শুঁড়ির নেই কাণ।

২৩২১। মুছলমানের জল খেয়েছ
রামকে বলে দিব।

---

(১) অর্থাৎ কাঁটালের মধ্যে অন্য কোষ দিয়া বিক্রয় করা।

২৩২২। মুছলমানের বাচ্চা। চারি শাস্ত্র পড়িলেও
তবু না ছাড়ে খ্যাড় ক্যাস্তে ক্যাকা ॥

২৩২৩। মুটের মাথায় চীনের ছাতা।

২৩২৪। মুড়কীর মাছি।

২৩২৫। মুড়াগাছার গান।

২৩২৬। মুড়ি কোদালে পুকুর খোদা
বা দীঘী খোদা।

২৩২৭। মুড়ি মিছরির সমান দর।

২৩২৮। মুনি গেলে ঘোল পান না।
বেঁসেকে পাঠায় তুদকে ॥

২৩২৯। মুরদে নেই সীমে।
রথ দিয়েছে নিমে ॥

২৩৩০। মুষ্টি ভিক্ষে পায় না।
উঠন ঝেঁটিয়ে বসে।

২৩৩১। মূত কুড়িতে ছাতু মলা।

২৩৩২। মূতে প্রদীপ জ্বেলেছে।

২৩৩৩। মূর্খ বৈদ্যো যমঃ সমঃ।

২৩৩৪। মূর্খশ্চ পুত্রোবিধবাচ কন্যা। (১)

২৩৩৫। মূর্খস্য মূর্খোগতিঃ।

২৩৩৬। মূর্খেণ কিং ভাষণং!

২৩৩৭। মূর্খের অনেক দোষং

২৩৩৮। মূর্খের এই অভিমান।
আমি বড় বুদ্ধিমান ॥

২৩৩৯। মূর্খের মরণ গাছের আগায়।

২৩৪০। মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

(১ কুগ্রামবাসী কুজনস্য সেবা কুভোজনং ক্রোধ মুখীচ ভার্য্যা
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবাচ কন্যা বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরং ॥

২৩৪০। মূলো চোরের ফাঁসি। (১)

২৩৪১। মৃগ নাভি কস্তুরী। (২)

২৩৪২। মৃৎ পিণ্ড একো বহুভাণ্ড রূপঃ সুবর্ণমেকং বহু ভূষণাত্মা। গোক্ষীর মেকং বহু ধেনুজাত মেকঃ পরাত্মা বহু দেহবর্ত্তী।

২৩৪৩। মৃত্যুর্দ্ধ্রুব প্রাণিনাং ধ্রুবং।

২৩৪৪। মেকি টাকায় ঘন নিশান।

২৩৪৫। মেগের বেটী মাগ। না চিনেন চীনের সিন্দুর না চিনেন ফাগ॥ স্ত্রী প্রতি পুরুষের উক্তি॥

২৩৪৬। মেড়ার শিঙ্গে হীরা ভাঙ্গে মানীর অপমান।

২৩৪৭। মেঘ হৈয়েছে চাকা চাকা, কি কর শ্বশুরা দেখা জোখা॥ ক্ষেতের মাঝে বাধগে আল, জল হবে আজ কাল॥

২৩৪৮। মেঘ চাইতে জল।

২৩৪৯। মেনি মুখো বা মেয়ে মুখো!

২৩৫০। মেয়ে ছেলের বাইড় না কলা গাছের বাইড়।

২৩৫১। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর।

২৩৫২। মেষের বুড়ো ছাগলের রুচি।

২৩৫৩। মেয়ের কপাল না বাঁদির কপাল।

২৩৫৪। মেয়ে বড় মন্দ নয়, এমন হৈয়ে রয়েছে বলে, টীপ পল্লে দেখায় ভাল।

---

(১) এক ব্যক্তি কোন চাষার ক্ষেত্রে মূলা চুরী করিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে ঐ চাষা মেং আলিএট মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিস করে, তিনি চুরী কর্ম্ম অতি কঠিন বোধ করিতেন, এজন্য ঐ মূলা চোরকে ফাঁসির হুকুম দেন তদবধি এই প্রবাদ চলিত হইয়াছে ঐ কার্য্য খৃঃ ১৮০৩ সাল, বাঙ্গালা ১২১২ সালে সম্পন্ন হয়। ইহা লোক প্রবাদে জানাযায়॥

(২) এক ব্যক্তি চাকরকে বলিয়াছিল যে মৃগনাভি কস্তুরী ক্রয় করিয়া আন। সে ঐ নাম ভুলিয়া তৎস্থানে বৃকভানু নন্দিনী উল্লেখে বেন্যের দোকানে যায়, তাহারা পরিহাস করে।

২৩৫৫। মোগল পাঠান হদ্দ হৈল পারসি পড়েন তাঁতি।
বাগ পলালো বিড়াল এলো শীকার কর্ত্তে হাতী।
ময়ুর গেল ছাতার এলো ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥

২৩৫৬। মোটেই মা ভাত রাঁধেনা তার আবার পান্ত। (১)

২৩৫৭। মোটে নাই আলি। ঘন করো রোও॥

২৩৫৮। মৌনং সর্ব্বার্থ সাধকং।

২৩৫৯। মৌনেন কলহো নাস্তি নাস্তি জাগরতো ভয়ং।

২৩৬০। মোটা কাটী চিকণ কাটী।
তোর বাপের কি ধার ধারী॥ (২)

২৩৬১। মোড়ল এয়েছে ফিরে গাও।

২৩৬২। মোল্লাজি ফয়তা জান। না কোথাকার
কথা কোথায় আন॥

২৩৬৩। মোল্লার দাড়ী ঔষধে লাগে।

য

২৩৬৪। যখন আদর যোটে।
তখন ফুট কলাই দিয়ে ফোটে।
যখন আদর টুটে।
তখন মুগুর দিয়ে ঠোকে।

২৩৬৫। যখন পাকিবে তাল।
তাকে আছে অনেক কাল॥

২৩৬৬। যখন যার। তখন তার॥

২৩৬৭। যখন যার পড়তা হয়॥
ধুলা মুটি ধরিলে সোণামুটি হয়॥

---

(১) মোটে মা ভাত রাঁধেনা, তার তপ্ত আর পান্ত। ইতি দ্বিপাঠঃ।

(২) পূর্ব্বকালে কাটনা কাটা স্ত্রীলোকদের রীতি ছিল তাহাতে এক ব্যক্তি মোটা সুতা কাটাতে উপহাস করে তাহাতে স্ত্রীলোক ক্রুদ্ধা হইয়া ঐ প্রবাদ বলিয়াছিল।

২৩৬৮। যজমেন্যে ব্রাহ্মণের হাজাশুকা নাই।

২৩৬৯। যত আছে পুরাণ।
কেহ নহে ভাগবতের সমান ॥

২৩৭০। যতই শেষ। ততই বেশ।

২৩৭১। যত ইচ্ছা তত যাও।
ক্রোশ অন্তে পা ধোও ॥ (১)

২৩৭২। যত করি আঁটু বাঁটু।
তত হয় ছোলার ছাতু ॥

২৪৭৩। যত খাট, তত নট।

১৩৭৪। যত খায়, যত গোলায়।

২৩৭৫। যত গুড়, তত মিষ্ট।

২৩৭৬। যত চতুর, তত ফতুর।

২৩৭৭। যত ডাকে, তত ডহে না।

২৩৭৮। যত দিন দুদ, তত দিন পুত।

২৩৭৯। যত দিন রস, তত দিন বশ।

২৩৮০। যত দিন শেযে মৃতো।
তত দিন কোলে পুত ॥

২৩৮১। যত দুর মুখ, তত দুর কথা।

২৩৮২। যত দেখে আঁটা আঁটি।
কোন্দলে ভিজায় মাটি ॥

২৩৬৩। যত যন্ত্রণা, তত মন্ত্রণা।

২৩৮৪। যতনের মধু পিপঁড়েয় খায়।
অযতনের মধু গড়াগড়ি যায় ॥

২৩৮৫। যত্র আয়, তত্র ব্যয়।

২৩৮৬। যত্রধূমস্তত্র বহ্নিঃ।

২৩৮৭। যত্র তিষ্ঠতি ধর্ম্মাত্মা তত্রদেবোপি তিষ্ঠতি।

২৩৮৮। যত্ন করে দিলাম ভাত। পালকী নিয়ে মারল দৌড়

---

(১) ক্রোশস্যান্তে চরণ যুগলং। ক্ষালয়ন সুরক্ষায়াং।

২৩৮৯। যত বল না শুনে কাণে।

২৩৯০। যঃ পলায়তি সজীবতি।

২৩৯১। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে নাস্তি দূষণং।

২৩৯২। যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
পাপ করিলে ভুগিতে হয়।

২৩৯৩। যথা পিতা তথা পুত্রঃ।

২৩৯৪। যথা পূর্ব্বং তথাপরঃ।

২৩৯৫। যথা বীজং তথাঙ্কুরঃ।

২৩৯৬। যথা রাজা তথা প্রজা।

২৩৯৭। যথার্থ বাদী লোক বিরোধী।

২৩৯৮। যদি ওঁয়াল কচুর পাত।
পাতে রৈল চাষার ভাত। (১)

২৩৯৯। যদি কহে পাকের কথা।
তবেই উঠে মাথায় ব্যথা।

২৪০০। যদি কিঞ্চিদ্বরে দোষঃ কিং ধনেন কুলেন কিং।

২৪০১। যদি খাব কিনে।
তবে কেন খাব চিনে।

২৪০২। যদিচ না থাকে মান।
কি করিবে পাকা ধান।

২৪০৩। যদি থাকে আগা পাছা। (২)
কি করে তার শাগা মাছা।

২৪০৪। যদি পায় রাজ্য দেশ।
তবু না যাবে বৃহস্পতির শেষ।

---

(১) ওঁয়াল—অর্থাৎ শুকাল।

(২) আগা অর্থাৎ ঘৃত। পাছা অর্থাৎ দুগ্ধ। এই প্রবাদ ভোজনের বিষয়ে ব্যবহৃত হয়, কারণ ভোজন কালে অগ্রে ঘৃত এবং শেষে দুগ্ধ ব্যবহার করে। তদভাবে শাক মাছ ভোজনে কি হয়।

২৪০৫। যদি বর্ষে ঠায়। (১)
তবে মেল মাদার ভেসে যায়।

২৪০৬। যদি বর্ষে মকরে। (২)
খন্দ হয় টীকরে।

২৪০৭। যদি বেশে বৈষ্ণব হয়।
তবু অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয়।

২৪০৮। যদি হৃদয় মশুদ্ধং তস্য সর্ব্বং বিরুদ্ধং।

২৪০৯। যদ্বিধের্ম্মনসি স্থিতং।

২৪১০। যদুবংশে লোহার বাটী।

২৪১১। যব জেছা, তব তেছা।

২৪১২। যব দেগা ছাপ্পর ফুড়কে দেগা।

২৪১৩। যমস্য করুণা নাস্তি তস্মাৎজাগ্রত২।

২৪১৪। যমের অরুচি।

২৪১৫। যমের দক্ষিণ দ্বার।

২৪১৬। যমের মুখে পিড়্রা ভাজা।

২৪১৭। যশোদা কি ভাগ্যবতী। পরের পুত্রে পুত্রবতী।

২৪১৮। যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ সতু জীবতি।

২৪১৯। যাউক প্রাণ ভিক্ষা মেঙ্গে খাব।

২৪২০। যা দিবে অঙ্গে, তাই যাবে সঙ্গে।

২৪২১। যাদৃশী মাতা তাদৃশী পুত্রী।

২৪২২। যাচলে সোণা রাং হয়।

২৪২৩। যাচিলে জামাই রুটি না খায়।
রাত্রি হৈলে ঢেকশেল চাটিতে যায়।

২৪২৪। যাচে ভেড়ো আর খোজে ভেড়ো।

২৪২৫। যাছিল পান পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেনু।
ঘর জামায়ে জামায়ের জন্যে ধান শুকাতে দিনু।

(১) ঠায় অর্থাৎ অধিক। মেল্ মাদার অর্থাৎ মেরু মন্দার পর্ব্বত

(২) টীকর অর্থাৎ কঠিন মৃত্তিকা

২৪২৬। যা ছিল রয়ে বসে।
তা ঘুচালে বৈদ্য এসে॥

২৪২৭। যান উত্তর, বলেন পূব।

২৪২৮। যা নেই পাতে। তাই চায়
গোর দেখে খেতে।

২৪২৯। যাবন্ন খণ্ডং পিণ্ডং তাবন্মধুর ভাষণং।

২৪৩০। যাবার বেলায় খাবার [illegible] ছ।

২৪৩১। যাবে কেন থাক [illegible] না।
কাঁথা দিব ঢ়ু [illegible]॥

২৪৩২। যা ভাব তা নয়, বাঘের পেটে পিলে।

২৪৩৩। যায় যায় পাখ। পাছ পানে চায়।

২৪৩৪। যা যায় ব [illegible] তা যায় খুইতে।

২৪৩৫। যার অন্তরে কালি।
তার মুখে ছালি।

২৪৩৬। যার অ[illegible]ক তার গুড়।
কলা চো[illegible]ষেন ভু[illegible]ড়া স্থর।

২৪৩৭। যার আছে ([illegible] নৌকা।
সেই জানে পানার ঘা।

২৪৩৮। যার খাই, তার গাই।

২৪৩৯। যার খাই, [illegible] সে ছাড়বে কেন?

২৪৪০। যার গরু নেই নন্দন বনে চরে।
যার স্ত্রী নেই একাকীলে মারে।

২৪৪১। যার গরু সে বাঁজা বলে। পাড়া
পড়সী বলে এর সাত বিএন॥
অথবা বৎসর বিউনে।

২৪৪২। যার ঘোড়া সে যদি উল্‌টো দিকে চড়ে।

২৪৪৩। যার ঘোড়া তার ঘোড়া নয়।
চেরাক দারের ঘোড়া।

২৪৪৪। যার ছেলে কুমীরে খায়।
সে ঢেঁকী দেখ্যে ডরায়॥

২৪৪৫। যার জন্যে আমি হাঁটু জলে নামি।
আমার জন্যে সে গলা জলে নামে।

২৪৪৬। যার জন্যে এত। সেই রইল ক্ষেত।

২৪৪৭। যার জন্যে করলাম যো।
সেই বলে পৈতানে শো। (১)

২৪৪৮। যার জন্যে করলাম চুরী সেই বলে চোরা।
খাটিলে মাহিনা নাই, বরাতেই বুরা।

২৪৪৯। যার জন্যে বুক ফাটে।
সে আমারে এঁক্যে কাটে।

২৪৫০। যার জন্যে ভেবে মরি॥
সে না হৈল আপনারি।

২৪৫১। যা বটে, তা বটে।

২৪৫২। যার ভোলে ভাত।
তার পাড়ানে কৈ। (২)

২৪৫৩। যার দুঃখ সেই বুজে।
অন্য লোকে লাঠি বাজে।

২৪৫৪। যার ধারি তার মরণ কর।
যে আমার ধারে তার দুয়ার
দিয়ে পথ করি॥

২৪৫৫। যার নাই পয়সা কড়ি।
শাশুড়ী মারে ঝাঁটার বাড়ী।

২৪৫৬। যার নাম ভাজা চাউল তার নাম মুড়ি।
আর যার মাথায় ধলো চুল তারী নাম বুড়ী।

---

(১) যো অর্থাৎ বশীভূত করা। পৈতানে অর্থাৎ পা রাখিবার স্থান (পাছতলা)।

(২) পাড়ানে অর্থাৎ পেড়ে আনে। এমন লোক কৈ, কোথায়।

২৪৫৭। যার না হাতে ধরি তার পায়ে পড়ি।
[বা পায়ে ধরি]।

২৪৫৮। যার পুতের বিয়ে তার দেখতে মানা।

২৪৫৯। যার প্রসাদে রামের মা।
তারে তুমি চেননা।

২৪৬০। যার বংশ না বাড়ে।
তার নাতী আগে মরে।

২৪৬১। যার বাড়ীতে আঁকি নাই।
তার কথা মিঠে নয়।

২৪৬২। যার বাড়ী বিয়ে। সে খায়
ঘরে তুয়ার দিয়ে।

২৪৬৩। যার বাত নড়ে।
তার বাপ নড়ে। (১)

২৪৬৪। যার বাপ খেতো শালুক পাতে ভাত।
তার ছেলের কাণে দেখি কলম চৌদ্দহাত।

২৪৬৫। যার বাপ না মারে ফুদকী। (২)
তার বেটা তীরন্দাজ।

২৪৬৬। যার বিয়ে তার দেখতে মানা। (৩)

২৪৬৭। যার বৌ সেই লৈয়ে যায়।
কাঁদে নিমে ঢুলি।

২৪৬৮। যার ভাতার তার ভাতার।
কেঁদে মরে হরে ছুতার। (বা ছাতার)

২৪৬৯। যার ভাল তার সঙ্গে গেল!

২৪৭০। যার মনে যেইটা।
উককুরাইয়া উঠে সেইটা।

---

(১) যার বাতের ঠিক নাই। তার বাপের ঠিক নাই। ইতিপাঠঃ।

[২] ফুদকী অর্থাৎ পোকা।

(৩) অর্থাৎ ধোপার বিয়েতে বর সুখাচ্ছাদন করিয়া বিবাহ করে।

২৪৭১। যার মাটী।
তারে না আঁটি।

২৪৭২। যার মাথায় কাল চুল তারে চিনা ভার।

২৪৭৩। যার মাডা তার মাডা নাই।
আল্লাই মারে দই।। (১)

২৪৭৪। যার মাথা ভাঙ্গবে, সেই চুন খুজবে।

২৪৭৫। যার মুখে বিষ আছে।
তার জিব চেরা।

২৪৭৬। যার যার মনের কথা, সেই সেই জানে।

২৪৭৭। যার লাঠি, তার মাটি।

২৪৭৮। যার শরীরে দয়া নাই সেও কি শরীর।
মসকিল আসান নাই সেও কথন পীর।

২৪৭৯। যার সঙ্গে দুস্তি। তার সঙ্গে কুস্তি।।

২৪৮০। যার সঙ্গে থাকে ভাব।
তার মুখ দেখলেও লাভ।

২৪৮১। যার সঙ্গে প্রেম থাকে।
ডেকে কি সুধায় না তাকে।
চোকে চোকে মুখের সেই এক গেছে দিন।

২৪৮২। যার সহজ রূপে প্রাণ কাঁদে।
সে কেন আবার চূড়া বাঁধে।।

২৪৮৩। যার সুন্দর তারে।
চলরে খেঁদা ঘরে!

২৪৮৪। যার স্বামী যারে বড় আদর করে।
তার সতীন তা দেখে গলায় দড়ী দিয়ে মরে।।

২৪৮৫। যার হাগা তারে চিওবে।
অথবা হাগায় চিওবে!

---

(১) মাডা অর্থাৎ দধি। বিক্রমপুরে প্রচলিত।

২৪৮৬। যার হাতি, তার পাত !

২৪৮৭। যারে দেখি না হাটে মাটে।
তাকে দেখি জলের ঘাটে।

২৪৮৮। যারে নিয়ে লীলা খেলা।
তারে কর অবহেলা।

২৪৮৯। যারে বলি ভাল ভাল।
সেই দেয় কাঠের আলো !
বা অন্তরে কাল ॥

২৪৯০। যারে যেমন গড়েছে বিধি।
তার ভাতারের পরম নিধি ॥

২৪৯১। যুও যুবতী ভাজা।
তিন বাদলের মজা।

২৪৯২। যুক্তি যুক্তংবচো গ্রাহ্যংবালাদপি শুকাদপি।

২৪৯৩। যুগীর গীতে ভণিতা নাই। (১)
বা আলাপচারী নাই।

২৪৯৪। যে আগুন খাবে, সে আঙ্গার বর্ষাবে।

২৪৯৫। যে আগুন, তাতে আবার কাঁটালের বীচি।

২৪৯৬। যে আপনি খেতে জানে।
সে পরকেও খাওয়াতে জানে।

২৪৯৭। যে আসে লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস।

২৪৯৮। যেই ঋণ করে।
সেই দুঃখে মরে।

২৪৯৯। যে ইজার পরে, সে মূতবার পথ রাখে।

---

(১) ভণিতা অর্থাৎ আলাপচারী নাই। এবং ভণিতা অর্থে নাম প্রকাশও বুঝা যায়। গীতারম্ভে প্রথমে যন্ত্র মিলাইয়া সে রাগরাগিণী যুক্ত তানমানাদি প্রকাশ করা যায়, তাহাকে আলাপচারী বলে, যুগী অর্থাৎ জোলা, ইহারা সভায় আসিয়াই গান ধরে৷ রাগরাগিনী ভাজে না। ঐ জোলা জাতিরা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে।

২৫০০। যেই ঢেঁকশালা।
তার আবার আদ ঘরা।

২৫০১। যেই বিয়ের ঘটা।
তার আবার হলদি কোটা।

২৫০২। যে করে পাপ।
সে সাত বেটার বাপ।

২৫০৩। যে কাল যায়, সেই কাল ভাল।

২৫০৪। যে কাল যে বিদ্যা।

২৫০৫। যেখানে গৃহস্থের বাসা।
সেখানে অতিথের আশা।

২৫০৬। যেখানে নেই চাঁই।
সেই খানে ভুডুর ভাই।

২৫০৭। যেখানে ধন।
সেখানে মন।

২৫০৮। যেখানে যত হয়।
এখানে এসে শেষ মরে।

২৫০৯। যেখানে যেমন। সেখানে তেমন।

২৫১০। যেখানে সুখ।
সেই খানেই স্বাস্তি।

২৫১১। যে গরুতে দুদ দেয়।
তার চাইট সয়।

২৫১২। যে গাছ বাড়ে, তা দো পাতেই চিনা যায়। (১)

২৫১৩। যে ছুঁ উড়ে। সে
বাসায়ই ধড় ফড় করে।

২৫১৪। যে জন আপনা বুঝে।
পর দুঃখ তারে সাজে।

---

(১) যে মুল বাড়বে, তার দুই পাতাতেই চেন। ইতি দ্বিপাঠঃ॥

২৫১৫। যে টিপ সেই ফোঁড়।

২৫১৬। যেতে পেলে কি ছাড়ি।
সে গুড়ে বালি।

২৫১৭। যে দাঁড়িয়ে মূতে।
তার শিষ্য পাক দিয়ে মূতে।

২৫১৮। যে দাম টানে।
সে কৈ খায়।

২৫১৯। যে দিকে জল পড়ে।
সেই দিকে ছাতি ধরে।

২৫২০। যে দিকে দুই চক্ষু যায়!
সেই দিকে যাব চলে্য।

২৫২১। যে দিকে বাতাস লাগে।
সেই দিকে সর্য্যে বসে।

২৫২২। যে দিল অন্তরে ব্যথা।
তার সঙ্গে মোর কিসের কথা।
যদিও কহিব কথা,
ঘুচবে না মোর মনের ব্যথা॥

২৫২৩। যে দেখালে যো!
তাকেই দেখায় ভো!

২৫২৪। যে ধান কাটে।
সে ঘাস কাটে॥

২৫২৫। যারে রাখ, সেই রাখে।

২৫২৬। যেন কেন প্রকারেণ প্রসিদ্ধঃ পুরুষোত্তব।

২৫২৭। যেন খাস তালুকের প্রজা।

২৫২৮। যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য সিদ্ধির্গরীয়সী।

২৫২৯। যেন তেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধন ক্ষয়ঃ।

২৫৩০। যেন নক্ষত্র ছুটেছে।

২৫৩১। যেন পালানে্য বাড়ী।

২৫৩২। যেন ফুটী ফেটেছে।

২৫৩৩। যেন বরগীর ঘোড়া।

২৫৩৪। যেন ভাদ্র মেগো তাল।

২৫৩৫। যেন ভূতের বাসা।

২৫৩৬। যেন ভেঁমরুলের চাকে ঘা পড়েছে।

২৫৩৭। যেন মুড়ির দোকান খেলিয়ে বসেছে।

২৫৩৮। যেন সতা সতানের ঘর।

২৫৩৯। যেন সেরাজুদ্দৌলার নাতী।

২৫৪০। যেন হাঁসের পুরী!

২৫৪১। যে পাতে বেশী তরকারি।
সেই পাত আমারি।

২৫৪২। যে পালায় আর ধরতে যায়।
এই উভয়কেই দৌড়িতে হয়।

২৫৪৩। যেমন অ উড়া নল।
তেমন সুন্দরের মুগড়।

২৫৪৪। যেমন কন্যা মুক্তোদরী।
তেমনি পাত্র গৌর হরি।

২৫৪৬। যেমন কন্যা রূপবতী।
তেমনি পাত্র ভগবতী॥

২৫৪৭। যেমন কন্যা রেবতী। তেমনি পাত্র মেদো তাঁতি॥

২৫৪৮। যেমন কপাল। তেমনি গোপাল॥

২৫৪৯। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।
মশা মারতে গালে চড়॥

২৫৫০। যেমন কর্ম্ম তেমনি সাজা।
অড়র ডাল পটল ভাজা॥
অথবা ছ মাস খায় পটল ভাজা॥ (১)

---

(১) যেমন মজা, তেমনি সাজা, পাছেতে কাচকলা ভাজা. ইতিদ্বিপাঠ৹

২৫৫১। যেমন গাবর।
তেমনি থাবর॥

২৫৫২। যেমন চৌকিদারের ছেলের
বিয়ে রোসনচৌকী বাজনা।
ভাড়ানী বলে আড়ানী নৈলে
আমার ছেলের বিয়ে হয় না॥

২৫৫৩। যেমন তুমি বাগা কচু।
তেমনি আমি গোড়ার তেতুল॥

২৫৫৪। যেমন তেমন চাষ।
মৈ দিয়ে ঘষ।

২৫৫৫। যেমন তেমন, পোদের বামণ!

২৫৫৬। যেমন তেমন বাড়।
মাছ মেরে পাড়।

২৫৫৭। যেমন তেমন লেখ।
চুনো দিয়া দেখ॥

২৫৫৮। যেমন তোমার কর্ম্মের আটা।
তেমনি আমার মুড়ির কাটা। (১)

২৫৫৯। যেমন দাদা গুণমণি।
তেমনি বৌ রামমণি॥

২৫৬০। যেমন পড়েছে কলি।
তেমনি মত বলি।
অথবা চলি॥

২৫৬১। যেমন বাপ তেমনি বেটা।

২৫৬২। যেমন বিয়ে তেমনি বাদ্য।

২৫৬৩। যেমন ভানু।
তেমনি হনু।

---

(১) কৃষকের কার্য্য, কর্ম্ম অনুসারে মুড়ী জলপান দেয়।

২৫৬৪। যেমন ভোজন।
তেমনি দক্ষিণা।

২৫৬৫। যেমন মা তেমনি ঝি।
তিন গুণে তার নাত্তিনটী।

২৫৬৬। যেমন মা. তেমন ছা।

২৫৬৭। যে রাঁধনী।
পানের সাজে জানা যায়।

২৫৬৮। যেমন রূপে, তেমনি গুণে।

২৫৬৯। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ।

২৫৭০। যেমন শূয়োর।
তেমনি কাওরা।

২৫৭১। যেমন হুড়ক বাড়ী।
তেমনি গোলাদার।।

২৫৭২। যেমনি বাছা তেমনি আছে।
অমনি পরাণ বেরিয়ে গেছে॥

২৫৭৩। যেমনে শোও তেমনে শোও,
পৈতানেই দুই পা।

২৫৭৪। যে মরিবে আপন দোষে।
কি করবে তার হরিহর দাসে।

২৫৭৫। যে মাছটী পালায় সেইটী ডাগর।

২৫৭৬। যে মোকদ্দমা করে।
তারে ভেড়ার বদলে ঘোড়া দিতে হয়।

২৫৭৭। যে যারে না দেখতে পারে।
তার ছায়া দেখলে নাতি মারে।

২৫৭৮। যে যাতে হয় রত।
করে তার মত।

২৫৭৯। যে যার কপালে খায়।
লোকে বলে আমার খায়।

২৫৮০। যে যার. সে তার।

২৫৮১। যে যেমন দেখাবে।
সে তেমনি দেখবে।

২৫৮২। যে যেমন, তারে তেমন।

২৫৮৩। যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

২৫৮৪। যে রাখে সেই দেখে।
গুনাখেন্যের কিছুই থাকে না।

২৫৮৫। যে লেখে সরু তার হয় গরু। (১)
যে লেখে মোটা তার হয় কেটা।

২৫৮৬। যেস্‌কা কাট্‌তা ওস্‌কা কাট্‌তা ধুবীকা ক্যা হোতা।

২৫৮৭। যে খোজটা পলায়. সেই খোজটাই বড়।

২৫৮৮। যে হয় নির্ব্বংশ, তার পৌত্র আগে মরে।

২৫৮৯। যোগী হৈলে কি হবে।
তুম্ব নাড়া রোগটী আছে।

২৫৯০। যোযত্র সততং যাতি ভুঙক্তে চাপি নিরন্তরং।
সতত্র লঘুতামেতি যদি শক্র সমোভবেৎ॥

২৫৯১। যৌবন জোয়ারের জল।

২৫৯২। যৌবনের ঠসুমসালি নাই কোন রস।
কেবল পুরাণ ঢোলে কস।

র

২৫৯৩। রঘু চৈরে বলা।
তিন কলির চেলা॥

২৫৯৪। রাঁধনী বামণের জুতা পায়।

২৫৯৫। রাঁধনী ভাত পায় না।
বিড়াল কোণে বসে কাঁদে।

---

(১) গ্রাম্য গুরু মহাশয়েরা বালকদিগকে এই প্রবাদ বলিয়া লেখার প্রবৃত্তি দেন।

২৫৯৬। রাঁধা ভাতে বাঁধা উপোস।

২৫৯৭। রাঁড় ঘাঁটিয়ে টাকুর খায়। ১।

২৫৯৮। রাঁড়ের ধন, শরার লুণ।

২৫৯৯। রাখ্‌গে যা তুই ছিকেয় তুলে। কত খাবে তোর বাগদী জেলে॥

২৬০০। রাখালের হাতে শালগ্রামের মৃত্যু।

২৬০১। রাগ করিবে আপনার ঘরে বেশী করে খাবে।

২৬০২। রাগে কাঁপে কি ভয়ে কাঁপে।

২৬০৩। রাগ খানিও আছে, সুখ খানিও আছে। ২।

২৬০৪। রাগে বাজী পুত বিইয়েছে।

২৬০৫। রাঘব রায়ের কালে পড়্যে আছে ৩।

২৬০৬। রাজ যোটক হয়েছে।

২৬০৭। রাজ সভায়ও যা, রাখাল সভায়ও যা।

২৬০৮। রাজ সভা দেখলে পরে, কোঁচ বাগলো চরে। আর কোকিলের ধ্বনি শুন্যে পেচা ডেকে মরে॥

২৬০৯॥ রাজ হংসের চরণ দেখে, বকের নেঙো পেঙো। তোমার পা দুখানি যেমন তেমন, চরণ দুখানি চেঙ্গা॥

২৬১০। রাজা গেল পাটনে শূন্য হৈল দেশ। মাঝ খানে বস্যে আছে নেড়া দরবেশ॥

২৬১১। রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

---

১ রাখাল ঘেঁটিয়ে টাকর্‌ খায়। গুরু ঘেঁটিয়ে বিদ্যে পায়। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২ রাগ টুকু আছে, সুখটুকু আছে ইতি দ্বিপাঠঃ।

৩। কৃষ্ণনগরের রাজা রাঘব রায় বহুকাল পূর্ব্বে রাজত্ব পান এজন্য সংকেতে বলে রাঘবের কালে পড়্যে আছে অর্থাৎ বহুকাল আছে।

২৬১২। রাজা নামের কিছু না হৈল।
কুকুর মেরে ফাঁশী গেল॥
২৬১৩। রাজা না গোঁজা।
২৬১৪। রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং।
২৬১৫। রাজা বিনা রাজ্য ছার খার।
২৬১৬। রাজা২ রাজায় দেখা হয় তো বুনে২ দেখা হয়না।
২৬১৭। রাজা মত্তঃ শিশুশ্চৈব প্রমাদী ধন গর্ব্বিতঃ।
অপ্রাপ্যমপি বাঞ্ছন্তি কিং পুন র্লভ্যতোপি যৎ॥
২৬১৮॥ রাজার গুণে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।
গৃহিণীর গুণে ঘর নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥
২৬১৯। রাজার বাড় হৈল চুরা পুকুর পাড়ে সিঁদ।
২৬২০। রাজার বাড়ি চুরী পারি কি হারি।
২৬২১। রাজার ভাল বাসা আর গৃহস্থের খাসি পোষা।
২৬২২। রাজার রাণী কাণার কাণী॥
২৬২৩। রাজার যে রাজ্য পাট।
যেন নাটুয়ার নাট॥
২৬২৪। রাজার সঙ্গে সাজা। ভাতারের সঙ্গে মজা।
২৬২৫। রাজার হাল স্বর্গে বাস।
২৬২৬। রাণী ভগাণী, আর ফুলী জেলেনী।
২৬২৭। রাত কাণার মন্ত্র।
২৬২৮। রাত্র পোষালে বিষু।১। ঘরে নাই কিছু॥
২৬২৯। রাত্রৌ দণ্ডা দিবা ছত্রা!
২৬৩০। রান্নায় প্রাণ জুড়ায় গাময় হলুদ।
২৬৩১। রান্না সয় বাড়া সয়না।
২৬৩২। রামচন্দ্র মারিল ফড়িঙ্গ সুজো গেল ফাঁসী।
২৬৩৩। রামদাসের মা কথার ছাঁদনি জান কাম জান না।

১। পোষালে অর্থাৎ প্রভাত হইলে। এবং বিষুব সংক্রান্তিকে বিষু বলে।

২৬৩৪। রাম না হইতে রামের মা।

২৬৩৫। রাম রাজ্যে বাস।

২৬৩৬। রাম রাজত্ব।

২৬৩৭। রামা, তলে লেঙটী উপরে জামা।

২৬৩৮। রামায়ণের মধ্যে ভূতের কেঁটকেচি।

২৬৩৯। রাম গেলেন কাট কুড়াতে।
আট কাটা ভিজিল বড়ি॥

২৬৪০। রামে মারুক রাবণে মারুক মরিতেই হবে। ১।

২৬৪১। রুই মাছ জালে পড়্যে কাঁদে।
না জানি গেরস্তের বৌ কেমন কর্যে রাঁধে॥

২৬৪২। রুচে পুঁছে খা। মন চলেতো যা। ইতি খনা।

২৬৪৩। রুটি কহে মায় আঁও যাও খিচড়ি কহে মায় পোঁছাও। ভাত কহে মায় লাগাও।

২৬৪৪। রুপেয়া সব করনে শক্তা।

২৬৪৫। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

২৬৪৬। রৈল ভোলা, ছিকেয় তোলা।

২৬৪৭। রোকো কড়ি চোকা মাল।

২৬৪৮। রোগ কেবল মুড়ি আর ভুঁড়ি।

২৬৪৯। রোগ হইলেই দেব ভক্ত (২)।

২৬৫০। রোগা চড়ুয়ের টুয়ে বাসা। ৩।

২৬৫১। রোগা ঢালীর লম্বা খাঁড়া। বা খোঁটা।

২৬৫২। রোগী এখন তখন! রোজা ছয় মাসের পথ।

২৬৫৩। রোগী এড়্যে বিছানা কোঁতায়।

১। রামে মারুক রাবণে মারুক দু দিকেই মৃত্যু। ইতি দ্বিপাঠঃ। মারিচ রাক্ষসের উক্তি।

২। রোগিনো দেবতা ভক্তঃ। ইতি দ্বিপাঠঃ।

৩। রোগা চোড়য়ের তুলুক ফেড়ে বাসা। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২৬৫৪। রোগী তুষ্ট অম্বলে॥ সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।
২৬৫৫। রোজার ঘাড়ে বোঝা।
২৬৫৬। রৌদ্রের ভাত সয়, বালির ভাত সয়না।

ল

২৬৫৭। লঙ্কায় যে যায় সেই রাক্ষস হয়।
২৬৫৮। লঙ্কায় সোণা সস্তা।
২৬৫৯। লঙ্কায় রাবণ মোল, বেউলে কেঁদে রাঁড় হৈল।
ডেলকোর মাথায় দিয়ে হাত, কাঁদেন প্রভু জগন্নাথ।
২৬৬০। লঙ্কার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা ১।
২৬৬১। লঙ্ঘনং পরমৌষধং।
২৬৬২। লজ্জাকেও লজ্জা দিয়েছে।
২৬৬৩। লজ্জায় বধূ ভাত খায়না, চাউলতার ন্যায় গ্রাস ২।
২৬৬৪। লজ্জা স্ত্রী ভূষণং।
২৬৬৫। লবের বাণ সইতে পারি।
কুশের বাণে জ্বলে মরি॥
২৬৬৬। লবেজার আস্তিন।
২৬৬৭। লম্বা কোঁচা, ফোতো জারি।
২৬৬৮। ললাট লিখিতা রেখা পরিমার্ষ্টুং ন শক্যতে।
২৬৬৯। ললাট লেখা ন পুনঃ প্রয়াতি।
২৬৭০। লক্ষ বাঁটিল পক্ষ তীর।
তবে হয় হাত স্থির ৩॥
২৬৭১। লক্ষ্মণের শক্তি শেলে পড়া।
২৬৭২। লক্ষ্মী আসতে কি দুওরে আগড়।

১। ক্ষেতের কোণায় যে ফসল জন্মে, লঙ্কার বাণিজ্যে তাহা হয়না।
২। চাউলতা শব্দটী বিক্রম পুরে চলিত, এদেশে চালিতা বলে ঐ চালিতা ফল বিশেষ, অম্লরস বিশিষ্ট ইত্যর্থ।
৩। কেহ২ বলেন, লক্ষতীর পক্ষ বাঁটুল।

২৬৭৩। লক্ষ্মী ছাড়ার ঝক্কি ১ বড়।

২৬৭৪। লক্ষ্মী ছাড়ার পেট ডাগর (বা মাথা ডাগর)।

২৬৭৫। লক্ষ্মীর বর যাত্র।

২৬৭৬। লাউ শাকের বালি আর অন্তরের কালী।
ধুলেও উঠেনা।

২৬৭৭। লাখ্ কথার এক কথা।

২৬৭৮। লাগে টাকা কল্‌কে বেচে দিব।

২৬৭৯। লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।

২৬৮০। লাগে তো না লাগে, নালাগে তো লাগে ২।

২৬৮১। লাগে তীর, না লাগে তুক্ক॥

২৬৮২। লাজুয়া বামণ, কেশো চোর।

২৬৮৩। লাজেও কুঁকড়ি, শীতেও কুঁকড়ি।

২৬৮৪। লাজে মাগী খান খান।
খোপার ভিতর মাছ খান॥

২৬৮৫। লাজের মাথায় পড়ুক বাজ।
সকালে সকালে সারগে কাজ॥

২৬৮৬। লাটে মারা গেল।

২৬৮৭। লাড়ার মার ভাঁড়া। খুদ গোল্‌কোর হাড়া॥

২৬৮৮। লাথ সয় তো বাত সয়না।

২৬৮৯। লাথি চড়ে নাহি লাজ।
আমার নাম কবিরাজ॥

২৬৯০। লাথি মেরে পায়ে ধরা।

২৬৯১। লাথির ঢেঁকি কি চড়ো উঠে।

২৬৯২। লাথির মানুষ, কথার কে।

১। ঝক্কি অর্থাৎ ঝকড়া।

২। বৃক্ষ রোপণ কালে গায়২ পুতিলে লাগেনা। দূরে২ পুতিলে লাগে।

২৬৯৩। লাভ নাই, কচকচি সার।

২৬৯৪। লাভ লোকশান জেনে।
চাষ করেনা সোণার বেণ্যে॥

২৬৯৫। নার উপর গাড়ি গাড়ির উপর না।

২৬৯৬। নুণ হারামী করা।

২৬৯৭। লেখার গরু বাঘে খায়না।

২৬৯৮। লেখা পড়া যেমন তেমন কপাল মাত্র গোড়া।
চণ্ডী চরণ ঘুঁটে কুড়ান রামা চড়ে ঘোড়া।

২৬৯৯। লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে॥

২৭০০। লেংটা যোগার ঘরে চুরী।

২৭০১। লেংটীর মধ্যে কুজ্জান।

২৭০২। লেজে পা দেওয়া ভার।

২৭০৩। লেজ নাই কুকুরের বাঘা নাম।

২৭০৪। লেটা পেটা মিনষে, লোটাকাণী ভঁয়ষা।
ভাদ্র মাসে টোটে পানি, শেষ আছে এর বিশেষ
জানি॥১।

২৭০৫। লেড়কা বগল মে। ঢেঁড়রা সহর মে॥

২৭০৬। লেবু রগড়ালেই তিত হয়।

২৭০৭। লোক দেখানে ভাল বাসা। ভাদ্র মাসের কচি শসা
দেখলে পরে হয় লোভ। খেলে পরে পিত্তের
কোপ॥

২৭০৮। লোক লজ্জায় হাসি।
নইলে দরিয়ার মাঝে ভাসি॥

২৭০৯। লোকো ভিন্ন রুচিঃ॥

২৭১০। লোচ্চামরে শীতে আর ভাতে।

১। লেটা পেটা, আলা গোলা। লোটাকাণী, নত কাণ।
ভঁয়ষা মহিষ। টোটে অর্থাৎ কমে।

২৭১১। লোহা জব্দ কামার বাড়ী।
মেয়ে জব্দ শ্বশুর বাড়ী ॥

২৭১২। লোহা জানে কামার জানে। ১।

২৭১৩। লোহার কার্ত্তিক।

শ

২৭১৪। শজ্‌না শাকে নুণ জোড়েনা, মুষারির ডালে ঘি।
বা গহনা কোথা পাব ॥

২৭১৫। শজিনার শাক বলে আমারে করে হেলা।
আমায় খোঁজ করে টানাটানির বেলা ॥ ২।

২৭১৬। শজারুর শৃঙ্গ।

২৭১৭। শঠের ভাল বাসা, নদীর ধারে বসত করা।

২৭১৮। শঠের মায়া, তালের ছায়া।

২৭১৯। শতং দদ্যাৎ ন বিবাদয়েৎ সহস্রং দদ্যাৎ ন পরাজয়েৎ।

২৭২০। শতরঞ্চের বল ক্ষয়।

২৭২১। শত মারী ভবেদ্বৈদ্যঃ সহস্র মারী চিকিৎসকঃ।

২৭২২। শত শ্লোকেন পণ্ডিতঃ।

২৭২৩। শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নাই।

২৭২৪। শতকে সইয়ে, কাহনের ছুনো।

২৭২৫। শব্দে শব্দ মিশাইল গন্ধের কি।

২৭২৬। শমন দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।

১। কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য গড়াইবার জন্য এক জনের কাছে কিঞ্চিৎ লোহা দিয়াছিল, সে কহিল, এই লোহাতে গড়ন ভাল হইবেক না, তাহাতে ঐ ব্যক্তি এই প্রবাদ কহিয়াছিল।

২। শজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা। আমায় টানা টানি করে লোকে টানাটানির বেলা ॥ ইতি দ্বিপাঠঃ ॥

২৭২৭। শয়ন উত্থান পাশ মোড়া, মধ্যে মধ্যে ভীমে ছোড়া পাগলার চৌদ্দ, পাগলীর আট, এই নিয়ে জনম কাট।

২৭২৮। শয়নে পদ্মনাভ।

২৭২৯। শয্যা কণ্টক।

২৭৩০। শয্যা গুরু। সংকেত প্রবাদ।

২৭৩১। শর্ব্বরী দীপকশ্চন্দ্রঃ প্রভাতে দীপকো রবিঃ। ত্রৈলোক্য দীপকো ধর্ম্মঃ " সৎ পুত্রঃ কুলদীপকঃ "॥

২৭৩২। শরা টাও টা ঘোড়া টাও টা। টায় টায় গিনে খেলো।

২৭৩৩। শরীর পতন কিম্বা কার্য্যের সাধন।

২৭৩৪। শ ষ স হ ক্ষ দেখ্ ব।

২৭৩৫। শসা খেয়ে জলকে টান. তেমনি ভেয়ের বুনকে টান।

যেমন চিনি খেয়ে রে, জলকে টান, তেমনি বুনের ভাইকে টান।

২৭৩৬। শসে মিরা। হৈয়ে রয়েছে।

২৭৩৭। শাককে শাক মূলকে মূল॥ পেঁয়াজ পয়জার দুই হৈল॥

২৭৩৮। শাক খাইতে জানে নাই, পাত নিয়ে দৌড়ায়।

২৭৩৯। শাকেই এত নাড়া: ডাল হৈলে ভাঙ্গতো হাঁড়ী ভাসতো কত পাড়া॥ ১।

২৭৪০। শাগ দিয়ে মাছ ঢাকা।

২৭৪১। শাপাদপি শরাদপি॥ ২।

১। শাকেই এত নাড়া। ডাল হৈলে করতো কিবা ভাঙ্গতো আধেক পাড়া। ইতি দ্বিপাঠঃ।

২। পরশুরাম রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়া ছিলেন। উভাভ্যাম্ সম র্থাইব শাপাদপি শরাদপি। ইতি দ্বিপাঠঃ।

অগ্রতশ্চতুরো বেদান্ পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোহহং শাপাদপি শরাদপি ॥

২৭৪২। শামুক দিয়ে সমুদ্র সেঁচা।

২৭৪৩। শাল কাঠে কাল্লাল ঢুকান।

২৭৪৪। শাল গ্রা চ াইয়া খায়, চাউলতা কোন্ ছার।

২৭৪৫। শাল গ্রা দ,স বাটনা বাটা।

২৭৪৬। শাল গ্রা মতুস্য চাষার হাতে।

২৭৪৭। শালগ্রাম ভাইয়ে খেলে, নোড়া দেখে ভয়?।

২৭৪৮। শালগ্রামে ন ভানা।

২৭৪৯। শাল্ কে

২৭৫০। শাল গ্রামে শাওয়া বসা।

২৭৫১। শালার কুম্ভ ড় হেয়ান। আপনি আছে ডহর পানীতে পোশায় পাঠাইয়াছে চর। ১।

২৭৫২। শাস্ত্রে নূপে যুবতৌচ কুতো বশিত্বং।

২৭৫৩। শিকরাকে ভাঁবা দেখান।

২৭৫৪। শিখছো কোথায়। ঠেকছি যেথায়।২।

২৭৫৫। শিঙ্গে ফুঁকেছে। সংকেত প্রবাদ। ৩।

২৭৫৬। শিবের ঘরে কে রে। আমিত কলা খাইনাই।

২৭৫৭। শিঙ্গে হারিয়ে কাকুড়ে ফুঁ।

২৭৫৮। শিঙ্গে হাতড়ান।

২৭৫৯। শিবের দুয়ারে কুড়ের বাতান। ৪।

২। শিখলে কখন। ঠৈকালে যখন। ইতি দ্বিপাঠঃ। অথবা শখিলে কোথায়। দেখিলাম যেথায়॥

৪। শিবের মন্দিরে কুড়ের বাতান। ইতি দ্বিপাঠঃ।

৩ মৃত্যু হৈয়েছে।

১। একব্যক্তি বাঙ্গাল স্নান করিতেছিল এমত সময়ে এক লাঠা মাছের বাচ্ছা দেখিয়া কহিল যে কুম্ভীর চর পাঠাইয়াছে এজন্যে সে ডেঙ্গায় স্নান করিল, জলে প্রবিষ্ট হইল না, ইহা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

২৭৬০। শিবের সঙ্গে খোজ নাইকো গাজনের ঘটাভারি।
২৭৬১। শিয়রে রাজা কোটালের দোহাই।
২৭৬২। শিরো নাস্তি শিরো ব্যথা।
২৭৬৩। শিলা জলে ভেসে যায় বানরে সঙ্গীত গায়।
২৭৬৪। শির খালে জল থাকিলে পাশ খালে থাকে।
২৭৬৫। শিল তিতো নোড়া তিতো যে বাটে সেও তিতো।
২৭৬৬। শিব রক্ষক বন। বন রক্ষক শিব।
২৭৬৭। শিরে করিল সর্পাঘাৎ কোথায় বান্ধিব তাগা॥
২৭৬৮। শিরোমণিশ্চ চৈতন্যো বল্লালো রঘু নন্দনঃ।
লোকানাং ধর্ম্ম নাশায় কলেঃ পুত্র চতুষ্টয়ং॥
২৭৬৯। শীত পায় গীত গায়।
২৭৭০। শীলং সর্ব্বত্র ভূষণং!
২৭৭১। শুঁটকির না ছাড়ে গন্ধ। কুকুমিমে না ছাড়ে মন্দ
২৭৭২। শুঁড়ীর নাই কাণ। মুচির নাই নাক।
২৭৭৩। শুকনা কাঠের ভেলায়, লা ডুবালে হেলায়।
২৭৭৪। শুক মোলো মুখ দোষে। শালিক মোলো সেই তরাসে॥
২৭৭৫। শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ।
২৭৭৬। শুকনা ঘায়ে আকন্দের আটা।
২৭৭৭। শুন ভাই কলির অবতার। কোণের বহুড়ী বলে ভাতার ভাতার।
২৭৭৮। শুধু ভাঁড়ে পাত বাঁধা।
২৭৭৯। শুনবে দেখবে বলিবে না।
২৭৮০। শুধুই চটক সারা, মধ্যে বালি ভরা॥
২৭৮১। শুধু হাত মুখে উঠেনা। (খা যায়না)।
২৭৮২। শুধু পলতা পায়না। ধন্যে পলতা চায়।
২৭৮৩। শুনিতে ভণ্ড, কিন্তু অমৃতের খণ্ড।

২৭৮৪ ।শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল হরণং ।

২৭৮৫। শুনলে সাড়া তো নিলে পাড়া।

২৭৮৬। শুয়ে চিত পরে কাত। উবুর হয়ে পোহায় রাত।

২৭৮৭। শুয়ে পালান নেওয়া।

২৭৮৮। শুয়ে ২ লেজ নাড়া।

২৭৮৯। শুয়ো যদি নিম দেয় তিনি হন চিনি।
ভুয়ো যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

২৭৯০। শুনলে কথার ছন্দ। হাঁড়ি ভেঙ্গে মাছ পলালো ঝোল রৈল বন্দ॥

২৭৯১। শুনলে কথার ভাব থানা।
হাঁড়ী ভেঙ্গে মাছ পলালো ঝোল দিয়ে কেন ভাত খানা॥

২৭৯২। শুষ্ক বৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ।

২৭৯৩। শূকরের কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা।

২৭৯৪। শূনুর চেয়ে ভরা ভাল যদি ভর্ত্তে যায়।
আগের চেয়ে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥

২৭৯৫। শেয়াল ডাকলে ঘরে নেবেনা।

২৭৯৬। শেয়ালে যুক্তি (বা ফাঁকী) অথবা ফিকীর।

২৭৯৭। শেষাঃ পাতাল মা যযুঃ॥

২৭৯৮। শোকে সাগর শুকায়ে গেল (বা উথলিল॥

২৭৯৯। শোনরে নাটা, শোনরে কাঁটা সাগরে পড়ুক তোর ডাল। আর আমার ভাঙ্গা পীরিত যোড়া দেবেতো বাঁচিবে কত কাল॥

২৮০০। শোনগো শ্বশুর। শোনগো ভাস্থর! নিবেদি তোমাদের পায়।
আর রণে মাতিতে গেলে কখন কি গামছা থাকে গায়॥

২৮০১। শোভা গলার মালা। কুটুম্বের মধ্যে শালা॥

২৮০২। শৌল চেঙ্গও সোঝেনা। পোলা চেঙ্গেরাও বোঝে না। ১।

২৮০৩। শৌলের ঘাড় ভাঙ্গতে পারেনা। মাগুরের ঘাড় ভাঙ্গতে পারে॥

২৮০৪। শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।

২৮০৫। শ্রাদ্ধ গড়ালো। বা গড়াচ্ছে॥

২৮০৬। শ্রাবণ পালি সিংহে শুকা কন্যা কাণে কাণ।
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে কাঁহা রাখে গা ধান॥

২৮০৭। শ্রীহরি কর। সংকেত প্রবাদ। অর্থাৎ প্রস্থান কর

২৮০৮॥ শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

২৮০৯। শ্বশুর গৃহং পরম সুখং ত্রিরাত্রাং শুনক সমান।

২৮১০। শ্বশুর বাড়ী মধুর হাঁড়ী। দুই তিন দিন পর লাথি আর গুড়ি॥

২৮১১। শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী। দিন পাঁচ সাত আদর ভারি॥

২৮১২। শ্বশুর বাড়ী মধুপুরী। নিত্য গেলে পিছার বাড়ী

২৮১৩। শ্বশুর বাড়ীর সুখ বড়।
ঘর জামাতা কীলে দড়।

২৮১৪। শ্বেত চামর আর ধেড়ের চুল।

ষ

২৮১৫। ষট্ কর্ণে মন্ত্র ভেদ।

১। চেঙ্গ অর্থাৎ ছেলে। শৌল চেঙ্গ শৌলের পোনা। সোঝেনা অর্থাৎ সোজা হয়না। পোলা চেঙ্গ অর্থাৎ ছোট [illegible]।

২৮১৬। ষট কৰ্ম্ম যুক্তা খলু ধৰ্ম্ম পত্নী।
কার্য্যেষু দাসী, করণেষু মন্ত্রী, রূপেচ রম্ভা, ক্ষময়া ধরিত্রী। ভোজেষু মাতা শয়নেতু বেশ্যা, ষট্ কৰ্ম্ম যুক্তা খলু ধৰ্ম্ম পত্নী॥

২৮১৭। ষড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র দেবোপি তিষ্ঠতি। (১

২৮১৮। যথাং রসানাং লবণং প্রধানং॥

স

২৮১৯। সংক্রান্তি বুড়ো।

২৮২০। সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি।

২৮২১। সংসারী সুখী, সন্ন্যাসী দুঃখী।

২৮২২। সংসার সাগরে দুঃখং।

২৮২৩। সকল দিন যায় হেলে ফ্যালে। রাত কোরে বুড়ী কাপাস ডলে॥

২৮২৪। সকল কুকুর স্বর্গে যাবে উচ্ছিষ্ট খাবে কে?।

২৮২৫। সকল কৰ্ম্ম ফতে হৈল।

২৮২৬। সকলি কপালে করে।

২৮২৭। সকল পাখীতে মাছ খায়, মাছ রাঙ্গার নাম।

২৮২৮। সকল বাড়ীতে এক ঘর। তার নাম আবার অন্দর।

২৮২৯। সকল নৈবেদ্যে ঠোকর দিয়েছে।

২৮৩০। সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।

২৮৩১। সকল পথ হেঁটে এসে ঘরের দুয়ারে আছাড়!

২৮৩২। সকল তাঁতি তাঁত বুনে। আপন আপন কোলে টানে॥

২৮৩৩। সকল সুবোধের এক গোয়াল।

২৮৩৪। সকল চিল পলালো বেঁড়ে চিল ধরা পোলো॥।

১। উৎসাহঃ সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ। ষড়েতে যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র দেবোপি তিষ্ঠতি॥।

২৮৩৫। সকলের ছাগলে ধান খায়, রামার মার দোষ।

২৮৩৬। সকের বাড়ী সখী সংবাদ।

২৮৩৭। সগুণো নির্গুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তণ্ডুলো নাঙ্কুরায়তে ॥

২৮৩৮। সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট।

২৮৩৯। সড়েঙ্গা ভাটা। সঙ্কেত প্রবাদ। অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়া।

২৮৪০। সঙ্গ যেমন কর্ম্ম তেমন।

২৮৪১। সত্রে ভুক্তি মঠে নিদ্রা।

২৮৪২। সৎসঙ্গে থাকিলেই সৎ হয়।

২৮৪৩। সৎ সঙ্গতিঃ কথয় কিংনকরোতি পুংসাং ॥

২৮৪৪। সন্তান নাই সতীনের কাঁটা আছে।

২৮৪৫। সংসার ভাল বাসা পান্তা ভাতে ঘি।

২৮৪৬। সৎকর্ম্মের কাচও ভাল।

২৮৪৭। সতীনের পুত হউক, পড়সীর ভাত হউক।

২৮৪৮। সতীর ভাতার রথের চূড়। আর অসতীর ভাতার ভাঙ্গা নায়ের গুঁড়ো ॥

২৮৪৯। সতী সাবিত্রী মেয়ে।

২৮৫০। সত্যেন লোকান্ জয়তি।

২৮৫১। সতী যায় সোঁতে, অসতী যায় রথে।

২৮৫২। সত্যংব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

২৮৫৩। সদরেতে ছুঁই চলেনা। সপঃস্থলে হাতী যায়।

২৮৫৪। সদানন্দের গোদা পা, ডাইনে আনিতে বামে যা।

২৮৫৫। সদ্বিদ্যা যদি কিংধনৈরপয়শো যদ্যস্তি কিংমৃত্যুনা

২৮৫৬। সদাঃ ফলন্তু সংগীতং।

২৮৫৭। সদু চিনেছেন কদু।

২৮৫৮। সন্ন্যাসী চোর নয় বোঁচকায় ঘটায়। বা কার্য্যে ঘটায়। অথবা দ্রব্যে ঘটায়॥

২৮৫৯। সন্ন্যাসীর গলায় মাদুলী। অর্থাৎ স্ত্রীকে মাদুলি করিয়া গলদেশে রাখে তথাপি উপপতি করে।

২৮৬০। সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া। ১।

২৮৬১। সপ্ত রথী ঘেরে বধ।

২৮৬২। সপ্তেতে পর বাধকাঃ। ২।

২৮৬৩। সবছে চুপ ভালা। (বা সব চেয়ে চুপ ভাল।)

২৮৬৪। সব শেয়ালের এক ডাক! বা এক যুক্তি।

২৮৬৫। সব লাল হো জাগা। ৩।

২৮৬৬। সবে কলির সন্ধ্যে।

২৮৬৭। সবে ধন নীলমণি।

২৮৬৮। সবন্ধুর্যো হিতেষু স্যাৎ স পিতা যস্তুপোষকঃ। সসখী যত্র বিশ্বাসঃ সাভার্য্যা যত্রনির্বৃতিঃ॥

২৮৬৯। সমস্ত আশ্বিন কার্ত্তিকের আট।
যে বাঁচে সে খয়ের কাট॥

২৮৭০। সবাই গেল আলায়২। বুড়ী মরে পোঁদের জ্বালায়!

২৮৭১। সময়ে সকলে বন্ধু অসময়ে কেউ নয়।

২৮৭২। সমুদয় গুড় লৈয়ে এক গামছা।

১। চোর সন্ন্যাসী, এক জনের তুম্ব স্থানান্তরে অন্যজনের নিকটে রাখে তাহাতে পরস্পর সন্ন্যাসীর বিবাদ হয়।

২। মক্ষিকা মারুতো বেশ্যা যাচকো মূষকস্তথা। গ্রামণীগণক শৈচব সপ্তেতে পর বাধকাঃ॥

৩। রাজা রণজিত সিংহের উক্তি। ইংরাজদিগের রাজ্যাধিকৃত ভূমির পরিজ্ঞাপনার্থ নকসার মধ্যে লালচিহ্ন ছিল তাহা দেখিয়া এ রাজা এই কথা বলেন।

২৮৭৩। সময় সুবিধা হইলে দুর্ব্বাবনে ডিঙ্গা চলে, ঘরে বসি করি নানা ভোগ। যদি সময় মন্দ হয়, দূর্ব্বাবনে বাঘে খায়, পাছে পাছে ফিরে নানা রোগ।

২৮৭৪। সম্মুখেতে ছেলামালকী। পিছেনেতে হারাম জাদকী।

২৮৭৫। সরস্বতীর কাছে পাঠের বিচার। বা বিদ্যার বিচার।

২৮৭৬। সরস্বতীর বর পুত্র।

২৮৭৭। সরমে মরে যাই।

২৮৭৮। সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

২৮৭৯। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

২৮৮০। সর্ব্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই। (মরণের বাড়া গালি নাই।

২৮৮১। সরলে সারল্যং কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

২৮৮২। সর্ব্বস্য গাত্রস্য শিরঃ প্রধানং।

২৮৮৩। সর্ব্বং অদৃষ্টং শুচিঃ।

২৮৮৪। সর্ব্ব শূন্যং দরিদ্রতা।

২৮৮৫। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নয়নং প্রধানং।

২৮৮৬। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।

২৮৮৭। সরু কাটনীর একখানা। মোটা কাটনীর সাত খানা।

২৮৮৮। সর্ব্ব নাশং সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

২৮৮৯। সর্ব্ব নাশের অর্দ্ধেক রক্ষে।

২৮৯০। সর্ব্বস্ব খরচ করে্য পায়খানা বানান।

২৮৯১। সস্তা মাছে, বিড়ালে কাঁটা বাছে!

২৮৯২। সস্তা, বাড়ীতে নিয়ে ফস্তা।

৮৯৩। সরাবণোহং দ্বি কপল হীনা

২৮৯৪। সসর্পেচ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ॥

২৮৯৫। সহস্র বন্ধনে ফসকা গেরো।

২৮৯৬। সহবাসতঃ পুণ্য গুণাভবন্তি।
সহবাসতো দো যগুণা ভবন্তি।

২৮৯৭। সাঁজেক খেলে মাসেক যায়না।

২৮৯৮। সাধতে জামাই কাঁটাল খানবা, ভোতা লইয়া লড়ালড়ি। ১।

২৮৯৯। সাগরও শুকায় না, পাপও লুকায় না। ২।

২৯০০। সাতকে সতের করা।

২৯০১। সাতেও হুঁ, পাঁচেও হু।

২৯০২। সাত বোড়া দিয়ে, পৌষ নারায়ণী।
ভাতে চলিলেন রাণী ভবানী॥

২৯০৩। সাধ হয় বৈষ্ণব হইতে। মসকীল হয় নচ্ছুব দিতে

২৯০৪। সাধ কত ছুঁচো গো দিতে। নলের আগে চুটকা দিতে॥

২৯০৫। সাধও করে, মনও পুড়ে।

২৯০৬। সাত গেঁয়ের কাছে মামদো বাজী।

২৯০৭। সাধনে মান বাড়ে।

২৯০৮। সাধুর সঙ্গে কাশী বাস। চোরের সঙ্গে সর্ব্বনাশ॥

২৯০৯। সাপের মুখে ইঙ্গুমূল।

২৯১০। সাপে নেউলে।

২৯১১। সাপ মেলে গর্ত্ত খোঁজে।

২৯১২। সাপের ভয় খাট করলে।
গুল উঠার কি ঠাওরালে॥

১। সাধলে জামাই কাটাল খাবনা। অবশেষে জামাই যি ভাত পাব না।

২। সাগর শুকায় মানিক লুকায় আপন করম দোষে। ইতি দ্বিপাঠঃ

২৯১৩। সাপের লেখা বাঘের দেখা।

২৯১৪! সাপের মাথায় ব্যাঙকে নাচায়।

২৯১৫! সানকীতে ভাত নাইকো তারিপ কত্তে খায়।

২৯১৬। সাপা ডরায় বেঙ্গাকে, বেঙ্গা ডরায় সাপাকে।

২৯১৭। সাপের মাথায় লাটী মার।

২৯১৮। সাত খুঁটি, এক পেলা।

২৯১৯। সাত ভাই যারা। রণে জিতে তারা॥

২৯২০। সাত পুরুষে বিয়ে নাই তার আবার মামার বাড়ী বা শ্বশুর বাড়ী॥

২৯২১। সাত, সমুদ্র তের নদী॥

২৯২২। সাত পুতের মারও সাত পুতের বাপ আছে।

২৯২৩। সাত সমুদ্রের জল খাওয়ান।

২৯২৪। সাদা কাপড়ে কালী।

২৯২৫। সাত ফকীর একঘরে কুলান হয়। কিন্তু দুই রাজা এক মুলুকে কুলান হয়না।

২৯২৬। সাদা, মুলুক জাদা।

২৯২৭। সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্ম শাস্ত্রে মানা।

২৯২৮। সহজে কৈবর্ত্ত জাতি নীচ সঙ্গে গণি। নমাট যবনাৎ পর তা হৈতে অধিনী॥

২৯২৯। সাপে কামড়ালে বিষওলে। মানুষে কামড়ালে বিষ ওলে না।

২৯৩০। সাপকে মারতে যেন শিবকে বাজেনা।

২৯৩১। সাপ যায়, রাহা বিগড়ে।

২৯৩২। সাপের আবার ব্যাঙ্গ খাওয়া।

২৯৩৩। সাত পাঁচ যাহা, বজ্র পড়ে তাহা।

২৯৩৪। সাত চড়ে মুখে রা নাই।

২৯৩৫। সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় যায়।

২৯৩৬। সাত রাজার ধন এক মাণিক।

২৯৩৭। সাত ভাতারী সাবিত্রী।

২৯৩৮। সাপ যেখানে। নেঙ্গুড় সেখানে।

২৯৩৯। সার তীর্থ বৃন্দাবন ।

২৯৪০। সার কুড়েতে পদ্ম ফুল।

২৯৪১। সাক্ষাত পুত্র, বাপ আঁটকুড়া।

২৯৪২। সাক্ষী গোপাল।

২৯৪৩। সাক্ষী দেয়না বৃত্তান্ত গায়।

২৯৪৪। সারা দিন বড়সী হাতে। সন্ধ্যাবেলা আমড়া ভাতে।

২৯৪৫। সিংহীর মামা ভোম্বলদাস। বাঘ মেরেছে গণ্ডাদশ॥

২৯৪৬। সিংহের কোলে শৃগাল শোয়।

২৯৪৭। সিংহের ডাকে গর্ভিণীর গর্ব্ভপাত হয়।

২৯৪৮। সিংহের পেটে ছাগল জন্মেনা।

২৯৪৯। সিঙ্গীরেশে খিঙ্গীবড়।
খার দায় চোপায় দড়॥

২৯৫০। সিদ্ধিখেলে বুদ্ধি বাড়ে।
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে॥

২৯৫১। কিস্তিও খায়। ভরাও ডুবায়।

২৯৫২। সুখ সাগর না রসের সাগর।
এক এক ঘরে তিন তিন নাগর॥ ১॥

২৯৫৩। সুখ উথ্‌লে উঠে।

২৯৫৪। সুখে থাকুক চূড়া বাঁশী। কত শত মিলবে দাসী॥

১। শান্তিপুর রসের সাগর। এক২ ঘরে তিন২ নাগর। ইহাও কেহ২ বলিয়া থাকে॥

২৯৫৫। সুখের পায়রা।

২৯৫৬। সুদ খোর আর মদ খোর সমান।

২৯৫৭। সুজন পারিত পাঁক বরাবর পাঁকে পাঁক মিলে যায়।
আর কুজন পীরিত কাঁচ বরাবর টুটেছে যোড়া না যায়।

২৯৫৮। সুপ্রসিদ্ধ গোপী নাথ কিবা মন্ত্র জানে।
কূলের কামিনী সব বাহির করে আনে॥

২৯৫৯। সুন্দর বনে বান্দর রাজা।

২৯৬০। সেঁজো বাঘ।

২৯৬১। সেইতো মল খসালি। লোকটা কেন হাসালি॥

২৯৬২। সেই চোক দিনে দেখি।

২৯৬৩। সেই বুড়ী নাচে। কত কাচ কাচে॥

২৯৬৪। সেই মাটীতে মৃদঙ্গ হয়।

২৯৬৫। সেওড়া তলায় আম পেলে আমতলায় কেহ যায়না

২৯৬৬। সেটির যো নাই কলু খুড়া।

২৯৬৭। সে কাল গেছে বয়ে। এটে কচু খেয়ে।

২৯৬৮। সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

২৯৬৯। সে গুড়ে বালি।

২৯৭০। সেরেক্কে পশুরি।

২৯৭১। সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

২৯৭২। সোণার কমল ধূলায় গড়াগড়ি। হর হর হর। অর্থাৎ স্বর্ণচুরা॥

২৯৭৩। সোণা দানা দুদের বাটী।
দুয়ো মেগের ওঁচলা মাটী॥ ১

১। সোহাগিনীর সোণা দানা আর দুদের বাটী। দুয়ো মেগের পক্ষে কেবল ফেলা ও চলা মাটী॥ ইতি দ্বিপাঠঃ।

২৯৭৪। সোণার উপর মিনের কাজ। (বা কাম)

২৯৭৫। সোণার বেণে সোণা চিনে হারাম চিনে কচু।

২৯৭৬। সোণার থালে খুদের জাউ।

২৯৭৭। সোপানৎক সদা ব্রজেৎ।

২৯৭৮। সোমে বুধে না দিও হাত।
উধার করে খেয়ো ভাত ॥ ১।

২৯৭৯। সোণা শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ে। এই চারি জাতকে
যে বিশ্বাস করে সে বেটা ভেড়ের ভেড়ে।

২৯৮০। সৌরভে ভ্রমর মজে, কামে মজে কুল।
আহারেতে মান মজে, টাকে মজে চূল ॥

২৯৮১। স্ত্রী বিত্ত মধমাধমং। ২।

২৯৮২। স্থান মান নাই উচু কবর।

২৯৮৩। স্নেহ নীচ গামী।

২৯৮৪। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।

২৯৮৫। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ পিতৃ নামাচ মধ্যমঃ।

২৯৮৬। স্বপ্নের অগোচর।

২৯৮৭। স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।

২৯৮৮। স্বামীর কিবা সুখ পৌষ মাসে ভাতের দুখ।

২৯৮৯। স্বগের আটকুড়ও ভাল।

হ

২৯৯০। হঠাৎ বাবু।

২। উত্তমং স্বার্জ্জিতং বিত্তং মধ্যমং পিতুরর্জ্জিতং অধমং ভ্রাতৃ বিত্তঞ্চ স্ত্রী বিত্তমধমাধমং ॥

১ অর্থাৎ মড়াই বা গোলাতে সোম ও বুধবারে হাত দিওনা খাদে অভাব হইলে অন্যদ্বারে ঋণ করিয়া খাওয়াও ভাল। হিন্দুদের এই রূপ বিশ্বাস আছে যে সোম বুধবারে গোলা হইতে ধান্য লইলে লক্ষ্মী ত্যাগ হয়।

২৯৯১। হই গিন্নি না ছুঁই হাঁড়ী।

২৯৯২। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।

২৯৯৩। হদ্দ কর্‌লে পদ্ম মুখী।

২৯৯৪ হবছেলে তার অন্ন প্রাশন।

২৯৯৫। হব কুৎসিত, নিন্দ উপদেশ !।

২৯৯৬। হয় না হয় দুবার যাবে। খাও নাখাও সকাল নাবে। তার কড়ি কি বৈদ্যে খাবে। ১

২৯৯৭। হয়না কেন লাঠা লাঠী খায়না কেন বাঘে। কোন্‌ শালা বা জাগে ।।

২৯৯৮। হয় তিল নয় তিল, ধোকড়ায় ভরিলে তিল।

২৯৯৯। হক চাচার দরবার।

৩০০০। হক কথা কব বন্ধু বেগড়ায় বেগ্‌ড়াবে। পেট ভরে খাব লক্ষ্মী ছাড়ে তো ছাড়িবে।

৩০০১। হরিঃস্মৃতিঃসর্ব্ব বিপদ বিনাশিনী। অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ হারিণী ।।

৩০০২। হরিদ্বার আর গঙ্গা সাগর।

৩০০৩। হরি ঘোষের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

৩০০৪। হরি বড় দয়াময়। কথা বটে কাজে নয় ।!

৩০০৫। হরি বল টুকনি গেল।

৩০০৬। হরিবল মন, চল্লেন গোবর্দ্ধন।

৩০০৭। হরি বল্‌লেই কাঁড়া চাউল!

৩০০৮। হরিষে বিষাদ।

৩০০৯। হরি বল মন, দিন গেল বয়ে।

১। হয় না হয় তিনবার যায়। তার কড়ি কি বৈদ্যে খায়।।

ইতি দ্বিপাঠঃ।

৩০১০। হরি হর এক আত্মা। বা (হরি হরাত্মা)।
৩০১১। হরে দরে হাঁটু জল।
৩০১২। হলদি খেলেই কি রাঙ্গা ছেলে হয়?।
৩০১৩। হলুদ রং নয় যে ধূয়ে যাবে।
৩০১৪। হাউস আছে যোত্র নাই।
৩০১৫। হা করিলেই দেশের বার্ত্তা জানা যায়!
৩০১৬। হাগা মানেনা বাঘার ভয়। ১।
৩০১৭। হাট চোরের পার্ব্বণ।
৩০১৮। হাটে কেন গণ্ড গোল।
যে যার বুঝে আপনার বোল॥
অথবা সবাই বলে আপন বোল॥
৩০১৯। হাট কি লাট।
৩০২০। হাটের মাঝে ঢোল পেটা।
৩০২১। হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা।
৩০২২। হাটে কি দর চাউল!
না, আমি বামণের ভাতে আছি।
৩০২৩। হাড়ে দূর্ব্বা গজিয়েছে (বা উঠেছে)।
৩০২৪। হাত ঠুঁটো জগন্নাথ।
৩০২৫। হাড়ির ঘরের লক্ষ্মী!
৩০২৬। হাড়ির কোদালে মাথা কাটা।
৩০২৭। হাত থাক্‌তে মুখা মুখী কেন।
৩০২৮। হাত পাতিতে কালাচাদই আছেন।
৩০২৯। হাগুস্তির লাজ নাই দেখুস্তির লাজ।
চারি কড়া কড়ি দিব হতুগিয়ে হাগ॥
৩০৩০। হাতী বলে রসাতল। ভেড়া বলে হাঁটু জল।

। হাগারে নাই বাঘারে ভয়। ইতি ৰিপাঠঃ।

৩০৩১। হাড়ীর ঘরে লক্ষ্মী হইলে, শুয়রকে মারে ঝাঁটা ॥
৩০৩২। হাড়ির কিচ্ কিচ্।
৩০৩৩। হাড়ীতে ভাত নাই বাড় বাড় বলে।
মনে ভক্তি নাই মুখে বসো ২ বলে ॥
৩০৩৪। হাঁড়ী সরা এক ঠাঁই হইলেই ঠকাঠকী লাগে।
৩০৩৫। হাঙুয়ার লগলগ খুরপির বিয়ে।
৩০৩৬। হাসে খেলে গেড়ি।
পোয়েরাম খেলো কড়ি।
৩০৩৭। হাড়ে ভেলকী লাগা।
৩০৩৮। হাড় খান মাস খাব, চামড়া নিয়ে ডুগডুগী বাজাব
৩০৩৯। হাড় কাটে মাস কাটে কচুগাচ দেখলে ফুঁপিয়ে উঠে
৩০৪০। হাত আলস্যে দাতে ছাতা।
৩০৪১। হাত গিলতে গিলতে বাউ গিলিল।
৩০৪২ হাত বাঁধে পা বাঁধে মন বাঁধে কে।
৩০৪৩। হাত চেয়ে আম বড়। অর্থাৎ বর কন্যা অযোগ্য ॥
৩০৪৪। হাত মোচ পা মোচ কপাল মোচা যায় না।
৩০৪৫। হাতি ছাড়াইলেই শতেক হাত।
৩০৪৬। হাতী বলে আমারও দুই দাঁত।
সুকর বলে আমারও দুই দাঁত ॥
৩০৪৭। হাতী মোলেও লাখ টাকা জিয়ন্তেও লাখ টাকা।
৩০৪৮। হাতীপর হাওদা ঘোড়েপর জিন।
কাল মুরগীপর ডঙ্কা বাজাবে নজরুদ্দীন ॥
৩০৪৯। হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে॥
৩০৫০। হাতে কালী মুখে কালী বাছা আমার লেখে এলি
৩০৫১। হাতে নাই সিক্কা। বাহিরে বাহির ফটকা ॥
৩০৫২ হাতে নাই কড়া বট। প্রাণ করে ছট ফট ॥

৩০৫৩ হাতে দই পাতে দই। তবু বলে কৈ কৈ।।
৩০৫৪। হাতে যদি নাই ধন; পাঁচে হও একমন।
৩০৫৫। হাতে গোধ পায়ে গোধ, গোধ কর্ণমুলে।
কোন পুরুষের জানি ভাগ্য ছিল গোধন ছিল চুলে।
৩০৫৬। হাতে মারিব না ভাতে মারিব।
৩০৫৭। হাতে খোলা পোঁদে মালা।
৩০৫৮। হাতে নাই কড়াকড়ি॥ করে বেড়ায় বাড়াবাড়ি॥
৩০৫৯ হাতে চাটি মেরে গেল।
৩০৬০। হাতে ভাতে করা। সংকেত প্রবাদ।
৩০৬১! হাতে মুখ চিনে।
৩০৬২। হাতে মুখে হয় না। সংকেত প্রবাদ।
৩০৬৩। হাতে যদি ফল পাই।
তবে কি আঁকুড়সি চাই।
৩০৬৪। হাতে শাখা নড়ে।
বিড়াল বলে আমার ভাত বাড়ে॥
৩০৬৫! হাতে হাতে সারা।
৩০৬৬। হাতে হাতেই ফল পাবে।
৩০৬৭ হালে হেতেরে সোণার গাঁতি।
তার অর্দ্ধেক কাঁদে ছাতি।
ঘরে বসে পোছে বাত।
এবৎসর যেমন তেমন আর বৎসর হাভাত।
৩০৬৮। হাতের কড়ি বিনশ্যতি।
৩০৬৯। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান হয় না।
৩০৭০। হাতের কঙ্কণ বেচে এনেছি বান্দী।
সে হৈল গৃহিণী আমি হলেম বান্দি।
৩০৭১। হাতের ছাড়িলে আপন পর চিনে না।
৩০৭২। হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।

৩০৭৩। হাতীর নাদে শশারুর মাগ ফাটে।

৩০৭৪। হাতীর পিঠে আসে যায়।
হামা দেখে ডর পায়। ১ ।

৩০৭৫। হাতীর পা টলে।

৩০৭৬। হাতীর হাড়।

৩০৭৭। হাতীর পশ্চাৎ কুকুরে ভুকে।

৩০৭৮। হাতীর সঙ্গে বেঁড়ে বলদ।

৩০৭৯। হাদেরে কলমি লতা।
জল শুকালে থাকবি কোথা।

৩০৮০। হাভাত্যে যদ্যপি চায়।
সাগর শুকায়ে যায়!

৩০৮১। হাভাতের ঘরে ভাত নাই।

৩০৮২। হাভাতের নাহি সুখ নাহি অপমান।

৩০৮৩। হাভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই।

৩০৮৪। হাঁপরের আগুন।

৩০৮৫। হাভাতের অনেক দোষ।

৩০৮৬। হামতো ছোড়ে, কমলিতো ছোড়্তা নেহি।

৩০৮৭। হায়রে কপাল এক পেশ্যে।
যেখানে যাই সেই বলে ফেণ খেস্যে।

৩০৮৮। হারলেও ঘরের ভাত।
জিতলেও ঘরের ভাত॥

৩০৮৯। হায় রে সেকেলে বল,
তুলা বলে মাড়াই পল॥
যদি দেখি মাথাটী॥
লেগে গেল দাঁত কপাটী॥

১। হাতীর তলদিয়ে আসে যায়। হামবা দেখে ডরায়। অথবা
হামা দেখে ভয়পায়। গজের উপর চড়ো যায়। ইতি বিপ্রঃ২।

৩০৯০। হায় এমন দিন কবে হবে মায়ের ছেলে হব
মালা করে্য চাল ভিজায়ে পথ্যে বস্যে খাব ॥

৩০৯১। হায় কি মজা শ্বশুর বাড়ী।
তিন দিন বৈ ঝাঁটার বাড়ী।

৩০৯২। হারার চেয়ে গোল ভাল।

৩০৯৩। হাল ভাগ্য নাই ॥
গো ভাগ্য আছে।

৩০৯৪॥ হাল মেরে মেদনী সার ॥

৩০৯৫। হালি আর পানী পায় না।

৩০৯৬। হালুয়া হাল চষে কৃষাণ বুনে ধান।
আগে খায় চোর চোট্টাল পিছে খায় কৃষাণ।

৩০৯৭। হালে বয় না তেড়ে গুতায়।

৩০৯৮। হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।

৩০৯৯। হাসতে হাসতে গুয়া খাইলাম।
তাই কি আমি মাগ হৈলাম।

৩৪০০। হাসতে হাসতে দাঁত বেরুলো।

৩৪০১। হাসিয়ে নলিতে বলে।
এই মেঘে ভাসাবে জলে॥

৩৪০২। হিন্দু জানে কি কুকড়ার মুল।

৩৪০৩। হিন্দু হারামী করা।

৩৪০৪। হিন্দুর নারায়ণ। আর
মুছলমানের তোবা।

৩৪০৫। হিত করিলেই বিপরীত।
অথবা হিত করতে বিপরীত হৈল।
কিম্বা হিতে বিপরীত।

৩৪০৬। হিসাব কিতাব জেনে।
চাষ করে না জোৎদার বেটা।

৩৪০৭। হিসাব কিতাব যব।
মমঝায়েগা তব॥

৩৪০৮। হিসাব নিকাশ যখন
গাড় ফাটবে তখন।

৩৪০৯। হিসাবের কড়ি, বাঘে খায়?

৩৪১০। হুজ্জুতে বাঙ্গলা, আর হুকুমতে চীন।

৩৪১১। হেদি কয়ে পদীকে বুঝালো।
ঢেঁকি দিয়ে কাণ বিঁধালো।

৩৪১২। হেড়ে কোণে মেঘ লেগেছে গরু গেল উড়ে [১]
নীন মুগুর কেড়ে লব গাই দুইবা কিসে।

৩৪১৩। হেঁপো বাগদী গুঁপো পোদ।

৩৪১৪। হেগো রোগা মুখে টনকো বা চোপায় দড়।

৩৪১৫। হেঞ্চলনাজ্ঞানে তুলসীর বন।
ঠ্যাং তুলে মুতেই মন।

৩৪১৬। হেথা হৈতে ছুড়লেম থাল।
থাল গেল বলদ থাল।

৩৪১৭। হেলে যায় কাল নিয়ে।
বিধাতা যায় তুল নিয়ে।

৩৪১৮। হেসে হেসে কথা কয়;
এ মিনসে বুঝি পেয়াদা নয়।

৩৪১৯। হেসে সূর্য্য বসে পাটে।
চাষার গরু বিকোয় হাটে। [৩]

১। হেড়ে কোণে মেঘ করেছে, ঝাঁকে উড়ে মহিষ। ইতিবিদ ১ঃ।

২। কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত পাঁচরন প, চ (ব, বলদা গ, ল) হঃ।

৩। হেসে সূর্য্য বসে পাটে, অর্থাৎ উদয় হইয়াই অস্ত যায় বা অপ্রকাশিত হয়।

৩৪২০। ক্ষণমপি সুখং।

৩৪২১। ক্ষণেক খায়, পলেক গায়।

৩৪২২। ক্ষণেক খেলে পণেক গায়।
পণেক খেলে চৌপর দিন গায়।

৩৪২৩। ক্ষীর বরাবর ভ্রষ্টা নারী।
পীর বরাবর নেড়ে।
স্বর্ণ ক্ষুর এড়ো।
আর বাড়ীয় কাছে গেড়ো।
এদের যে বিশ্বাস করে।
সে এক ভেড়ের ভেড়ে।

৩৪২৪। ক্ষুদ গুড়া যেনা বাছে।
তার ভাত সর্ব্বত্র আছে।

৩৪২৫। ক্ষুধার অন্নে কি করে ব্যঞ্জনে।

৩৪২৬। ক্ষেতে নাই দেখে ধান।
উড়ে যায় চাষার প্রাণ।

৩৪২৭। ক্ষেতের কোণ। বাণিজ্যের ধন।
অথবা লঙ্কার বাণিজ্যে, ক্ষেতের কোণে।

৩৪২৮। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান্য। পথে পথে নবান্ন।

৩৪২৯। ক্ষেপ হারালাম। জনম হারাব না।

ইতি প্রবাদ মালা